স্বরচিত ফাঁদ

মঞ্জু সরকার

BanglaBook.org
The Online Library of Bangla Books

স্বরচিত ফাঁদ

মঞ্জু সরকার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঐতিহ্য

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮ - ৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪০৭
ফেব্রুয়ারি ২০০১

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সৈয়দ ইকবাল

বর্ণ বিন্যাস
সৃজনশীল কম্পিউটার
দেলপাড়া নারায়ণগঞ্জ

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স

মূল্য : পঁচাত্তর টাকা

SAWRACHITA FAND A novel by Manju Sarkar. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem Oitijjhya. Date of Publication February 2001.

Website : www. Oitijjhya.intechworld.net

Price : 75.00 US $ 5.00

ISBN 984-776-058-6

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ

কুয়াত ইল ইসলাম

ও

ভাস্কর চৌধুরী

সুহৃদবরেষু

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

১.

চিরকুমার থাকার পণ করা দূরে থাক, গোটা জীবন একা একা কাটিয়ে দেবার কথা একদিনের তরেও ভাবেনি মুরাদ। মেয়েদের প্রতি তার দুর্বলতা অন্য ছেলেদের চেয়ে কম নয়। বরং বেশি। দাড়িগোঁফ সম্পূর্ণ গজানোর আগেই মেয়েপ্রীতি বিষয়ক মনের আকুলিবিকুলি নিজের মনে সাংঘাতিক রকম টের পেতে শুরু করেছিল। তখন কবিতাও লিখত মুরাদ। এখন লেখে না। তার মানে এই নয় যে, মেয়েদের প্রয়োজনীতা তার জীবনে ফুরিয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে দেখলে এখনও অনেক সময় চোখের পলক ফেলতে ভুলে যায়।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব করার অল্পস্বল্প সুযোগ হয়েছিল। সুযোগের সদ্ব্যবহারেও সে ছিল আন্তরিক। কিন্তু যৌবনের উন্মাদনা ও আবেগ সত্ত্বেও কোনো মেয়ের সঙ্গে এমন গভীর সম্পর্ক হয়নি – যার বিরহব্যথা বা আনন্দ-স্মৃতি সম্বল করে বাকি জীবন একা কাটিয়ে দেয়া যায়। গল্প-উপন্যাসেও এরকম নারী-বিরাগী নায়কের সাক্ষাৎ পেলে বিরক্ত বোধ করে মুরাদ। কোনো একটি মেয়েকে না পাওয়ার জন্যে আত্মহননের পথ বেছে নেয়া কিংবা সারা জীবন আইবুড়ো থাকাটা অবাস্তব মনে হয় তার কাছে। কাজেই চাকরিতে ঢোকার পর থেকে সংসার-জীবনে ঢোকার জন্যেও মানসিকভাবে প্রস্তুত সে। আত্মীয়স্বজনদের কাছে বলেছে, নিজের কাছেও বলে প্রায়শ – এ বছর হোক কিংবা আগামী বছরে, ষোল আনা মনের মতো পাত্রী না পেলেও বিয়েটা করতেই হবে একদিন। সাংসারিক ও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্যে বিয়ের বিকল্প আর কী হতে পারে? এমন প্রশ্ন শুনলে মুরাদও হেসে জবাব দেবে, দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটানো যায় না।

বিয়ে করবে বলেই তো এ যাবত অন্তত এক ডজন মেয়ে দেখেছে মুরাদ। দেখাদেখি, কথাবার্তা, এমনকি অনেকের সঙ্গে কল্পনায় বসবাস করেও ভবিষ্যৎ

BanglaBook.org

দাম্পত্যজীবনের গুণাগুণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত, হয়তো কপাল দোষেই, যাকে বলে ব্যাটে-বলে সংযোগ ঘটেনি। স্বজন-বান্ধবরা বহুবার নানাভাবে উদ্যোগ নেবার পরও, সেই শুভ দিনটি গত পনের বছরে আসেনি এখনও। ফলে চল্লিশ উত্তীর্ণ বয়সে দেশে বিবাহযোগ্য কুমারদের মধ্যে মুরাদ হোসেন অন্যতম। ইতিমধ্যে মাথায় ও দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলেও যৌবন অতিক্রমণের ঘোষণা সাদা পতাকা ওড়াতে শুরু করেছে। কাউকে বুঝতে না দেয়ার জন্যে মুরাদ রোজ ভোরে ক্লিন সেভ করে, চুলে ও গোঁফে নিয়মিত কলপ মাখে। মেদ না বাড়ার জন্যে সকালে হালকা ব্যায়ামও করে নিয়মিত। যৌবনের অপচয় ঠেকানো ও তারুণ্য ধরে রাখার ব্যাপারেও মুরাদ বরাবর যত্নবান।

তারপরেও শত্রু-মিত্র সবার মুখে একই প্রশ্ন – মুরাদ কেন বিয়ে করে না? মাসে পনের/বিশ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করে যে-ছেলে, সে নাকি বিয়ের যোগ্য মেয়ে খুঁজে পায় না দেশে! এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা হলো? বিয়ে করে না তো ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া নিয়ে একা থাকে কেন?

বাসায় বেড়াতে এলে কিংবা হঠাৎ কোথাও দেখা হলে স্বজন বন্ধুরা পুরনো প্রসঙ্গটা তুলবেই। একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাকগলানো যাদের রুচিতে বাধে, তাদের মনেও মুরাদের কুমার-জীবন নানা প্রশ্ন ও সন্দেহ জাগায়। আড়ালে তার কৌমার্যহরণ বিষয়ে মুখরোচক পরচর্চা হয় বিস্তর। সামনাসামনি সমালোচনাও করে অনেকে।

একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে মুরাদকে মুখোমুখি সমালোচনা করার সহজাত স্বভাব ও অধিকার যাদের আছে, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সৈকতকেই অধিক গুরুত্ব দেয় মুরাদ। কেননা সৈকতের স্ত্রী রুবিও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছে তারা। রুবি সৈকতের স্ত্রী হবার পরেও – স্বামী স্ত্রী দু'জনের সঙ্গেই বন্ধুত্বের সম্পর্কটা টিকে আছে এখনও। মুরাদের কৌমার্য হরণ নিয়ে এই বন্ধু দম্পতি এক যুগ ধরে অনেক চেষ্টা করেছে। শেষবারের মতো চেষ্টা করার জন্যে, নতুন প্রস্তাব নিয়ে সৈকত এক ছুটির সকালে মুরাদের নতুন আস্তানায় এলো।

মুরাদের নতুন আস্তানা স্ত্রী-শূন্য সাজানো সংসার। নানা ঘাটের জল খেয়ে, অবশেষে একাই একটা সম্পূর্ণ ফেমিলি কোয়ার্টার ভাড়া নিয়েছে মুরাদ। মাসিক ভাড়া সাড়ে ছয় হাজার টাকা। চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলার ডান ফ্ল্যাট। ছোট হলেও ফ্ল্যাটগুলি সুন্দর। ভেতরে দুই রুম, এ্যাটাচ্‌ড বাথ, কিচেন ও ডাইনিং স্পেস। এ ধরণের বাসা বেশি ভাড়া কিংবা এ্যাডভান্স পেলেও একা ব্যাচেলরকে ভাড়া দিতে চায় না কোনো বাড়িঅলা। ফাঁকা বাসায় আকাম-কুকাম করলে ঠেকাবে কে? এ

BanglaBook.org

কারণেই সম্ভবত গ্রাম থেকে আনা মধ্যবয়সী এক মহিলাকে সঙ্গে রেখেছে মুরাদ। দেখলে লোকে ভাবে কাজের বুয়া। মুরাদ বলে– তার মায়ের দূরসম্পর্কিত বোন। খালা ডাকে, খালা হিসেবেই পরিচয় দেয় সবার কাছে। সেই খালার কল্যাণেই এখন ছিমছাম পারিবারিক জীবন যাপন করছে মুরাদ।

বিবাহিত বন্ধুরাও মাঝে-মধ্যে বউ-বাচ্চা নিয়ে বেড়াতে আসে। অস্বস্তি বোধ করে না কেউ। এক বন্ধুপত্নী কিচেনে ঢুকে নিজ হাতে চা বানিয়ে খাইয়েছে। আর একদিন এসে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াবে – কথা দিয়েছে। আর এক বন্ধুদম্পতি মুরাদের বিয়ের ঘটকালি করতে এসে বিদায় নেয়ার সময় আবদার করেছে, এর পরের বার এসে ভাবীর হাতের রান্না খেয়ে যেতে চাই মুরাদ ভাই।

মুরাদের নতুন বাসায় সবচেয়ে আগে আসার কথা যাদের, তারা এলো অনেক দেরিতে। তাও সৈকত একা। মুরাদ তার বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না। বলল, কী রে একলা কেন! রুবি, বাচ্চারা সঙ্গে এলো না?

রুবি এবং আমার মেয়েও বলে দিয়েছে, যতদিন একা – মানে আইবুড়ো আঁটকুড়ো থাকবি, তোর বাসায় আসবে না তারা।

মুরাদ পাল্টা অভিযোগ অভিমানের সুরে প্রকাশ করে বলল, ওরা চিরকাল তো তোরই সেবা করে গেল। আজ না হয় আমার নতুন বাসায় এসে আমাকে একটু সেবাযত্ন করত, সঙ্গ দিত।

পরের বউ-বেটির দাতব্য সেবা আর চোরাই প্রেম সম্বল করে কতদিন কাটাবি শালা?

মুরাদ মুচকি হেসে উড়িয়ে দিল প্রশ্নটি। প্রশ্ন নাকি অভিযোগ? বোঝার জন্যে পাল্টা প্রশ্ন করতে সাহস হলো না তার। কিন্তু পরে মুরাদ যখন বাসায় একাকিত্ব নিয়ে আত্মমগ্ন হবে, সৈকতের এ প্রশ্নটি বারবার মনে পড়বে তার। অভিযোগের উৎস খুঁজতে গিয়ে সৈকতের চরিত্র, অন্যদিকে তার স্ত্রী ও কিশোরী মেয়ে শিমুলের কথাও ভাববে সে। কিন্তু আপাতত সৈকতের কথাকে ঠাট্টা ধরে নিয়ে নিজেও সে ঠাট্টা করল।

তোর তো আবার অন্দরমহলের দরজা-জানালা বলতে কিছু নেই। চোরাই প্রেমের মজা তুই কি বুঝবি বল।

কিন্তু তোর চোরাই প্রেমের সাথে নারীদেহের কোনো সম্পর্ক আছে কি? সেদিন এতো সুন্দর একটা মাল ঠিক করলাম, খালি বাসা আগলে রেখেছিস, অথচ আনতে দিলি না। ব্যাপারটা কী রে মুরাদ?

BanglaBook.org

সেদিন টেলিফোনে কোনো এক সুন্দরী কলগার্লকে সৈকত বউ সাজিয়ে মুরাদের নতুন বাসায় আনার প্রস্তাব করলে মুরাদ যে কারণ দেখিয়ে বাধা দিয়েছিল, সেই কারণের কথা স্মরণ করে হাসিমুখে আঁতকে উঠল।

আস্তে। খালা টের পেলে তোকে ঝাঁটাপেটা করে তাড়াবে এখনই।

কীরকম খালা তোর? আগে তো এ মহিলার কথা বলিসনি কখনও। ডাক তো, পরিচিত হই আগে।

সৈকতের চোখে সন্দেহের ঝিলিক। যেন খালা পরিচয় দিয়ে গ্রামের বয়স্কা মহিলার সঙ্গে মুরাদ অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত কিনা, তা এখনই পরীক্ষা করবে সে। নিজের বাসার কাজের মেয়ের সঙ্গে যার রুচিহীন সম্পর্কের ইঙ্গিত স্বয়ং রুবির কাছে শুনেছে মুরাদ, তার মনে এরকম হীন সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু যে কোনো মনোভাব ও বাজে চিন্তা সৈকত অনায়াসে বন্ধুদের কাছে যেভাবে প্রকাশ করতে পারে, মুরাদ পারে না। সতর্ক করার পরেও সে চেঁচিয়ে খালাকে ডাকতে লাগল।

ও খালা, এদিকে আসেন তো। আপনার সঙ্গে পরিচিত হই।

মুরাদের খালা ঘোমটা মাথায় ঘরে এলে সৈকত দাঁড়িয়ে সালাম দেয়। নিজের পরিচয় দিয়ে সরাসরি জানতে চায়, মুরাদ কি এ জীবনে বিবাহ-শাদি করবে না খালা? আপনাকে বলেছে কিছু?

কই করে বাবা ! ওনার ভাইবইনেরাও কতো মেয়ে দেখল, কিন্তু কাউরেই পছন্দ হয় না ওনার।

এবার হবে। আমরা, মানে আমার বউ এতোদিনে মুরাদের পছন্দ মতো একটা মেয়ে খুঁজে পেয়েছে। দেখলে আপনারও পছন্দ হবে ইনসাল্লাহ। আগামী শুক্রবার মেয়ে দেখার জন্যে মুরাদকে আমার বাসায় পাঠাবেন, আপনিও যেতে পারেন। এই মেয়েটাও যদি পছন্দ না হয়, তা হলে বুঝব.... কী রে কী বুঝব?

সৈকত খালার সামনে বেফাঁস কথা বলতে পারে ভেবে মুরাদ তড়িঘড়ি খালাকে সরিয়ে দিতে চাইল।

তুমি যাও তো খালা, আমাদের জন্যে চা করো। সৈকত আমার পুরনো বন্ধু।

খালা চলে যাওয়ার পর সৈকত বন্ধুর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে ভারিক্কী কণ্ঠে কথা বলে।

কয়েকটা বিষয়ে তোর সঙ্গে আজ খোলামেলা আলোচনা হওয়া দরকার। আমি কিছু প্রশ্ন করবো, সত্যি জবাব দিতে হবে তোকে। আমি কথা দিচ্ছি, আমাদের এসব কথা তৃতীয় কেউ, এমনকি রুবিও জানতে পারবে না।

BanglaBook.org

এ ধরনের সিরিয়াসনেস সৈকতের চরিত্রের সঙ্গে বেমানান। দিলখোলা স্বভাবের সৈকত আরো খোলামেলাভাবে তার স্ত্রী রুবি ও কন্যা শিমুলের সঙ্গে বন্ধুর গোপন সম্পর্ক বিষয়ে কথা বলার আশঙ্কায় ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে মুরাদ। তবে বিষয়টা পুরনো এবং মুরাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতিও যথেষ্ট। বিরক্তি নিয়ে বেপরোয়া জবাব দিল সে।

কী জানতে চাস, ভূমিকা না করে সরাসরি বল।

রুবির প্রতি তোর এক ধরণের দুর্বলতা আছে, সেটা আমি বিয়ের আগে থেকেই জানি। তোর মত নিয়েই কিন্তু ওকে বিয়ে করেছি আমি। এখন তুই ঠাট্টা করেই হোক আর সত্যিই হোক, রুবির মতো আর একটা মেয়ে পাস না বলে বিয়ে করিস না – এরকম কথা রুবিকেও বলেছিস। আমি আজ জানতে চাই, সত্যই কি তুই রুবিকে এখনও গভীরভাবে ভালবাসিস? তাকে না পাওয়ার জন্যে বিয়ে করছিস না – এটাই কি তবে আসল সত্য?

মুরাদ ঠিক বুঝতে পারে না যে, তাকে ঘিরে বন্ধু-দম্পতির নতুন কোনো ঝগড়া হয়েছে কিনা। তবে হ্যাঁ বললে সৈকত যে আজই স্ত্রীর ওপর এতোদিনের বৈধ অধিকার বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই মুরাদের। কিন্তু মুরাদ এও জানে, স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলেও রুবি মুরাদের ঘর করতে আসবে না। মুরাদও রুবিকে সৈকতের প্রেমহীন বন্ধন থেকে উদ্ধার করে নিজের বৈধ স্ত্রী বানাবার শপথ নেয়নি কখনো। সৈকতের কথা শুনে মুরাদ তাই অট্টহাসিতে রহস্যময় হয়ে উঠল।

হাসছিস কেন শালা? আমি আজ তোর স্পষ্ট জবাব জানতে চাই।

রুবির প্রতি আমার সেরকম কোনো দুর্বলতা থাকলে তোর সঙ্গে এতোদিন সম্পর্ক থাকত না। আসলে আমার ভুলটা হয়েছে, বিয়ের পরও তোদের দু'জনকে আমি বন্ধু ভেবে আসছি, তোদের বাসায় অসংখ্যবার যাতায়াত করেছি। ফলে এরকম অদ্ভুত সন্দেহ করার সুযোগ পাচ্ছিস তোরা। বিয়ের পর তোদের মানে সংসারী মানুষদের চিন্তাভাবনা মনমানসিকতা এতো সংকীর্ণ হয়ে যায়! এসব দেখেশুনেই বোধহয় আমি বিয়ে করার সাহস হারিয়ে ফেলেছি সৈকত।

আমি তোকে সন্দেহ করলে বিয়ের পরও রুবির সঙ্গে তোর মেলামেশার কোনো সুযোগ দিতাম না মুরাদ। তবে তোকে ঘিরে এসব নতুন চিন্তাভাবনা করাচ্ছে তোরই হবু স্ত্রী।

হবু স্ত্রী মানে? ছি! রুবির কথা বলছিস?

আরে শালা আমার বউ তোর স্ত্রী হতে চাইলে কিংবা তুই তাকে বউ হিসেবে

BanglaBook.org

চাইলে তো অনেক আগেই তাকে ছেড়ে দিতাম। রুবি এবার তোর জন্যে যে মেয়ে ঠিক করেছে, তার কথাবার্তা শুনেই তোর সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি।

তা এই ছোটলোকের বাচ্চাটি কে? কোথায় খুঁজে পেল তাকে রুবি?

ছোটলোকের বাচ্চা, নাকি অসাধারণ রকমের মেধাবী এবং আশ্চর্য একটি মেয়ে– দেখলেই বুঝতে পারবি। তার আগে আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দে। এতোদিন তোর বিয়ে না করার কারণ শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের অভাব – এটাই কি তবে সত্য?

মানে?

মানে তোর যন্ত্রপাতি ঠিক আছে তো শালা? ডুবে ডুবে কোথায় যে জল খাস, ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও আমি বুঝতে পারি না, অন্যেরা সন্দেহ তো করবেই।

সৈকতের নতুন সন্দেহে তার স্ত্রী-কন্যার সাথে অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দেই যেন মুরাদ হো হো করে হেসে উঠল।

যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কিনা সেটা তো কোনো লেডি ডাক্তার পরীক্ষা করে ভালো সার্টিফিকেট দিতে পারবে। সেরকম কোনো ডাক্তারের সন্ধান পেলে তার প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে যাস আমাকে।

সন্ধান পেয়েছি বলেই তো এতো কথা। আসলেও মেয়েটি ডক্টর। সোসিওলজিতে মাস্টার্স করার পর পরিবার ও বিবাহ বিষয়ে থিসিস করেছে। এখন একটা এনজিওতে কনসালটেন্ট হিসেবে চাকরি করছে। বয়সে আমাদের চেয়ে আট/দশ বছরের জুনিয়র হবে। কিন্তু যেমন তার চেহারা, তেমনি ব্যক্তিত্ব ও পড়া-শুনা। আমার দেখামাত্র পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আমার চোখ দেখে রুবির সামনেই আমাকে বোল্ড আউট করেছে মেয়েটি। কী বলেছে জানিস, ঘরে বউ রেখে অন্য মেয়েদের প্রতি এভাবে তাকানোটা আপনার স্বভাব নাকি অভ্যাস? এমন স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড মেয়ে আমি আর দেখিনি। কিন্তু তোর গল্প শুনেই তোকে পছন্দ করে বসে আছে ডঃ বিন্তি। কী, নামটা কেমন রে? শালা দেখলেই বিঁধে যাবি।

তা যন্ত্রপাতি বিষয়ক সন্দেহটা কি সেই ডঃ বিন্তি করেছে?

সন্দেহ ঠিক নয়, ব্যাচেলরদের ক্লাসিফিকেশন করে বিন্তি জানতে চেয়েছিল তুই কোন শ্রেণীভুক্ত?

ব্যাচেলরদের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে নাকি?

সেটা তো আমিও জানতাম না। তোর হবু স্ত্রী একদিনেই অনেক কিছু শেখালো হে। এই যেমন ধর -

BanglaBook.org

১. বিয়ের সময় বা দায়িত্ব পালনের যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত যারা কুমার বা কুমারী থাকে। এরা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ ব্যাচেলর।

২. ত্যাগী বা সাধু শ্রেণীর কুমার। এরা বড় কোনো আদর্শের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে বলে সাধারণ মানুষদের মতো ঘর সংসারের বাঁধনে নিজেকে জড়ায় না। মানবজাতিকে নিজ সন্তানের মতো ভালোবেসে কিছু দিতে চায় বলে এরা স্ত্রী সন্তানের ঝামেলা সারা জীবন এড়িয়ে চলে।

৩. ভোগী শ্রেণীর কুমার। বিয়ে করলে বহুগামিতা বা বৈচিত্র্য পিপাসা বন্ধ হবে বলে এরা বিয়ে করে না। করলেও সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার রক্ষার জন্যে চল্লিশের পরে করে।

৪. ব্যর্থপ্রেমিক ব্যাচেলর। এরা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বা পছন্দসই মেয়েটিকে বিয়ে করতে না পারার দুঃখে দ্বিতীয় কোনো নারীকে বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা অটুট রেখে আজীবন কুমার বা কুমারী থাকতে পারে শতকরা দু'একজনের বেশি নয়।

৫. আর এক শ্রেণীর কুমার আছে, যাদের বিয়ে না করার কারণ শারীরিক বা মানসিক সামর্থ্যের অভাব।

৬. মনের মতো পার্টনার খুঁজে না পাওয়ার কারণে দীর্ঘদিন কুমার বা কুমারী থেকে যেতে বাধ্য হয় যারা।

কী অসাধারণ চিন্তাশক্তি ভেবে দেখ। আমি শালা এতোদিন ধরে মিশছি তোর সঙ্গে, কই – তোর বিয়ে না করার কারণ নিয়ে এমন সুক্ষ্ম চিন্তা তো কখনও মাথায় আসেনি। কিন্তু তোর গল্প শুনেই মেয়ে এভাবে ক্লাসিফিকেশন করে জানতে চাইল, তুই কোন ক্যাটাগরীতে পড়বি?

মুরাদ হেসে জানতে চাইল, তা কী জবাব দিলি তোরা?

কোনো ভাবনাচিন্তা না করেই অবশ্য বলে দিয়েছি, মনের মতো পার্টনার না পাওয়ার দলে আছিস তুই। আর রুবি বলেছিল, মেয়েদের চেয়ে বই পড়তে তুই বেশি ভালবাসিস। তাই বউয়ের বদলে বইপত্র দিয়ে ঘর ভরিয়েছিস।

বন্ধুদের মুখে আপন কৌমার্য ও একাকিত্বের নানারকম ব্যাখ্যা শুনে মুরাদ মজা পাওয়ার হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বলল, বাহ! রুবি তাহলে আমার জন্যে একটা নতুন শ্রেণীবিন্যাস করেছে।

আমাদের জবাব শুনে বিন্তি নামের মেয়েটা মহা খুশি। কারণ নিজেও সে এই দলের কিনা। এরপর তোর সম্পর্কে আরো যেসব কৌতুহল দেখাচ্ছিল,

BanglaBook.org

তোদের পরিচয়- সাক্ষাতের ব্যবস্থা না করে আমাদের আর উপায় ছিল না। আগামী শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায় সে আমার বাসায় আসবে। তুই তৈরি হয়ে তার আগেই চলে আসবি। টেলিফোনে ডাকলে হয়তো না-ও যেতে পারিস। তাই রুবি আমাকে পাঠিয়েছে, যাতে ঠিক সময়ে হাজির থাকিস। ঠিক আছে?

মুরাদ না যাওয়ার সিদ্ধান্ত গোপন করার জন্যে ছোট করে বলল শুধু, দেখি। চা-নাস্তা খেয়ে সৈকত চলে যাওয়ার পর তার মনে হলো, অভিমান ভাঙিয়ে মুরাদকে আবার বাসায় নেয়ার জন্যে এটা রুবির নতুন কোনো চাল নয় তো?

২.

হলে হবে, না হলে নেই। বিয়ে করা এবং না করার ব্যাপারে মুরাদের প্রস্তুতি এখন দু'দিকেই সমান সমান। ইতিমধ্যে চল্লিশ পেরুনোর পর তার বয়সটা বড় বাধা হয়ে উঠছে। পেশাদার ঘটক না হয়েও যেসব পরিচিত শুভাকাঙ্ক্ষী মুরাদের জন্যে মেয়ে খোঁজে, কাছাকাছি বয়সের যোগ্য পাত্রী খুঁজে পায় না কেউ। কারণ দেশের অধিকাংশ কুমারীদের বয়সই তো ত্রিশের নিচে। ষোড়শী থেকে বিশোর্ধ যুবতী ও তাদের অভিভাবকগণ মুরাদকে পছন্দ করার মতো অনেকগুলি গুণ খুঁজে পেলেও বয়সের কারণেই পিছিয়ে যায়। অবিবাহিত অবস্থায় প্রায় গোটা যৌবনকালটা কাটিয়ে দেয়ার পেছনে মুরাদের জীবনের গোপন অধ্যায়ের নানারকম কলঙ্ক ও দুর্গন্ধ খুঁজে পায় হয়তো-বা। তাছাড়া বিয়ের পর মেয়ে দীর্ঘকাল স্বামী সহবাসের আনন্দ পাবে না, কোন পিতামাতাই-বা মেয়ের জন্যে এমন আশঙ্কাময় ভবিষ্যত দেখতে চায়? কাজেই পাত্র হিসেবে তন্বী-তরুণী পাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের কাছে খারিজ হওয়ার বাস্তবতা মুরাদ এখন স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়।

বছরখানেক আগে ভাইয়ের শালার ঘটকালিতে সদ্য ডিগ্রী পাশ একটি মেয়ে ঠিক হয়েছিল। মেয়ে দেখার অনানুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে মুরাদ নিজের সম্পর্কে বলেছিল, আমার বয়স বত্রিশ নয়, চল্লিশ। আর যে প্রাইভেট ফার্মে চাকরি, ভবিষ্যতে ম্যানেজার বা ডিরেক্টর হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই সেখানে নেই।

মুরাদের সততায় মুগ্ধ হয়ে কন্যাপক্ষ কন্যা সম্প্রদানের জন্যে আর এগিয়ে আসেনি। ঘটক আত্মীয়টি ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, মেয়ে পছন্দ হয় নাই সেটা বললেই হতো। কিন্তু আমাকে ওভাবে ছোট করলেন কেন? বিয়েশাদির ব্যাপারে হাজার রকম কথাবার্তা হয়। তার মধ্যে দু'চারটা কথার নড়চড় হলে মহাভারত

BanglaBook.org

অশুদ্ধ হয় না। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়স শুনে কোন বেআক্কেল আপনাকে মেয়ে দেবে?

মুরাদ হেসে মন্তব্য করেছিল, দেয়া উচিতও নয় বোধহয়।

এরপর আত্মীয়-স্বজনরা ধরে নিয়েছে, মুরাদ বিয়ে করবে না আসলে। হাল ছেড়ে দিয়েছে তারা। চোখের সামনে পড়ে গেলেও মুরাদের বউ করার জন্যে কোনো মেয়েকে বিবেচনা করে না আর। তবে মুরাদ যে কোনো মেয়েকেই বিয়ে করুক, মেনে নেয়ার জন্যে প্রস্তুত তারা।

শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুদের মধ্যে মুরাদকে বিয়ে করানোর দায়িত্ব সৈকত-রুবি দম্পতি কেন বোঝার মতো মাথায় তুলে নিয়েছে, মুরাদ নিজেও অনেক সময় তার সঠিক কারণ খুঁজে পায় না। এ যাবত পাঁচটি মেয়ে দেখিয়েছে তারা। আলাপ-আলোচনা করেছে আরো বেশি। এর মধ্যে সর্বশেষ মেয়েটিকে দেখানোর আয়োজন হয়েছিল একটি চাইনিজ রেস্তোঁরায়। ঝরনা নামের সেই মেয়েটির মাথা নিচু করে সুপ খাওয়ার ভঙ্গি মনে পড়ে খুব।

কনেকে নিয়ে রুবি পাশে বসেছিল। উল্টোদিকে সৈকত ও মুরাদ পাশাপাশি। সম্ভাব্য স্ত্রীকে দেখতে গিয়ে মুরাদ ঘুরেফিরে রুবিকে দেখছিল বেশি এবং রুবিকেই সেদিন অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল তার কাছে। ব্যাপারটা বোধহয় টের পেয়েছিল রুবি। ঠাট্টার মেজাজে প্রতিবাদও করেছিল।

এই, তুমি শুধু আমাকেই দেখছো। যাকে দেখার তাকে দেখো, কথাবার্তা বলো কিছু। আমরা আর কতো বকবক করবো?

আমাদের মনের কথা তো তোমরাই সব বলে ফেললে।

বাহ্! এখনই আমরা তোমরা? ঠিক আছে তোমরা তবে দু'জনে কথাবার্তা বলো, আমরা এখন উঠি।

বর-কনেকে একান্তে দেখাদেখি ও কথাবার্তা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্যেই বাচ্চার অসুস্থতার দোহাই দিয়ে স্বামীকে টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিল রুবি। যাওয়ার আগে অবশ্য খাওয়ার বিল সেই পরিশোধ করেছিল এবং ঝরনাকে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বটিও মুরাদের কাঁধে চাপিয়েছিল।

সৈকত-রুবি চলে যাওয়ার পর অচেনা ঝরনার লজ্জা-শরম কমে গিয়েছিল যেন। ঘরের বউয়ের মতোই সরাসরি তাকিয়ে জানতে চেয়েছিল, আগে কখনও প্রেম করেছেন?

প্রেমের অভিজ্ঞতা তো কমবেশি সব যুবকেরই থাকে। আপনার নেই?

BanglaBook.org

না। বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা আমার পরিবার থেকে পছন্দ করে না, আমিও ভালো চোখে দেখি না।

মুরাদ অক্ষত-যোনী সেই কুমারীর দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল। এম.এ. পাশ করেছে এক বছর হলো, অথচ মেয়ের প্রেম-যৌনতা বিষয়ক অভিজ্ঞতা জিরো, কেন যেন এরকম তথ্য কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না তার কাছে। মেয়েটাকে বাজিয়ে দেখার দুষ্টু কৌতূহল জেগেছিল মনে।

আমি ঠিক করেছি, যাকে বিয়ে করব তার সঙ্গে অন্তত একদিন অবাধ মেলামেশা না করে বিয়ে করব না। কারণ ফিজিকাল এ্যাডজাস্টমেন্টও তো বড় ব্যাপার। কী বলেন?

লজ্জায়, নাকি ভয়ে মাথা নিচু করেছিল মেয়েটি কে জানে। মেয়েটিকে ভয় দেখানোর জন্যে মুরাদ আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল সেদিন। টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখা হাতখানায় নিজের হাত রেখেছিল। তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে, চোখে প্রতিরোধের চাপা আগুন কিংবা প্রত্যাখানের কঠিন ঘৃণা নিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে কথা বলেছিল।

আপনার সেই প্রেমিকাকে বিয়ে করলেন না কেন?

কোন প্রেমিকার কথা জানতে চাইছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।

বাহ! প্রেমের অভিজ্ঞতা তাহলে একটি নয়, অনেক হয়েছে?

মুরাদ হেসে উঠেছিল। স্ত্রী না হতেই মেয়েটার সঙ্গে সে মিছেমিছি শরীরী-সম্পর্কে যেতে চেয়েছে, আর স্বামী না হতেই কনে তার সঙ্গে যেন সত্যি ঝগড়া করছে। মুরাদের হাসিতে তাই মজা পাওয়ার আনন্দ ছিল, পরিবেশ সহজ করার চেষ্টাও ছিল। কিন্তু কনের মেজাজ আর শান্ত হয়নি।

শুনেছি রুবি আপার সঙ্গে ইউনিভার্সিটি থেকে বন্ধুত্ব। তার সঙ্গেও নিশ্চয় প্রেম করেছেন। তাকে বিয়ে করেননি কেন?

সেটা আমার চেয়ে রুবিই ভালো বলতে পারবে। দেখা হলে তাকেই জিজ্ঞেস করবেন কথাটা।

তার আর প্রয়োজন হবে না। চলি।

চলি বলেই যে লাজুক কনে সহসা বিদ্রোহী রেখে চলে যাবে, মুরাদ ভাবতে পারেনি। কথা বলে চূড়ান্ত মতামত জানানো দূরে থাক, বরের দিকে আর ফিরেও তাকায়নি সে। মুরাদই তার পিছু পিছু বেরিয়েছিল। চাইনিজ হোটেলের সামনে মুরাদকে দাঁড় করিয়ে রেখে, স্কুটার নিয়ে একাই চলে গিয়েছিল ঝরনা নামের সেই

BanglaBook.org

মেয়েটি। আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে।

কনের কাছে রুবি কী শুনেছিল কে জানে, মুরাদকে জানিয়েছিল, তোমার জন্যে আর কখনও মেয়ে দেখবো না আমি। বিয়ে করতে হবে না, তুমি তোমার কল্পিত প্রেমিকাদের নিয়ে থাকো।

এ ঘটনার পর গত দু'তিন বছরে সৈকত বা রুবি বন্ধুর জন্যে একটাও মেয়ে দেখেনি আর। কিন্তু তাই বলে কি মেয়ে দেখার বাসনা মিথ্যে হয়ে গেছে মুরাদের জীবনে?

কতোভাবে আর কতোরকম মেয়েই যে এ যাবত দেখল মুরাদ! তবু মেয়ে দেখার সাধ বুঝি এ জীবনে মিটবে না তার। প্রেমে পড়ার বাসনায় মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ে দেখা, বিয়ে করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষকের দৃষ্টিতে মেয়ে দেখা, সাময়িক উপভোগেরর সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার জন্যে মেয়ে দেখা – একেক সময় একেক দৃষ্টিতে এ যাবত অনেকগুলি মেয়ে দেখেছে মুরাদ। নানা স্মৃতি ও ঘটনাও জড়িয়ে আছে অনেকের সঙ্গে। কারো কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় এখনও। চেনাজানা বা বন্ধুত্বের সম্পর্কের মাঝে শুধু স্মৃতি নয়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও আছে অনেক ক্ষেত্রে। বিয়ের কল্পনা বা ভবিষ্যৎ ঘর-সংসারের কল্পনার চেয়ে সেইসব স্মৃতি অনেক সময় মধুর মনে হয় তার কাছে। বিয়ে না করেও এক সঙ্গে অনেকগুলি মেয়েকে নিয়ে যেন ঘর করছে মুরাদ। কিন্তু মধুর স্মৃতি-কল্পনার চেয়ে জীবন্ত রুবির আকর্ষণ যে তার কাছে অনেক বেশি, এ সত্য নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারে না মুরাদ।

বিয়ের আগেও সৈকতের বাড়িতে মুরাদ বেশ কয়েকবার গেছে। কিন্তু বিয়ের পরে অসংখ্যবার সৈকতের সংসারে যাতায়াত করেছে মূলত রুবির কারণেই। ফলে সংসার না করেও রুবির সংসারের সুখ-অসুখের খবর মুরাদ যতোটা জানে, ততোটা সৈকতও জানে না বোধহয়। আর চেনা-অচেনা সকল মেয়ে এবং ছবিতে দেখা বিখ্যাত তারকা মেয়েদের চেয়েও মুরাদ রুবিকেই জীবনে বহুবার দেখেছে সন্দেহ নেই। দেখার অভিজ্ঞতাগুলিও বিচিত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়ত তারা। সম্পর্কটা হয়েছিল অনেকটা বন্ধুর মতো। রুবি মুরাদের বন্ধু, সৈকতেরও বন্ধু। দু'জন ছাড়াও ক্লাসে ও ক্লাসের বাইরে আরো অনেকের বন্ধু হবার মতো যোগ্যতা ছিল রুবির। প্রাণবন্ত মেয়ে। চেহারা ভালো। ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দে আড্ডা দিতে পারত, আড়ষ্টতা ছিল না। রুবি যে ঠিক কাকে ভালবাসত, প্রথমে বুঝতে পারত না মুরাদ। তবে রুবির জন্যে নিজের ভালোবাসাটা অন্তরে উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল। হলে থাকার সময়ে

BanglaBook.org

রুবিকে শয্যাতেও অনেকভাবে কল্পনা করেছিল সে। রুবিকে নানা বেশে নানা ভঙ্গিতে দেখেও মন ভরে নি, কল্পনায় নিরাভরণ ও নগ্ন রুবির সান্নিধ্য দেহমনে শিহরণ জাগাত। রুমমেট মনসুর টের পেত না। কাউকেই টের পেতে দেয়নি মুরাদ।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরুনোর মাস কয়েক আগে, সৈকত একদিন রুবি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যেই মুরাদের কাছে এসেছিল।

রুবি সম্পর্কে তোর ধারণাটা আমাকে আজ পরিষ্কার করে বল তো মুরাদ।

ভালো মেয়ে। সব দিক থেকে ভাল লাগার মতো একটি মেয়ে।

সে তো জানি। কিন্তু বউ হিসেবে সে কেমন হবে?

কল্পনায় রুবিকে বউ হিসেবে দেখার ও উপভোগের অভিজ্ঞতা ছিল বলেই বিন্দুমাত্র না ভেবে জবাব দিয়েছিল মুরাদ, খুবই ভাল হবে।

রুবি আমার বউ হলে তোর কোনো আপত্তি নেই তো?

মুরাদ চমকে উঠেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু চমকের ভিত্তি হিসেবে আপত্তি কথাটাকেই আঁকড়ে ধরেছিল।

আপত্তি! হাসালি তুই। রুবিকে আমি ভালবাসি, ওকে ছাড়া বাঁচব না – এরকম কথা আমি তাকে বলিনি। সে-ও কখনও বলেনি।

কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা এর মধ্যে বেশ ডেভেলপ করেছে রে। তোরা জানিস না, আমরা গোপনে অনেক অভিসার করেছি। চুমুটুমু তো অনেকদিন ধরে চলছিল, একদিন ইয়ে, মানে আমাদের মধ্যে সবকিছু হয়ে গেছে। তারপর থেকে রুবি বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছে। ওর ফেমিলি দেখে আমাদের বাড়িতেও আপত্তি নেই। আমিও ভাবছি করেই ফেলি। হাতের কাছে এরকম প্রেমিকা থাকতেও কাঁহাতক আর হাত চালানো যায় বল।

রুবিকে আশু বিয়ে করার স্থূল কারণ ব্যাখ্যা শুনেও মুরাদের রাগ বা ঈর্ষা হয়নি। বরং হেসে সমর্থন দিয়েছিল, ঠিক। আপত্তি বা ঈর্ষা করার যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল না। নিজের তুলনায় বর হিসেবে সৈকত ছিল সব দিক দিয়েই যোগ্য। ঢাকা শহরে নিজেদের বাড়ি, বাবার বড় চাকুরি, পাশ করে নিজেও বড় চাকুরি করবে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে মুরাদ গ্রাম থেকে আসা সাধারণ যুবক। রুবি কোন দুঃখে তাকে বিয়ে করতে চাইবে? সৈকতকে উৎসাহই দিয়ে মুরাদ তাই বলেছিল, তোরা বিয়ে করলে আমারও লাভ। দুই বন্ধুকে একসঙ্গে দেখতে পাবো।

বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে আগাগোড়া উপস্থিত ছিল মুরাদ। দু'জনকেই দামী

BanglaBook.org

প্রেজেন্টেশন দেয়ার জন্যে বাড়ি থেকে মিথ্যে কথা বলে টাকা পর্যন্ত এনেছিল।

এরপর সৈকত ও রুবির যৌথ জীবনধারা দেখার জন্যে মুরাদ তাদের বাসায় যতবার গেছে, তেমনটি বোধহয় আর কোনো বন্ধু যায়নি। ফলে বিয়ে না করেও মধুচন্দ্রিমা উদযাপনের সময় রুবির উৎফুল্ল সুখী চেহারা, রুবির গর্ভবতী হওয়া, রুবির মাতৃত্ব, রুবির কলেজে চাকরি নেওয়া, শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে বিরোধ, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া, আলাদা ফ্ল্যাটে সমৃদ্ধ সংসার রচনার সাধনা এবং পূর্ণতার মাঝেও রুবির গোপন অপূর্ণতা – সবকিছুরই নীরব সাক্ষী হওয়াটই যেন হয়ে উঠেছিল মুরাদের কুমার-জীবনের প্রধান দায়িত্ব। সৈকতের বাসায় অবাধ যাতায়াতের ফলে তার সন্তানদের সঙ্গেও স্নেহ-মমতার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে মুরাদের।

রুবি ও সৈকতের চেয়ে তাদের বড় মেয়ে শিমুলের সঙ্গে সম্পর্কটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে মূলত শিমুলের কারণেই। বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছেও শিমুল বাবা-মায়ের সঙ্গে যেমন, তেমনি মুরাদ কাকুর সঙ্গেও মাখামাখি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা বজায় রেখেছিল। সেটা ছিল শিমুলের জন্যে স্বাভাবিক। মুরাদও অস্বাভাবিক মনে করতো না। ছোটবেলায় শিমুল যেমন ছুটে এসে কোলে বসত, গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেত, গল্প শোনার জন্যে আবদার জানাত, কৈশোরে পৌঁছেও তার আদরখেকো স্বভাব আরো উচ্ছল হয়ে উঠেছিল যেন। ঋতুবতী হয়ে ওঠার পর বড়রা এ সমাজে মেয়েদের জন্যে যে চৌহদ্দির সীমারেখা টেনে দেয়, শিমুল সেরকম সীমারেখা চৌদ্দ পেরুনোর পরেও অনায়াসে টপকে যেত তার প্রাণশক্তির কারণে। বাবা-মা দু'জনেই শিক্ষিত ও চাকরিজীবী, বাড়ির সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবেশ, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের চালচলন – এসবকিছুর প্রভাব তো ছিলই, সবকিছু ছাপিয়ে তার উদ্দাম প্রাণশক্তিই ছিল বোধহয় শিমুর প্রধান চালক। প্রিয় লেখকের কিছু বই উপহার পেয়ে একদিন বাবামায়ের সামনে মুরাদকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল। সেদিনই কথাটা বলেছিল রুবি। অবশ্য মেয়ের সামনে নয়।

দেখ মুরাদ, আমার মেয়ে বড় হয়ে উঠছে। তোমার সঙ্গে এখনও সে যেভাবে মেলামেশা করে, আমার ভয় করে।

সৈকতই প্রথম মুরাদের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীকে আগাম শাসন করেছিল, ভয়! ভয়ের প্রশ্ন আসছে কেন?

ওদের ক্লাসের একটি মেয়ে এই বয়সেই ডেটিং করে প্রেগনেন্ট হয়ে গিয়েছিল – জানো সে খবর? তাও কার সঙ্গে ডেটিং করেছিল জানো, নিজেদের গাড়ির

BanglaBook.org

ড্রাইভারের সঙ্গে। এই সময়টাই এখন ওদের জন্য ড্যাঞ্জারাস। নিজেদের ওপর কন্ট্রোল রাখতে পারে না অনেক সময়।

ছি! আমাদের শিমুকে নিয়ে তোমার ওরকম ভয়ের কোনো কারণ নেই। বড় হয়ে মেয়ে তো স্বাধীনভাবে প্রেম বন্ধুত্ব করবেই। ঠেকাতে পারবে তুমি?

বাপকে ঠেকাতে পারি না, মেয়েকেও ঠেকাতে চাই না আমি। তবে নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে না শেখা পর্যন্ত মেয়েকে শাসন তো করতেই হবে।

মুরাদ এর আগেও এ বন্ধু-দম্পতির পারিবারিক ঝগড়া বিরোধ দেখেছে। আলাদা করেও দু'জন পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করেছে মুরাদের কাছে। কিন্তু তাকে ঘিরে সেদিনের ঝগড়া বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছিল তাকে। অপমানিত লাগছিল নিজেকে।

তোমার এসব অমূলক ভয় আর বাজে চিন্তা অসুস্থ মনের বিকার রুবি। কারণ শিমুল তো আমারও মেয়ে, নাকি?

সৈকত তৎক্ষণাৎ সমর্থন দিতে বলেছিল, অবশ্যই। তুমি আসার আগে আমাকেও আজেবাজে সন্দেহ করে এতক্ষণ আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল, এখন তোমাকে কীভাবে এ্যাটাক করছে দেখো। কলেজের মাস্টারি, তারওপর টাকার জন্যে কোচিং ক্লাস করে করে তুমি দিনে দিনে ছোটলোক হয়ে যাচ্ছ রুবি। ছি! শিমু শুনলে কী ভাববে আমাদের?

রুবি ঝাঁঝালো কণ্ঠে অভিযোগ জানিয়েছিল, সত্যি কথা স্পষ্ট করে বললেই আমি ছোটলোক হয়ে যাই, না? তোমার মেয়ে সেদিন মুরাদ সম্পর্কে আমার কাছে কী জানতে চেয়েছিল জানো? মা, মুরাদ কাকু বিয়ে করে না কেন? তোমাকে খুব ভালবাসত। তোমাকে বিয়ে করতে পারেনি বলেই কি সে আর বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে? তুমি ঘন ঘন এ বাড়িতে আসো বলেই তো পেটের মেয়েও এরকম স্ক্যান্ডাল রটানোর সাহস পাচ্ছে। কাজেই ওর সঙ্গে তোমার এরকম মেলামেশাও যে কোনো স্ক্যান্ডালের জন্ম দেবে না কে বলতে পারে?

ঠিক আছে, তোমরা না চাইলে আমি অবশ্যই এ বাড়িতে আসব না আর।

আসবি না মানে! একশোবার আসবি। এটা কি রুবির বাপের বাড়ি, না আমার বাপের বাড়ি? আমার সংসার।

তোমাদের সংসারে তোমরা যতো খুশি রক্তারক্তি কাণ্ড করো, আমি এসবের মধ্যে নেই। আমি এসেছিলাম শুধু শিমুর বই কয়টা দিতে। চলি, কাজ আছে একটা।

BanglaBook.org

সেদিন চা-টা না খেয়েই, শিমুর কাছে শেষ বিদায় না নিয়েই বন্ধুদম্পতির বাসা থেকে চলে এসেছিল মুরাদ, আর যায়নি কখনও। ঘটনার পরদিন অবশ্য সৈকত ও রুবি দুজনই অফিসে ফোন করে সরি বলেছিল। মনমেজাজ খারাপ থাকার জন্যে পরস্পর পরস্পরকে গালমন্দ করেছিল। কিন্তু মুরাদের অন্তর্জ্বালা তাতে তিলমাত্র কমেনি।

সেই ঝগড়ার পর, আজ নতুন করে বাসায় মুরাদের জন্যে বিয়ের কনে দেখার আয়োজন করলে, কনের বদলে মুরাদ সৈকতের স্ত্রী ও মেয়ে শিমুর কথাই বেশি ভাবতে থাকে।

মনমেজাজ খারাপ থাকায় সেদিন রুবি বেফাঁস কথাবার্তা যা বলেছে, সেইসব কথার সূত্র ধরে গত পনের-ষোল বছরে রুবির বলা এবং না-বলা কথাও ভেবেছে মুরাদ। শিমুল মাকে যে প্রশ্নটা করেছিল, সে প্রশ্নটা আসলে রুবির নিজেরও। তার একটা ধারণা হয়েছে, রুবিকে বিয়ে করতে না পারার কারণে মুরাদ আর কোথাও বিয়ে করছে না। ধারণাটাকে রুবির মনে বদ্ধমূল করার জন্যে মুরাদ নিজেও কি কম দায়ী?

৩.

রুবির পছন্দ করা এবং সৈকতের ভাষায় আশ্চর্য মেয়েটিকে দেখতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও, তার অবিবাহিত পুরুষদের শ্রেণীবিভাজনের কথাগুলি প্রায় মনে পড়ে। সৈকতের কাছে শোনার সময় মনে হয়েছিল, বিয়ে না করার সব কারণ তার মধ্যে কমবেশি বিদ্যমান। আবার একক ভাবে কোনো কারণই হয়তো একমাত্র সত্য নয়। নিজেকে ত্যাগী শ্রেণীর কুমার ভাবতে পারলে বেশি খুশি হতো মুরাদ। কিন্তু বিয়ে করে সংসারী না হওয়ার পেছনে বৃহত্তর কোনো আদর্শ বা লক্ষ্য একটাও খুঁজে পায় না সে। বরং ভোগী শ্রেণীর বা বহুগামি পুরুষদের সঙ্গে নিজের মিলটা বেশি খুঁজে পায় সে।

বিয়ে করেনি বলেই এ পর্যন্ত অনেকগুলি মেয়ের সঙ্গে নির্দ্বিধায় শারীরিক সম্পর্কের স্বাদ বা তৃপ্তি পেয়েছে। ইচ্ছে করলে মাসে দু'একবার এরকম সম্পর্ক করা তার জন্যে অসম্ভব কিছু নয়। অবশ্য নগদ অর্থের বিনিময়ে। দালাল বা কোনো বন্ধুর সাহায্য প্রয়োজন হয় না আর। গোপন দেহ-ব্যবসায়ী বেশ কয়েকটি মেয়েকে চেনে মুরাদ, তাদের অস্তানা বা নির্দিষ্ট কিছু হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে

BanglaBook.org

চেনাজানা সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। কিন্তু অবৈধ বা অসামাজিক কাজে প্রচুর অর্থ অপচয় হয় না শুধু, কারো চোখে ধরা পড়ার ভয়সহ মানসন্মান হারানোর ভয় থেকেই যায়। তাছাড়া মানসিক অনুরাগ ছাড়া শুধু দেহের মিলন খুব একটা উপভোগ্য মনে হয় না তার কাছে। এক ঘন্টার জন্যে দু'হাজার টাকা পর্যন্ত দিয়েছে যে মেয়েকে, তার সুন্দর মুখখানা মনে করতে পারে না কিছুতেই। ফলে বিয়ের বিকল্প হিসেবে এ ধরণের শরীরী সম্পর্ক নিজেও অনুমোদন করতে পারে না আজকাল। এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। ভোগতৃষ্ণা কখনও প্রবল হয়ে উঠলেও শুয়ে শুয়ে নানাজনের স্মৃতি ও আকাশকুসুম চয়নে আত্মমগ্ন থাকতে ভাল লাগে, কিন্তু কল্পনা বাস্তবায়িত করার কোনো উদ্যোগ নেয়ার উৎসাহ থাকে না।

তবে রুবি ও তার মেয়ে শিমুলের সঙ্গে সম্পর্কটা যেমন পুরনো ও নিবিড়, তেমনি নির্জনে তাদের সঙ্গে দেহ-মনের মিলনের আনন্দ পাওয়ার জন্যে মুরাদের তৃষ্ণা ও প্রস্তুতিটাও দীর্ঘদিনের। রুবি জানে। তার নিজের বাসায় নির্জনতা ছিল না। মাঝেমধ্যে সুযোগ এলেও তা সদ্ব্যবহারের সাহস ছিল না হয়তো। আর দশটা মেয়ের মতো অবৈধ প্রেমের চেয়ে সাংসারিক নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখার দায়টাই বড় হয়ে ওঠে তার কাছে। রুবি তাই এরকম একটি নিরাপদ বাসা নেয়ার জন্যে মুরাদকে চাপ দিয়েছে অসংখ্যবার। স্ত্রীর মতো অধিকার নিয়ে বাসা সাজানোর জন্যে মুরাদের অনেক টাকা অপচয় করিয়েছে। বাসার দরকারি ফার্নিচার ও সাংসারিক জিনিসপত্র নিজে পছন্দ করে কিনে দিয়েছে। খালাকে নিজের বাসায় দু'দিন রেখে তার অভিজ্ঞ রাঁধুনী বুয়ার দ্বারা ভালো রান্না শিখিয়ে দেয়ার প্রস্তাবটা রুবিই করেছিল। ফাঁকা বাসায় দু'দিন একা থাকতে মুরাদের ভয় করবে শুনে বলেছিল, আহা রে, কী সাহস আমার কচি খোকার! নিজের সব কাজ ফেলে আমি খোকার পাশে এসে শুয়ে থাকব, তাই চাও – না?

মনে মনে এতদূর পর্যন্ত এগুনোর পর রুবি হঠাৎ করেই মেয়েকে ঘিরে ঝগড়া বাধিয়েছিল কেন? রুবির ওপর মুরাদের প্রচণ্ড রাগ-অভিমান জাগাই স্বাভাবিক। নতুন বাসা নেয়ার পর রুবিকে অনেকবার ডেকেছিল সে। রুবি আসব আসব করেও শেষ পর্যন্ত আসেনি। সময় হয়নি তার। উল্টো নিজের সংসারে মুরাদের যাওয়া বন্ধ করার জন্যেই যেন-বা, বাড়ন্ত বয়সের কিশোরী মেয়ের ক্ষতির আশঙ্কা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল। শুধু অভিমান নয়, রাগ এবং হিংস্র আক্রোশও জেগেছিল মুরাদের।

কিন্তু শিমুকে নিয়ে তার স্পষ্ট কটূক্তি একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না বোধহয়। সেটা আর কেউ না জানুক, মুরাদ যেমন জানে তেমনি শিমুও মুরাদ কাকুর গোপন অভিপ্রায় জেনে গিয়েছিল অনেকটা। আত্মরক্ষার জন্যে রাগ-অভিমান দেখালেও

BanglaBook.org

পরে নিজের কাছে স্বীকার করেছে মুরাদ। বিয়ে করেনি এবং কিশোর-কিশোরীর জনক নয় বলেই হয়তো, শিমুকে দেখলে, শিমুর সান্নিধ্য পেলে তার মধ্যে যে ভাললাগার অনুরণন জাগে, তা বোধহয় বিশুদ্ধ বাৎসল্য রস ছিল না।

একদিন বসবার ঘরে শিমুকে একলা পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিল মুরাদ। হঠাৎ করে নয়, খুব আস্তে সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছিল মুরাদ। প্রথমে তার চুলে হাত দিয়ে, – বাহ! কী ঘন কালো মোলায়েম চুল হয়েছে তোমার! কী শ্যাম্পু দাও? সুন্দর গন্ধ!

হাত হাতে নিয়ে হাতদেখা, শিমুকে খুশি রাখার জন্যে তার বাকবকম কথা-হাসির জবাবে নানারকম ভবিষ্যৎবাণী করা, তার তন্বী নাঙা বাহুর স্পর্শ, আদর দেখাতে গালে গাল ঠেকানো, পিঠে আদুর কিল দেয়া – এসব হয়তো তেমন দোষের কিছু ছিল না। কিন্তু শিমুর মাঝে সহসা বোম্বের এক নায়িকাকে আবিষ্কার করার আনন্দ-আবেগে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল সে, এক সময় হাতের আঙুল ছুঁয়েছিল শিমুর কোমল পুরুষ্ঠ বুক। পুরো স্তন দু'হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে ঠোঁট ছোঁয়ানোর তৃষ্ণাও বোধহয় চোখে জ্বলে উঠেছিল। শিমুর শরীরেও কি তখন শিহরণ জেগেছিল? চকচকে চোখ নিয়ে বলেছিল, জানো, আমার ওজন এখন মায়ের চেয়ে মাত্র বার পাউন্ড কম। আগের মতো আমাকে দু'হাতে উপরে তুলতে পারবে ? পারবে না। অনেক বড় হয়ে গেছি।

পারার জন্যে মুরাদ পেছন থেকে শিমুলের দু'বাহুর নিচ দিয়ে তার বুক তখন পুরোটাই চেপে ধরেছিল, যেন মেয়ের কথা মতো শুধু তাকে দু'হাতে উপরে তোলার জন্যেই। কিন্তু হঠাৎ লাফ দিয়ে মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়িয়ে শিমু বলেছিল, তুমি আসলে ভীষণ অসভ্য মুরাদ কাকু!

শিমুর চোখে ঘৃণা নয়, অভূতপূর্ব লজ্জার রং দেখেছিল মুরাদ।

আর একদিন লক্ষ্মী মেয়ে বলে তার কপালে স্নেহচুম্বন করার জন্যে কাছে টেনে নিলে, শিমু মাথা পেছনে হেলিয়ে ঠোঁটে উপরে তুলে ধরে চোখে চোখ রেখেছিল । সেদিন তার ঠোঁটেই চুম্বন করেছিল মুরাদ। শিমু বাধা দেয়নি, রাগ করেনি, গালে ও চোখে লজ্জার রঙ কিংবা কামতৃষ্ণার চাপা আগুন চলকে উঠেছিল যেন। দিশেহারা আনন্দ নিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল সে।

শিমুলকে আদর করার এই সামান্য ঘটনা দুটি শিমু সম্পর্কে মুরাদের আগ্রহ ও কৌতূহল তীব্রতর করে তুলেছিল। ভাললাগার নেশা তো ছিলই, সেই নেশাটা ক্রমে এমন হয়ে উঠেছিল যে, শিমুকে ঘিরে লোলিটার মতো আরেকটি অস্বাভাবিক রসের উপন্যাস মনে মনে রচনা করতে শুরু করেছিল সে। শিমুকে দেখার জন্যে

BanglaBook.org

সৈকতের বাসায় ছুটে গেছে অনেকবার, ফাঁক-ফোকরে শিমুর সঙ্গ পাওয়ার লোভেই তার বাবা-মায়ের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

রুবি যেদিন প্রকাশ্যে মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, বুক কেঁপে উঠেছিল মুরাদের। শিমুকে আপন মেয়ে বলে দাবি করার পরেও অন্তর্গত অপরাধবোধ কাটেনি। বাসায় ফিরে নির্ঘুম রাতে ভাবনার কেন্দ্রে ঘুরেফিরে শিমুই জীবন্ত হয়ে উঠেছে বারবার। মেয়েটা কি তার স্তন স্পর্শ কিংবা ঠোঁট চুম্বনের কথা মাকে বলে দিয়েছে? এই বয়সের মেয়েদের মতিগতি বড় চঞ্চল। নইলে রুবি এমন অভিযোগ করে কথা বলল কেন?

সেই রাতেই দু'টি প্রতিজ্ঞা করেছিল মুরাদ, সৈকতের বাসায় আর কোনোদিনও যাবে না। রুবির সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না। মুরাদের বিয়ে না করার কারণ যে রুবি নয় – স্বয়ং রুবিরও এই ধারনা মিথ্যে প্রমাণ করার জন্যে এবং রুবির অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তার মেয়ে শিমুলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। আসলে শিমুলের মতো বাড়ন্ত শরীরের ডবকা কিশোরী বা অক্ষত কুমারী সম্ভোগের বিকৃত পিপাসা ভেতরে তৈরি হয়েই ছিল বোধহয়। রুবির করা অপমান সেই ভস্মে ঘি ঢেলেছিল কেবল। রুবিকে না পাওয়ার জ্বালা এবং সৈকতের ওপর অবচেতনের প্রতিহিংসা তাদের মেয়ের ওপর দিয়ে চরিতার্থ করতে চায় কি সে? হতেও পারে। আর সে জন্যেই বোধহয় নতুন করে শিমুকে পাওয়ার রাস্তা খুঁজতে শুরু করেছিল মুরাদ। কিন্তু বাসায় না গিয়ে শিমুর সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ গড়ে তোলা ছিল কঠিন। অফিস থেকে টেলিফোন করেছিল কয়েকবার, একবার সরাসরি শিমুর হ্যালো শুনেও মুরাদ নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলতে পারেনি। মুরাদের ফোন করার কথা বাবা-মাকে বলে দিয়ে তাকে হয়তো আবারও অপমানিত হওয়ার সুযোগ করে দেবে মেয়েটি।

নিজে সৈকতের বাসায় বেড়াতে না গিয়ে শিমুকে নতুন বাসায় বেড়াতে নিয়ে আসার নানারকম উপায় খুঁজছিল মুরাদ। এ-সময়ে সৈকতের একা আসা এবং নতুন করে আশ্চর্য এক বিয়ের কনে দেখার আমন্ত্রণ পেয়ে, ঘুরেফিরে শিমুর সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনাটাই আবার মনে জাগতে থাকে। কী কৌশলে শিমুকে নিজের বাসায় বেড়াতে নিয়ে আসা যাবে, শিমু এলে খালাকে কোন কাজের ছুতোয় বাসার বাইরে রাখা যাবে কিছুক্ষণ, এসব পরিকল্পনার পাশাপাশি শিমুর সঙ্গে মধুর সম্পর্কটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার সহজ পথ আবিষ্কার করাটাই যেন মুরাদের অবসরের প্রধান কর্তব্য-কর্ম হয়ে ওঠে। রাত জেগে জেগে এসব দায়িত্ব পালন করে সে।

BanglaBook.org

সাফল্যের আনন্দ খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় পেছনের কথাও মনে পড়ে মুরাদের। শিমুকে ঘিরে গোপন অভিযান চালিয়ে মুরাদ যা পেতে চায়, তার নিজের কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে, কৈশোরে প্রায় এক নিশ্বাসে রহস্য কাহিনী পড়ার মতো ফেলে আসা দিনের অনেক স্মৃতিছবি দেখতে থাকে। তখন শিমু ও তার মা রুবিকে ম্লান করে দিয়ে স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে রাণুর মুখ, রাণুর শরীর এবং রাণুর প্রেম। শিমুকে পাওয়ার জন্যে মুরাদ যেমন ফাঁদ পাতার কথা ভাবছে, রাণুও কি মুরাদকে পাওয়ার জন্যে সেরকম ফাঁদ পেতে রেখেছিল তার নিজের সংসারে?

৪.

খালাকে নিয়ে বর্তমান স্বয়ং সম্পূর্ণ বাসায় ওঠার আগে, নিজের প্রয়োজন ও পছন্দসই বাসা ভাড়া পাওয়াটা ছিল মুরাদের ব্যাচেলর জীবনের একটি প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার কারণে একবার সাবলেটের ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল সে।

অফিসের পিয়ন-দারোয়ান থেকে শুরু করে উচ্চ বেতনের সহকর্মী – অনেককেই নিজের জন্যে একটি রুম বা ছোট বাসা খুঁজে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল মুরাদ। কিন্তু খেয়ে কাজ নেই, সংসারবিরাগী মানুষের জন্যে কে আর ঘর খুঁজবে? ব্যতিক্রম ছিল টাইপিষ্ট এনায়েত। নিজের এলাকার ছেলে, কোম্পানীতে তার চাকরিটা হওয়ার ব্যাপারে মুরাদের ভূমিকা ছিল। ফলে মুরাদকে বস হিসেবে যেমন মান্যগণ্য করত, বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধাভক্তি করত আরো বেশি। প্রতিদিনই বাসা খোঁজার ফলাফল প্রায়ই একইভাবে রিপোর্ট করত সে।

কালকেও দুই থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে অন্তত দশটা বাসা দেখেছি স্যার। বাসা পছন্দ হয়, কিন্তু ব্যাচেলর শুনে সব বাড়িঅলার মাথা ঘুরে যায়। মুখের ওপর না করে দেয় সবাই।

থাক, বাড়িঅলাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে আর লাভ নেই। তুমি বরং বাসা খোঁজার বদলে আমার জন্যে বউ খোঁজা শুরু করো।

মুরাদ কখনো এ-ধরণের ঠাট্টা-রসিকতা করেনি ছেলেটার সঙ্গে। ফলে অবাক চোখে তাকিয়েছিল এনায়েত।

আপনি সত্যই বিয়ে করবেন স্যার?

করব না – এমন তো প্রতিজ্ঞা করিনি। কিন্তু এতোদিনেও একটা বাসা খুঁজে

BanglaBook.org

পেলে না! ঢাকা শহর চষে বেড়ালেও আমার যোগ্য মেয়ে খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না। তারচেয়ে বিভিন্ন মেস-বাড়িতে খুঁজে দেখ, একটা ভাল রুম পাওয়া যায় যদি। মেসের বুয়াটি যেন আমাদের দেশী রাঁধুনী হয়।

সপ্তাহখানেক পর, নিঃসঙ্গ মুরাদের জীবনে আনন্দ-বেদনার বান ডাকার মতো অবিশ্বাস্য এক ঘটনার ঘটকালি করতে এসেছিল এনায়েত। হাসিমুখেই খবরটা জানিয়েছিল সে।

আপনার থাকা-খাওয়ার সমস্যার একটা সমাধান করে ফেলেছি স্যার। এখন আপনি রাজি হলেই হয়।

কিরকম?

ফেমিলি ছাড়া তো কোথাও বাসা ভাড়া পাবেন না স্যার। আমার পরিচিত একটি ফেমিলি আছে, আমাদের ওদিকেই বাড়ি, স্বামী-স্ত্রী আর একটা ছোট বাচ্চা। ওরা খুব ভালো। ছেলেটা কলেজে আমার সঙ্গে পড়েছে, এখন সচিবালয়ে এনার্জি মিনিস্ট্রিতে চাকরি করে, স্টেনো-টাইপিষ্ট। ছোট চাকরি করলেও ছেলেটা অনেষ্ট, আর বউটাও খুব ভাল, মানে স্যার লেখাপড়া জানা, ভালো ফেমিলির মেয়ে। আপনার মতো ওরাও একটা খারাপ বাসায় কষ্ট করে আছে। আপনার কথা বিস্তারিত বলেছি । শুনে ওদের পছন্দ হয়েছে। এখন আপনি রাজি হলেই হয়ে যাবে।

কী হয়ে যাবে?

একটা ভালো বাসা। আমার বন্ধুর তো সরকারি চাকরি, লিমিটেড আয়। একা ভাল বাসা নেয়ার সামর্থ্য নেই। আপনি ওদের সঙ্গে থাকলে ওদেরও উপকার হবে, আপনারও সমস্যা ঘুচবে। আপনি অন্য জেলার লোক হলে হয়তো রাজি হতো না। কিন্তু আমি এমন সার্টিফিকেট দিয়েছি, আমার বন্ধুর বউও বিন্দুমাত্র অমত করেনি, খুশি হয়েছে বরং।

মুরাদ প্রথমে অবাক হয়েছিল। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তাকে এরকম প্রস্তাব দেয়নি কখনও। চাকরি হওয়ার পর থেকেই মেস-জীবনের সমস্যা ও থাকাখাওয়ার সংকটে ভুগছে। ইচ্ছে করলে সৈকত তার বাড়িতে নিজস্ব সংসারে মুরাদকে রাখতে পারত। মুরাদকে এমনিতে কিংবা ভাড়ায় একটা রুম দিয়ে ব্যাচেলর বন্ধুর থাকা-খাওয়ার সমস্যা ঘোচানোর মতো সঙ্গতি ছিল তার। বন্ধুর প্রতি তাদের বিশ্বাস ভালোবাসারও অভাব ছিল না। এমনকি সৈকতের বাবা-মাও মুরাদকে যথেষ্ট স্নেহের চোখে দেখে। মুরাদের বিয়ের জন্যে মেয়ে দেখার ব্যাপারে একবার তাদেরও বেশ সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু তারপরেও মুরাদকে কখনও তারা

BanglaBook.org

নিজেদের পরিবারের একজন করে নেয়ার চেষ্টা করেনি। এরকম প্রস্তাব দিলেও মুরাদ রাজি হতো না। অতি ঘনিষ্ঠ বা মাখামাখি সম্পর্ক গড়ে তুলে সৈকত-রুবির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা নষ্ট করতে চায়নি সে।

এনায়েতের প্রস্তাব শুনে মুরাদ তাই আপত্তি জানাতে বলেছিল, এ্যাডজাস্টমেন্টের সমস্যা হতে পারে। আমি একা মানুষ, নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করি। তোমার বন্ধু রাজি হলেও, বন্ধুর বউ কীভাবে নেবে আমাকে?

আপনার পরিচয় শুনে আমার বন্ধুর বউও রাজি হয়েছে স্যার।

তা হলে কি থাকা-খাওয়ার মতো মুরাদের আরো একটি কঠিন সমস্যার সমাধান ঘটে যাবে একই সঙ্গে? ভাল বাসার সঙ্গে ভালবাসাও পাবে সে? কেন যেন প্রথমেই কথাটা মাথায় এসেছিল তার।

আপনি আপনার রুমে আপনার মতো থাকবেন। ওরা ওদের মতো থাকবে। ভালো মনে করলে নিজে মানে কোনো বুয়াকে দিয়ে আলাদা রেঁধে খাবেন। আবার পেয়িং গেস্ট হিসেবে ওদের সঙ্গেও খেতে পারেন। আমি অবশ্য বলে দিয়েছি স্যার, যে কোনো ছোট ফেমিলির চেয়েও আপনার ঝক্কিঝামেলা কম, ঘরে আছেন কীনা ওরা টেরও পাবে না। আমার বন্ধুটাকে একদিন অফিসে ডেকেছি, তার সঙ্গে আলাপ করে দেখুন, পছন্দ হয় কি না।

এনায়েতের বন্ধু সোলায়মানকে পছন্দ বা অপছন্দ করার কিছু ছিল না। বয়সের দিক থেকে মুরাদের চেয়ে সাত/আট বছরের ছোট হবে। কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধিতে বড় সন্দেহ নেই। পরিচয়ের দিনই বিনয়ের সঙ্গে টাকার প্রসঙ্গটা তুলেছিল প্রথম।

এক বাসায় থাকলে তো একটা সম্পর্ক নিয়ে থাকতে হবে। কথাবার্তা তাই খোলাখুলি, মানে আগে তিতা পরে মিঠা হওয়াই ভালো। না কি বলেন স্যার?

হ্যাঁ, তা আমাকে স্যার বলছেন কেন?

না, মানে ঠিক আছে। কথা হলো, আপনার ভাল বাসা ভাড়া নেয়ার ক্যাপাসিটি থাকলেও আমি কিন্তু তিনের বেশি যেতে পারব না। তাও অর্ধেকটা আপনাকে দিতে হবে। আর খাওয়ার ব্যাপারটা আপনি যেমন চাইবেন, সেরকম হবে। এখন আপনি রাজি থাকলে বাসা খুঁজতে পারি।

শুধু আমি রাজি থাকলে তো হবে না, আপনার স্ত্রীর আপত্তি আছে কিনা সেটাই বোধহয় আপনার আগে জানা দরকার।

BanglaBook.org

ও রাজি না থাকলে তো আপনার কাছে আসতাম না।

স্ত্রী-ভক্ত সোলায়মানকে দেখে প্রথমেই একটা বাজে সন্দেহ মাথায় এসেছিল মুরাদের। এই শহরে এমন কিছু উদার কিংবা অক্ষম পুরুষ আছে, যারা নগদ লাভ বা স্বার্থ হাসিলের জন্যে স্ত্রীকে ব্যবহার করতেও দ্বিধা করে না। এমন স্বামীও নাকি কিছু আছে, যারা দালালের ভূমিকায় নেমে স্ত্রীকে দিয়ে দেহব্যবসা পর্যন্ত করায়। সোলায়মান সেরকম গৃহস্বামী নয় তো? তার স্ত্রী সম্পর্কে প্রথম দিনেই কৌতূহল জাগলেও প্রকাশের সাহস হয়নি। পরস্ত্রীর সঙ্গ বা সেবা পাওয়ার চেয়েও একটা ঘরের প্রয়োজন তখন তীব্র হয়ে উঠেছিল মুরাদের জীবনে। ভবিষ্যৎ না ভেবেই সিদ্ধান্ত দিয়েছিল সে।

আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা হবে না আশা করি। আপনি বাসা দেখুন। লাগলে এ্যাডভান্স টাকা আমার কাছে নিতে পারেন।

মগবাজার এলাকায় পরের মাসেই বাসা ঠিক করেছিল সোলায়মান। দোতলায় দু'রুমের ছোট বাসা, সামনে একটু খোলা বারান্দা, পাশে রান্নাঘর এবং একটামাত্র বাথরুম। বাসা দেখে খুব একটা পছন্দ হয়নি, তবে পুরো একটা ঘরের দখল পেয়ে এবং তার ঘর থেকে পাশের ঘরে যাওয়ার জন্যে মাঝখানে কোনো দরজা নেই দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল মুরাদ।

চা-নাস্তার প্লেট হাতে সোলায়মানের স্ত্রী বারান্দায় এলে মুরাদ ভেতরে খুব চমকে উঠেছিল। গল্প শুনে যেরকম ধারণা হয়েছিল, মেয়েটা তার চেয়েও সুন্দর। কেরাণী সোলায়মানের স্ত্রী হিসেবে যেন বেমানান। আর এক সন্তানের মা হওয়ার পরও, রুবির তুলনায় মেয়েটাকে অধিক আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল দেখামাত্র। একইসঙ্গে গোপন এক সম্পর্কের সম্ভবনা শিহরণ জাগিয়েছিল বুকে। ফলে প্রথম দর্শনেই সতর্ক হয়েছিল মুরাদ। বাসায় দ্বিতীয় কোনো মেয়ের অস্তিত্ব ছিল না, সোলায়মান তবু গর্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

মুরাদ ভাই, এই হলো আমার ওয়াইফ, রাণু।

এনায়েত ভাই বলেছে আপনি বড় চাকরি করেন, অনেক টাকা বেতন পান, আমাদের মতো গরিবের সাথে এ্যাডজাস্ট করে থাকতে পারবেন?

না তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল মুরাদ, আমি আসলে একা মানুষ, একা একা থাকতেই পছন্দ করি। তবে আমাকে নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা বোধহয় হবে না।

BanglaBook.org

সম্ভাব্য সমস্যার মধ্যে ছিল সোলায়মানের শিশু পুত্রটি। বেজায় চঞ্চল, মিশুক স্বভাবের ছেলে। বাসায় না উঠতেই মুরাদকে আপন করে নেয়ার অধীর আগ্রহে বারবার বলছিল, এটা আমার কে? আমি কী ডাকব? সোলায়মান শিখিয়ে দিয়েছিল, কাকু ডাকবে বাবা। কিন্তু স্বামীর সিদ্ধান্তকে তৎক্ষণাত খারিজ করে বউটি রায় দিয়েছিল, না, মামা ডাকবে তুমি। অতপর নতুন মামার কোল ঘেঁষে আলাপ জমাতে শুরু করেছিল তিন/চার বছর বয়সের ছেলেটি।

এক সঙ্গে থাকলে টিটো আপনাকে কিছুটা ডিস্ট্রাব করতে পারে। সে জন্যে আপনি বাসায় যতক্ষণ থাকবেন, দরজা বন্ধ করে থাকলে কোনো সমস্যা হবে না।

টিটো প্রথম দিনেই ভয় দেখিয়েছিল, মামা দরজা বন্ধ করে থাকলে আমি দরজায় বারবার খটখট দেব।

টিটোর সম্ভাব্য জ্বালাতনের মুখেও হেসে উঠে মুরাদ তার সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিল। আর টিটোর মায়ের লজ্জা দেখে মনে হচ্ছিল, ছেলের মাধ্যমে সেই যেন তার মনের ইচ্ছে প্রকাশ করছে। সংসারে স্বামীর চেয়ে তার কর্তৃত্ব যে বেশি, সেটা বোঝাতেই যেন সিদ্ধান্ত দিয়েছিল, আমাদের খাওয়া-দাওয়া আপনার পছন্দ নাও হতে পারে। আমি কাজের বুয়া ঠিক করে দেব। আপনি বাজার করে দেবেন, সেই আপনার ইচ্ছে মতো রেঁধে দেবে।

এসব ঝামেলা করতে পারি না বলেই তো নিজের সংসার করা হলো না ভাবী। খাওয়ার ব্যাপারে আমার বিলাসিতা নেই। আর এতোদিন তো মেস-এ বুয়ার হাতের রান্না খেয়েছি, আপনার হাতের রান্না তারচেয়ে নিশ্চয় খারাপ লাগবে না।

সোলায়মান খুশি হয়ে বোকা স্বামীর মতো মন্তব্য করেছিল, এতোদিন তো তোমার রান্নার ভক্ত আমি একাই ছিলাম। এবার আরো একজন জুটল। রাণু কিন্তু বড় মাছ আর মাংস চমৎকার রাঁধে মুরাদ ভাই। অবশ্য রোজ রোজ মাছ মাংস খাওয়ার মতো অবস্থা আমাদের নেই।

মাছ-মাংসের প্রতি আমার তেমন দুর্বলতা নেই। আপনি রংপুরের মেয়ে, মাঝেমধ্যে আমাকে সিদল ভর্তা, নাপা শাক খাওয়াবেন ভাবী। অনেকদিন খাই না।

আমার ছেলে আপনাকে মামা বলল, আর আপনি আমাকে ভাবী ডাকছেন! লোকে শুনলে বলবে কী?

মুরাদ পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রের মতো তাকিয়েছিল রাণুর দিকে।

আমাকে ছোট বোন মনে করবেন, নাম ধরে ডাকবেন। ব্যাচেলর বড়ভাই

BanglaBook.org

ছোট বোনের বাসায় থাকলে কারো কিছু বলার থাকবে না।

সোলায়মান স্ত্রীকে সমর্থন করে যুক্তি দিয়েছিল, রাণু আসলে আপনার গল্প শুনেই আপনাকে মনে মনে বড় ভাই দায় দিয়েছে মুরাদ ভাই। নিজের বড় ভাই নেই তো।

৫.

দুটি বুকশেল্‌ফে নিজের বইপত্রগুলি গুছিয়ে নেয়ার পর, রাণুর ভাই ও টিটোর মামা হবার যোগ্যতা বা আগ্রহ কোনোটাই ছিল না মুরাদের। অচেনা একটি সংসারে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার মতো স্বভাবও নয় তার। নিজস্ব প্রাইভেসি বজায় রেখে চলতে অভ্যস্ত সে। অন্যের প্রাইভেসি রক্ষা করার ব্যাপারেও সতর্ক। সোলায়মানের সংসারে উঠেও নিজের পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চেয়েছিল মুরাদ। অকারণে প্রতিবেশীর ঘরে উঁকি দেয়নি কখনো। ফলে সোলায়মান বা তার স্ত্রীও যখন তখন মুরাদের ঘরে আসার সাহস পেত না। সমস্যা হতো বাথরুম নিয়ে।

কিচেনের পাশে ডাইনিং রুম সংলগ্ন বাথরুমে যাওয়ার সময়ে গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে যেতো মুরাদ । সকালে বাথরুমে গিয়ে আধা ঘণ্টার বেশি সময় নিলে প্রতিবেশীদের অসুবিধার কথা ভেবে অস্বস্তি হতো । আবার নিজের চাপ উঠলে বাথরুমের দরজা বন্ধ দেখে অপেক্ষা করার সময়টাও ছিল অসহ্য।

মুরাদ খেয়াল করেছে, সোলায়মান ও তার স্ত্রী দু'জনই মুরাদের প্রয়োজনের দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখত। এর একটা কারণ বোধহয়, সোলায়মান সারা মাসে যা বেতন পায়, থাকাখাওয়া বাবদ মুরাদ তার চেয়েও বেশি টাকা মাসের ঠিক এক তারিখেই সোলায়মানের হাতে তুলে দিত। প্রতি মাসেই টাকা হাতে নিয়ে কৃতার্থ সোলায়মান বলত, আপনার কোনো অসুবিধা হলে বলবেন মুরাদ ভাই। রাণু বলছিল, আজ পর্যন্ত আপনি তার কাছে এক কাপ চা-ও চেয়ে খাননি। ও কিন্তু আপনাকে আপন বড় ভাইয়ের মতো রিসপেক্ট করে।

মুরাদ বড় ভাইয়ের দায়িত্ব পালনের জন্যে বাড়তি দরদ দেখায়নি কখনও। ছোট বোনকে প্রকাশ্যে বা গোপনে নাম ধরে ডাকার সৎ সাহস পর্যন্ত তার ছিল না। বরং ভয় ছিল, ভাই-বোনের মাখামাখি সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গসুখ উপভোগের চেষ্টা অবাঞ্ছিত জটিলতা সৃষ্টি করবে। প্রথম দর্শনে মেয়েটাকে যা মনে

BanglaBook.org

হয়েছিল, সেটাই সত্যি হয়ে ওঠার ভয়ে সুযোগ পেলেও রাণুর দিকে ভালো করে তাকাত না পর্যন্ত।

বাইরে এমন নির্বিকার থাকার চেষ্টা ছিল বলে ভেতরের বিকার মাঝে মাঝে তীব্র হয়ে উঠত । একদিন বাথরুমে গিয়ে নগ্ন রাণুকে দেখার ইচ্ছেটা পথ খুঁজেছিল অনেক্ষণ। ঘরের পুরুষ দু'জন অফিসে চলে যাওয়ার পর কিংবা তারা ভোরে বিছানা ত্যাগের আগেই রাণু বাথরুম ব্যবহার করতো সম্ভবত। ছুটির দিন দুপুরে তার বাথরুমে গোসল করার দৃশ্য কল্পনা করেই একদিন রাণুকে আবিষ্কারের নেশাটা শুরু হয়েছিল প্রথম। দুপুরে রাণু গোসল করার পরই বাথরুমে ঢুকেছিল মুরাদ সেদিন।

বাথরুমে তখনও সাবান-শ্যাম্পুর গন্ধ ভুরভুর করছিল। প্লাস্টিকের লাল বালতিতে ছিল রাণুর ভেজা কাপড়-চোপড়, যার একদম উপরেই ছিল কালো ব্রেশিয়ারটি। সেই ব্রেশিয়ারটি উস্কে দিয়েছিল মুরাদের কল্পনাকে। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে অনুমান করেছিল, বাইরে থেকে দেখে রাণুর স্তনের আকার যতো ছোট মনে হয়, ভেতরে ও দুটি বোধহয় ততো ছোট নয়।

পাশের ঘরে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অস্তিত্ব-কল্পনা অনেক সময় রাতে মুরাদের একাকিত্ব প্রকট করে তুলত। বাথরুমে দেখা কালো ব্রেশিয়ারের সূত্র ধরে রাণুর দেখা এবং না-দেখা ফর্সা শরীরের সৌন্দর্য দেহমনে প্রভাব বিস্তার করত কখনও-বা। দিনের বেলা যাকে চোখ মেলে দেখতে চাইত না, রাতে তাকেই কল্পনায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভঙ্গিতে দেখত মুরাদ। রাতদুপুরে স্বামী-স্ত্রীর অস্পষ্ট দাম্পত্য আলাপচারিতা শুনে মনে হতো, পাশের রুমে হয়তো ওরা এখন ভালোবাসাবাসি করছে। সেই ভালবাসার দৃশ্য দেখারও সাধ জাগত রাণুকে সম্পূর্ণরূপে দেখার বাসনা জাগার কারণেই।

অনেকদিন সন্ধ্যায় সোলায়মান বাসায় থাকত না। অফিস থেকে ফিরতে প্রায় দেরি হতো তার। তখন বাসায় একদিকে টিটো ও তার মা, আর এক রুমে মুরাদ একা। সোলায়মান বাসায় না থাকলে তার স্ত্রীকে কোনো কাজের ছুতায় কিংবা নির্দোষ গল্প-গুজব করার জন্যেও নিজের ঘরে ডাকত না মুরাদ। টিটোকে ডেকে তার মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা মোটেও কঠিন ছিল না। কিন্তু তেমন প্রয়াস মুরাদের দিক থেকে ছিল না বললেই হয়।

ভাড়া ও খাওয়ার টাকা নিয়মিত দেওয়া ছাড়াও পরিবারটির প্রতি খানিকটা মায়ামমতা জন্মেছিল মুরাদের। টিটোর জন্যে প্রায় এটাসেটা কিনে আনতো সে। না আনলে টিটোই নিয়মিত স্মরণ করিয়ে দিত, মামা, আমার জন্যে আঙুর আনবে,

BanglaBook.org

কমলা আনবে, আর চকলেট। আবদার শুনলে টিটোর বাবা-মা ধমক দিত ছেলেকে। ছেলের বিরোধিতা করে বলত, না ভাই, কিছু আনতে হবে না। আপনার আদর পেয়ে ও মাথায় উঠছে।

কিন্তু টিটো একদিন মাকে ভারি লজ্জায় ফেলেছিল। মায়ের বিরোধিতা ও ভদ্রতাবোধকে তুচ্ছ করার জন্যে বলেছিল একদিন, তুমিই তো মামাকে বলতে বললে মা। মামা আঙুর-কমলা আনলে তুমি খাবে না বুঝি?

সত্য কথা বলার জন্যে ছেলেকে মিথ্যেবাদী বলে সেদিন মেরেছিল রাণু।

এরপর মুরাদের সন্দেহ হয়েছিল, নিজেরা অভাবী সংসারের জন্যে নিয়মের বাইরে ভাড়াটিয়ার কাছে বাড়তি কিছু আদায় করতে পারে না, কিংবা যে সেবাযত্ন পায় মুরাদ তাদের কাছে বিনিময়ে প্রতিদান দেয় সামান্য, সে জন্যেই কি মুরাদের টাকা খসাতে ছেলেকে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়েছে? সন্দেহটা জাগার পরই টিটোকে সে বেশি বেশি আদর দেয়ার জন্যে দামী খেলনা ও জামা-কাপড়ও কিনে দিতে শুরু করেছিল। সোলায়মানকে সঙ্গে নিয়ে রাণুর জন্যে শাড়িও কিনেছিল একবার। কিন্তু মুরাদের উপহার স্বামীর মতো সহজভাবে নিতে পারেনি রাণু। সোলায়মান বাধা দেয়নি, উল্টো কেনার সময় সঙ্গে থেকে সহায়তা করেছে বলে আড়ালে স্বামীকে গালমন্দ করেছে। রাতে বারান্দায় খাবার টেবিলে, মুরাদও বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া দেখে।

আমার জন্যে শাড়ি কিনতে গেলেন কেন মুরাদ ভাই?

কেন শাড়িটা পছন্দ হয়নি আপনার?

পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন নয়। আপনি আমাকে শাড়ি দিতে যাবেন কেন?

শাড়ি দেয়ার মূলে রাণুকে ঘিরে মুরাদের গোপন কামনা-বাসনা, তাও যেন মেয়েটা ধরে ফেলেছে। কিন্তু মুরাদ নিজের গোপন স্বার্থপরতাকে আড়াল করার জন্যে মহৎ সাজার ভণ্ডামি করতে পারেনি। ম্লান হেসে অপরাধী কণ্ঠে কথা বলেছিল।

বাহ! আপনারা আমার জন্যে এতো করছেন! আমি এটুকু করতে পারব না?

আমরা আপনার জন্যে কী করছি? কিছুই না। বাড়িভাড়া বেশি অর্ধেক আপনি দিচ্ছেন। যা খাওয়াই, সে তুলনায় খাওয়ার টাকাও বেশি দেন। ঢাকায় এরকম বাসা ভাড়া করে রাখার সঙ্গতি নেই বলে তো টিটোর আব্বা আমাকে আবার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আপনার মতো একজন মানুষকে পেয়েছি বলে একটা ভালো বাসায় থাকতে পারছি। তারওপর আমাদের গরিবানার

BanglaBook.org

সুযোগে এরকম দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়ে আমাদের আর কতো ছোট করবেন?

আপনাদের ছোট করার চিন্তা আমার ছিল না। আর এটাকে দয়াদাক্ষিণ্য ভাবছেন কেন? ঠিক আছে, আপনার খারাপ লাগলে শাড়িটা দোকানে ফেরত দিয়ে আসব।

সোলায়মান তখন মুরাদের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীকে শাসন করেছিল ।

তুমি খুব বাড়াবাড়ি করছ রাণু। মুরাদ ভাই তোমাকে ছোট বোনের মতো স্নেহ করে বলে শাড়ি দিয়েছে। এতে দোষের কী দেখলে?

সোলায়মান রাস্তা দেখিয়ে দেয়ার পরও মুরাদ উদার ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে ছোটবোনকে সহজ করার চেষ্টা করেনি। মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছিল।

ছোটবোনই যদি ভাববে, তাহলে ভাইকে আমি একা থেকে এভাবে অপচয় করতে আর দেব না। আমার কথা মতো ঘরে আবার ভাবী অনেতে হবে। আমি কিন্তু মেয়ে দেখা শুরু করেছি মুরাদ ভাই।

সোলায়মান হেসে বলেছিল, বুঝলেন মুরাদ ভাই, আপনার বোনের রাগটা আসলে কোথায়? আমাকেও অনেকবার বলেছে, আপনাকে একা থাকতে আর দেবে না।

তুমি থামো তো। যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জানতে চাই মুরাদ ভাই। আপনার পছন্দের এমন কেউ কি আছে, যাকে পাওয়ার জন্যে, নাকি না পাওয়ার দুঃখে এখনও একা একা থাকেন?

না, না, সেরকম কেউ নেই।

তা হলে মেয়ে দেখব আপনার জন্যে?

মুরাদের ইচ্ছে হয় বলে, ঠিক তোমার মতো একজন পেলে দেখতে পারো। কিন্তু এমন কথা বলার মতো ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলতেও ভয় পায় সে। গম্ভীর হয়ে বলে, দেখে বোধহয় কোনো লাভ হবে না।

BanglaBook.org

৬.

ঘরে একা এবং অবসরে থাকলে সাধারণত বই পড়ে মুরাদ। টিভি পর্দায় রঙিন ছবির বদলে বইয়ের কালো অক্ষর দেখে বেশি সময় কাটায় বলে সৈকত প্রায় ঠাট্টা

করে বলে, সারা জীবন শুকনো বই নিয়ে কাটাবি শালা। বউয়ের মজা তো টের পেলি না।

সোলায়মান বা তার বউ মুরাদের বিয়ে কিংবা একা থাকা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি আর। বরং তার অবসর ও বইপড়া নির্বিঘ্ন রাখার জন্যে সতর্ক থাকে। অকারণ ঘরে উঁকি দেয় না। ছেলেটাকেও এমন শাসন করে যে, সেও আসতে পারে না সর্বদা। তারপরেও অবশ্য সময় সুযোগ পেলেই মুরাদের ভেজানো দরজা খুলে টিটো ছুটে আসে।

মামা, কী করছো?

পড়ছি।

আমার বিকেল বেলা পড়তে ভাল লাগে না।

কী ভাল লাগে তোমার?

খেলতে, বেড়াতে, আর আইসক্রীম খেতে।

ইচ্ছে করে টিটোকে সঙ্গ দিয়ে, তার ভাললাগার সঙ্গী হয়ে অবসর সময়টা কাটাতে। কিন্তু বাইরে তাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সাহস পায় না মুরাদ। গেলে তো টিটো একা যাবে না, একা টিটোকে সে সামলাতেও পারবে না। টিটো তাই মা-বাবাকেও টানবে। পরিবারটির প্রতি তার নির্ভরতা ও নিবিড় সম্পর্ক এক বাড়িতে থেকেও মুরাদ যতোটা সম্ভব লুকিয়ে রাখে। বাইরে নিয়ে গিয়ে সে লোক দেখাতে চায় না। তাছাড়া রাণু প্রথম বিয়ের প্রসঙ্গ তোলার পর তার সঙ্গে ভাই-বোনের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ করে তোলা দূরে থাক, এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে মুরাদ।

একদিন বিকেলে চা নিয়ে রাণু সরাসরি মুরাদের ঘরে আসে। মুরাদ বিছানায় লম্বা শুয়ে পত্রিকা পড়ছিল। রাণুকে দেখে চমকে উঠে বসে। আগে এই দায়িত্বটি টিটো পালন করে এসেছে, টিটো না থাকলে তার পিতা। কিন্তু বড় ভাইয়ের মতো মনে করার পরও রাণু সাধারণত মুরাদের ঘরে একা ঢুকত না। পরনে মুরাদের দেয়া সেই শাড়িখানা। চমৎকার মানিয়েছে রাণুকে।

আরে আপনি কেন, বারান্দায় টেবিলে চা দিয়ে ডাকলেই আমি খেয়ে আসতে পারি।

সামান্য একটু চা খাওয়ার জন্যে আবার ছোটাছুটি করবেন? তাই ঘরেই পাঠাই।

টিটো কই?

ঘুমিয়েছে।

BanglaBook.org

ওর আব্বা?

বাসায় নেই।

তথ্যটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো কী যেন রহস্য। মুরাদের ঘরে আসার আগে রাণু কি আজ একটু বিশেষভাবে সেজেছেও? মুরাদ বিছানায় উঠে বসে।

টিটোর আব্বা আসলে আজ সকালে অফিস করেই দেশের বাড়ি গেছে। কিন্তু কাউকে বলতে না করেছে।

কেন?

ও বাড়িতে থাকবে না, একজন অনাত্মীয় লোকের সঙ্গে রাতে ফাঁকা বাড়িতে থাকব। লোকজন জানলে বদনাম করতে পারে। অবশ্য আপনাকেও বলতে না করেছিল। কিন্তু আমি সত্যি কথাটা বলে ফেললাম।

রাণু না বললে মুরাদ খবরটা জানতেও পারত না। কারণ সোলায়মান যেদিন কিছুটা রাতে ঘরে ফেরে, কখন তার স্ত্রী দরজা খুলে দেয়, তারপর রাত জেগে ওরা গল্পগুজব করে কী ঘুমায় – এসব নিয়ে মুরাদের কৌতূহল দেখানো স্বভাব নয়। কিন্তু সত্যি কথাটা বলার আজ প্রয়োজন হলো কেন? এখন থেকে আজকের সারাটি রাত এই বাসাতে তারা মাত্র তিনটি প্রাণী, টিটো ঘুমিয়ে গেলে তারা মাত্র দু'জন। এই সত্যটি মুরাদের বুকে অন্যরকম আবেগ জাগায়, রাণুর বুকেও সেরকম জাগাচ্ছে কি? চা টেবিলে নামিয়ে রাখার পরও সে চলে যায় না।

ও নিষেধ করার পরও আপনাকে সত্য কথাটা বললাম কেন জানেন মুরাদ ভাই? মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আপনি এতোটা আপন করে নিয়েছেন! টিটো তো মামা বলতে অজ্ঞান। আর আমি প্রথম দিন থেকে বড় ভাই ভাবলে হবে কী, আপনি তো আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও বললেন না। জানতেও চাইলেন না কোনোদিন, চেনা নেই জানা নেই – তবু আপনার সঙ্গে একত্রে বাসা নেয়ার জন্যে কেন ওকে বাধ্য করেছিলাম।

রাণু কি স্বামীর অনুপস্থিতে মুরাদকে প্রেম নিবেদনের জন্যে তৈরি হয়েই ছিল? নাকি শূন্য বাসায় প্রতিরোধের বর্ম হিসেবেই ভাই-বোনের সম্পর্কটিকে বড় করে তুলতে চাইছে? কিন্তু বড় ভাইয়ের কাছে ছোট বোন এমন সেজেগুজে আসে কখনও? তাছাড়া টিটোকে অবেলায় ঘুম পাড়াচ্ছে কেন? সারা রাত প্রহরীর ভূমিকায় তাকে জাগিয়ে রাখবে বলেই কি? মুরাদের মনে এমন তরো উল্টাপাল্টা প্রশ্ন ও সন্দেহ জাগে। সকল সন্দেহ ও রহস্য ভেদ করে সত্যকে স্পষ্টরূপে দেখার জন্যে আজ সরাসরি রাণুর দিকে তাকায় সে।

BanglaBook.org

আপনি বোধহয় আমাদেরকে এখনও খুব পর পর ভাবেন মুরাদ ভাই, সে জন্যে কথা কম বলেন, তাই না?

আমি আসলে ভন্ডামি পছন্দ করি না । সোলায়মান এবং আপনি দু'জনই বয়সে আমার ছোট, সেই জন্যে ভাইভাবী ডাকি না। কিন্তু তা বলে আপনাকে একদিনের জন্যেও ছোট বোন মনে হয় নি।

তা হলে কী মনে হয়েছে?

বাথরুমে রাণুর স্নানের গন্ধ পেয়ে, তার অন্তর্বাস দেখে মুরাদের যা মনে হয়েছিল, মধ্যরাতে শরীরে কামের আগুন নিয়ে রাণুকে যা মনে হয়, তা কি স্পষ্ট করে বলে দেবে মুরাদ? সত্য কথা বলতে না পেরে অকারণ হাসতে থাকে সে।

হাসছেন কেন?

আপনি একটি সুন্দর মেয়ে, আন্তরিকভাবে আমার সেবাযত্ন করছেন। আপনার মতো মেয়েকে বউ হিসেবে পেলে সবাই সংসারে সুখী হবে। এসব মনে হয়েছে, কিন্তু ছোট বোনটোন মনে হয়নি কখনও।

মুরাদের স্পষ্টবাদিতায় রাণু কি খুশি হয়? কণ্ঠে আহ্লাদী-অভিমানীর সুর ফুটিয়ে বলে, আমাদের যে এখনও আপন ভাবতে পারছেন না, সে আমি বুঝি। আপন ভাবলে এখনও আমাকে আপনি আপনি করতেন না।

রাণুর দিকে তাকিয়ে মুরাদের ভেতরে তখন রাতের গন্তব্য নির্ধারণের ভাবনা। রাতে, টিটো ঘুমিয়ে যাওয়ার পর কিংবা টিটো ঘুমিয়ে গেছে বলে এখনই, রাণুর সঙ্গে শোয়াই যদি হয় প্রধান লক্ষ্য, তবে কথাবার্তা বলে মনকে এখন থেকে প্রস্তুত করতে হয়। আলাপ জমানোর আগ্রহে সে বলে, দাঁড়িয়ে কেন? বসো, বসে বসে গল্প করি।

রাণু মুরাদের পড়ার টেবিলের চেয়ার টেনে বসে। হাসতে হাসতে বলে, এই তো তুমি বলে ফেললেন।

আসলে তুমি টুমি বললে সোলায়মান কিছু মনে করে যদি?

ও আবার কী মনে করবে? জানেই তো, আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করি। পাশের বাসার ভাড়াটিয়া, কাজের বুয়া – সবাই জানে, আপনি সম্পর্কে আমার খালাতো ভাই। ওদের সামনে আপনি টাপনি বললে ওরাই বরং সন্দেহ করবে। এক সঙ্গে থাকতে হলে তো একটা সম্পর্ক নিয়েই থাকতে হয়।

আমি এরকম সামাজিক হতে পারি না বলেই বোধহয় একা আছি এখনও। কেউ আমাকে পছন্দ করে না।

BanglaBook.org

আজ একটা সত্যি কথা বলেন তো মুরাদ ভাই। মেয়েটা আসলে কে, যাকে না পাওয়ার জন্যে আপনি এখনো বিয়ে করছেন না? বেচারী খুব আঘাত দিয়েছে আপনাকে, না?

প্রত্যাশিত প্রশ্নটা অবশেষে শুনতে পেয়ে মুরাদ সশব্দে হাসে। হাসিতে বেদনা বা আঘাতের চিহ্নমাত্র নেই।

সেরকম আসলে কেউ নেই রাণু। তোমার মতো কোনো মেয়েকে পেলে এতোদিনে বোধহয় বিয়ে করেই ফেলতাম। অবশ্য সেই মেয়ে যদি আমাকে পছন্দ করতো।

মুরাদ পরস্ত্রীর সঙ্গে ততক্ষণে শয্যাসম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মিথ্যে কথাটা বলতে তাই একটুও বাধল না।

চিন্তা নেই মুরাদ ভাই, আপনার জন্যে আমার চেয়েও শিক্ষিত ও কমবয়সের একটি পাত্রী ঠিক করে রেখেছি আমরা। আপনার পছন্দ হলে আমরা খুশি হবো, আপনার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কটাও পাকাপোক্ত হবে। সত্যি বলতে কি এরকম চিন্তা ছিল বলে আপনার সম্পর্কে এনায়েত ভাইয়ের কাছে সব খোঁজখবর নিয়েই একত্রে বাসা নিয়েছি। স্বার্থ না থাকলে টিটোর আব্বা আপনার মতো অবিবাহিত একজন পরপুরুষকে বাসায় এনে ঢোকাতো না, তার সঙ্গে বউকে এভাবে মিশতেও দিত না।

মুরাদ নতুন করে চমকে ওঠে, তার মানে?

আমার পেটে আসলে কথা থাকে না মুরাদ ভাই। টিটোর আব্বা এখনই বলতে না করেছে আপনাকে। কিন্তু আমি না বলে থাকতে পারছি না। তাছাড়া দুদিন পর তো সব জানবেনই। তাই আগাম আপনাকে সব খুলে বলব ঠিক করেছি।

এরপর মুরাদের মতো একজন পঁয়ত্রিশ উর্দ্ধ ব্যাচেলরকে বাসায় জায়গা দেয়ার আর একটি গোপন উদ্দেশ্য সেদিনই প্রথম ব্যক্ত করেছিল রাণু। সোলায়মানের একটি ছোট বোন আছে। দেশের বাড়িতে থেকে একটি প্রাইভেট কলেজে ডিগ্রীতে পড়ছে। বোনের জামাই হিসেবে মুরাদকে পছন্দ করেই এ বাড়িতে এনেছে সে। আর দেখামাত্র মুরাদকেও পছন্দ করেছে সোলায়মানের বউ। বয়স বেশি নিয়ে খুঁত খুঁত করেছিল সোলায়মান, কিন্তু আয়-উন্নতি থাকলে পুরুষ মানুষের বয়স কি কোনো ফ্যাক্টর? স্ত্রীর পরামর্শ মতো মুরাদকে মেয়ে দেখানোর জন্যে বোনকে আনতে বাড়ি গেছে সোলায়মান। এখন দু'জন দুজনকে পছন্দ করলে হয়। পছন্দ হলে ননদকে আর দেশে ফিরে যেতে দেবে না রাণু। এই

BanglaBook.org

বাসাতেই সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলবে।

এতোদিন বাসায় মুরাদের আদর-যত্ন, তাকে আপন করে নেয়ার সাধনা মুহূর্তেই ষড়যন্ত্রের মতো ঘৃণ্য হয়ে উঠেছিল মুরাদের কাছে। খুশি হওয়ার বদলে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সে।

খবরটা শুনেই মন খারাপ হলো মনে হচ্ছে। আমার ননদ কিন্তু আমার চেয়েও শিক্ষিতা, দেখতেও মন্দ না। যদিও গায়ের রঙটা একটু শ্যামলা। পছন্দ না হলে আমরা জোর করব না মুরাদ ভাই। কেউ বুঝতেও পারবে না, পছন্দ হোক বা না হোক, আপনার মতামতটা চুপিচুপি আমাকে জানিয়ে দেবেন শুধু।

না করে দিলে নিশ্চয় আর এক সঙ্গে থাকতে পারব না আমরা। তার আগেই মনে হয় আমার বাসা খোঁজা শুরু করা উচিত।

দেখার আগেই না করে দিলেন? আমি কিন্তু শুধু ননদের বর হিসেবে আপনাকে পছন্দ করিনি মুরাদ ভাই। আপনাকে দেখোর আগে থেকেই আপনাকে যে এতো আপন মনে হয়েছিল, তার একটা অন্য কারণ আছে।

আবার কী কারণ?

আপনি শুনতে চাইলে সব ভেঙে বলতে পারি।

আমার হেঁয়ালি একদম ভাললাগে না রাণু। যা বলার, মন খুলে সব পষ্ট করে বলতে পারো।

মনের দরজা খোলার আগেই হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে যায় মেয়েটি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

বলব। আমার বিয়ের ইতিহাস শুনলে বুঝতে পারবেন, কীরকম সুখে আছি এ সংসারে। তাছাড়া ওর বোন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যেও তো ওদের ফেমিলি সম্পর্কে আপনার সব জানা দরকার। কিন্তু একটা শর্ত। আমি আজ যা বলব, টিটোর আব্বাকে কোনোদিনও বলতে পারবেন না।

রাণু সম্পর্কে কিছু কৌতূহল তো তৈরি হয়েই ছিল। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ রাণুকে পাওয়ার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল মুরাদ। কাজেই রাণুর কথা শোনার ব্যাকুলতা নিয়ে সেই দণ্ডে শর্ত পূরণ করেছিল সে।

কথা দিচ্ছি রাণু, আজ রাতের এসব কথা আমরা দুজন ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানবে না।

কিন্তু রাত তো এখনো হয়নি মুরাদ।

শ্রোতার আগ্রহের আতিশয্য দেখেই যেন হেসে উঠেছিল রাণু।

BanglaBook.org

এখনই শুরু করো, দরকার হয় সারা রাত জেগে তোমার সব কথা শুনব আজ। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।

এতোদিন করেনি কেন?

আসলে প্রথমদিন তোমাকে দেখেই ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল এই মেয়ে তো সোলায়মানের স্ত্রী হবার কথা নয়।

সত্যি বলছেন?

মুরাদের ইচ্ছে হয়, রাণুর গা ছুঁয়ে বলে। কিন্তু তার আগেই রাণু উঠে দাঁড়ায়। বলে, বাবুর দুধটা আগে গরম করে রাখি। তারপর বারান্দায় বসে এখন গল্প করব।

৭.

উলিপুরের রহমান তহশিলদারের মেয়ে রাণু বিয়েতে ছোট্ট করে কবুল বলেছিল, তার মূলে মনে স্বপ্ন ছিল একটাই। বিয়ের পর সে ঢাকায় থাকবে। হোক ছোট্ট ভাড়াটে বাসা, তবু সেটা হবে রাণুর নিজস্ব সংসার। নতুন সংসারে তারা শুধু দু'জন মানুষ, যখন খুশি তখন ভালবাসার অবাধ স্বাধীনতা এবং ইচ্ছে মতো রাজধানী-শহরে ঘুরে বেড়াবার আনন্দ। বিয়ের কথাবার্তা শুরুর পর থেকে দাম্পত্য জীবনের সুখস্বপ্ন নয় শুধু, মনে মনে ঢাকায় নিজস্ব সংসার রচনার পরিকল্পনাও শুরু করেছিল রাণু।

গ্রামের লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েদের রাজধানী-নগরীর প্রতি দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। তবে রাণুর দুর্বলতার আরো কারণ আছে। প্রথমত সে সরকারি চাকরিজীবী তশিলদারের মেয়ে। গ্রামে বাস করলেও তাদের বাড়িতে বিদ্যুত এসেছে, টেলিভিশন এসেছে তারও আগে থেকে। টেলিভিশনে নাটক-সিনেমা দেখে দেখে রাণু ঢাকা শহরের সকল নায়ক -নায়িকাদের চেনে। ঢাকায় কখনও না গেলেও টিভির বদলৌতে রঙিন স্বপ্নজগতের মতো শহরটা পরিচিত হয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। বসবাসের কতো সুযোগ-সুবিধা আর আধুনিকতা সেখানে! শহরে থাকা নিয়ে শুধু রঙিন স্বপ্ন নয়, শহরবাসের কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতাও আছে রাণুর।

তার বড় বোন-দুলাভাই এখন বাস করে রংপুর শহরে। দুলাভাইয়ের ব্যাংকের চাকরি। ভাড়া বাসায় থাকে। রাণুরও ইচ্ছে ছিল বোনের বাসায় থেকে লেখাপড়া করবে। দুলাভাইয়ের অমত ছিল না। কিন্তু বাধ সেধেছিল একই মায়ের পেটের বড় বোন।

BanglaBook.org

বোনের বাসায় থাকার সময়ে পাশের বাড়ির বি.এ. পাশ এক বেকার যুবকের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল রাণু। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, সেই যুবকের নাম ছিল মুরাদ। গোপনে মোট চারটা চিঠি দিয়েছিল মুরাদ। সেই চিঠির ভাষা এমন সুন্দর যে, পড়তে গেলেই রাণুর বুকে শিরশির কাঁপন জাগত। অমন ভাষাজ্ঞান ছিল না বলে, রাণু একটা চিঠিরও উত্তর দেয়নি। মুরাদ রাণুকে নিয়ে পালিয়ে ঢাকা যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। রাণু ভয়ে রাজি হয়নি। প্রেমের চেয়ে পরিবারের মান-সন্মানকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল সে। তবু বোন আড়ালে মন্তব্য করেছিল, ও কি লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়ার জন্যে টাউনে থাকতে চায়? লেখাপড়ার নাম করে প্রেম করে বেড়াবে। পড়াশুনায় ব্রেণ ভালো হলে ঠিকই দায়িত্ব নিতাম। কিন্তু নিজের বোন হলে হবে কী, ওর চরিত্র মোটেও ভাল নয়। তাছাড়া নিজের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাতে ধাঁইসাই, অমন স্বার্থপর সুবিধাবাদী বোনের বোঝা মাথায় নিতে পারবো না আমি।

রাগ করে বোনের বাসা ছেড়ে গাঁয়ের বাড়িতে চলে আসার পর রাণুর লেখাপড়া হয়নি আর। একবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েও ফেল করেছে। খুব অল্পের জন্যে। অংক আর ইংলিশে মোটে চৌদ্দটা নাম্বার বেশি থাকলেই সেকেন্ড ডিভিশন থাকত। দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসানোর আগেই তাকে বাড়ি থেকে পার করানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল সবাই। ঘটক সোলায়মানের প্রস্তাবটাই এনেছিল প্রথম।

ছেলে ঢাকায় থাকে, সরকারি চাকরি করে শুনে রাণুও অমত করেনি। মুরাদের কথা মনে পড়েছিল। ঢাকায় গেলে হারানো প্রেমিকের সাথে দেখা হতে পারে ভেবে কল্পনায় ভাল-মন্দ কতোরকম সম্ভাব্য ঘটনার উত্তেজনা দোলা দিয়েছিল মনে!

সচিবালয়ে বরের সরকারি স্থায়ী চাকরিটাই হয়ে উঠেছিল তার যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি। যদিও চাকরিটা কেরাণীর, কিন্তু বেতন-স্কেল তহশিলদারের চেয়ে দুই ধাপ উপরে। প্রস্তাব শুনে হবু-জামাইয়ের জন্যে গর্ববোধ জেগেছিল রহমান তহশিলদারের মনে। মন্ত্রী-সচিবরা যেখানে বসে দেশ চালায়, তহশিলদারের জামাই সেই একই ভবনে চাকরি করে। মন্ত্রী-সচিবরা ঘন ঘন বদলি হয়। কিন্তু তহশিলদারের জামাই মন্ত্রণালয়েই থাকবে পার্মানেন্ট। নিজে নানা থানায় গ্রামে-গঞ্জে তহশিল অফিসে বদলির চাকরি করে স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থেকেছে দীর্ঘকাল। কিন্তু জামাইয়ের চাকরির সুবাদে ছোট মেয়ে ছিমছাম সংসারে ঢাকায় থাকতে পারবে বারো মাস।

এরকম বিবেচনা থেকেই ছেলের চেহারা, বাড়ি-ঘর, বংশবুনিয়াদের দৈন্য আমলে আনেনি তহশিলদার। পাশাপাশি থানায় পনের মাইল দূরের গ্রামে বাড়ি।

BanglaBook.org

ছেলের বাবা অশিক্ষিত, মাঝারি মাপের গেরস্ত মানুষ। গোবরের গাদায় পদ্মফুল হওয়ার মতো ছেলে কষ্ট করে লেখাপড়া করেছে, নিজের যোগ্যতায় সরকারি চাকরিও পেয়েছে। তহশিলদারের মেয়েকে দেখে এতো পছন্দ হয়েছে তার যে, ঘটকের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিল, আমার আর কোনো ডিমান্ড নেই।

বিয়েতে ডিমান্ড বা যৌতুক দেয়ানেয়া আইনবিরোধী কাজ, তহশিলদার জানে। তার শিক্ষিত সরকারি চাকুরে জামাইয়েরও অজানা নয় নিশ্চয়। কিন্তু সরকারি আইন দিয়ে কি সমাজ চলে ? নিজে সরকারি চাকরি করে বলে বেকারত্বের অভিশাপে পঙ্গু এ দেশে চাকরিজীবী ছেলের কদর বোঝে রহমান তহশিলদার। ছেলে-মেয়ে সাজানো ছাড়াও ঢাকায় মেয়ের নতুন সংসার সাজিয়ে দেয়ার জন্যে যথাসম্ভব প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে। জমি বিক্রি অথবা নিজের প্রভিডেন্ড ফান্ডের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু ব্যবস্থা নেয়ার আগে, রাণুই দরিদ্র পিতার ভার লাঘব করেছিল।

আগে তোমাদের জামাই ঢাকায় বাসা নিক আব্বা। সেখানেই ধীরেসুস্থে কিনে দিও সব।

বিয়ের পর রহমান তহশিলদার জামাইকে নিরালায় ডেকে তাই বলেছিল, তাড়াহুড়া করে বিয়ে হলো বাবাজি। তেমন কিছুই তো দিতে পারলাম না। ঢাকায় আগে বাসা ভাড়া নাও। সেখানেই আমি যা কিছু দেওয়ার দিয়ে দেব।

নতুন জামাই সোলায়মান মাথা চুলকে জবাব দিয়েছিল, বাসা নিতে তো দেরি হবে আব্বাজান। রাণুকে আপাতত গ্রামেই থাকতে হবে। তবে শুধু বউ পেয়ে আমাদের বাড়ির কিংবা গ্রামের লোক যত সমালোচনাই করুক, আপনি কিছু মনে করবেন না। যৌতুক বা কোনো জিনিসপত্র নয়, আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের সুখী হওয়ার জন্যে আপনাদের খাস দিলের দোয়াই যথেষ্ট।

এমন আদর্শবাদী নির্লোভ জামাইকে হৃদয়ের উজার করা দোয়া না দিয়ে পারা যায়? মেয়েকে বিদায় দেয়ার সময় জামাইকে জড়িয়ে ধরে দোয়া দিতে গিয়ে হুহু কান্নায় ভেঙে পড়েছিল রহমান তহশিলদার।

অতপর সোলায়মান নামের অদেখা এবং সম্পূর্ণ অচেনা পুরুষটির সাথে গরুগাড়িতে চড়ে , ঢাকার বদলে নিজেদের গ্রামের চেয়েও ঘোরতর মফস্বলী আর একটি গ্রামে, শ্বশুরবাড়ি যাত্রার সময় রাণু খুব কান্নাকাটি করেছিল। বিয়ের বিদায়-অনুষ্ঠানে, বাবা-মায়ের আশ্রয় ছেড়ে নতুন জীবনে প্রবেশের আনন্দে এ দেশের মেয়েরা কখনোই হাসে না। কেঁদে বুক ভাসায়। জন্মদাতা বাবা-মা, শৈশবকাল থেকে পরিচিত বাড়িঘর, আত্মীয়-স্বজন ও জন্মভূমির সঙ্গে নাড়িছেড়া যন্ত্রণা অনুভব

BanglaBook.org

করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে যাত্রার শুরুতে বুক ভেঙে যায় সব মেয়েরই। কিন্তু রাণুর সেই প্রথম লোকদেখানো আনুষ্ঠানিক কান্নার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত স্বপ্নভঙ্গের বেদনাও লুকিয়ে ছিল খানিকটা।

রাণুর বদ্ধমূল ধারণা ছিল, বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবে সে মোটরগাড়ি কিংবা ট্রেনে চড়ে। গরুগাড়ির কথা সে ভুলেও ভাবেনি। গ্রামেও আজকাল সচ্ছল গেরস্তঘরের বিয়েতে বরপক্ষ বাস ভাড়া করে। গরিবরা গরুগাড়ির বদলে রিক্সা ভাড়া নেয়। কিন্তু রাণুর ঢাকানিবাসী বরের পৈতৃক বাড়ি এমনই গণ্ড গ্রামে, বাসে যাওয়ার উপায় নেই। বর এসেছিল বন্ধুর মোটরসাইকেলের পেছনে বসে। বরযাত্রী সকল সাইকেলে এবং মেয়েরা দুটি গরুগাড়িতে চড়ে। বরের সঙ্গে একটি গরুগাড়িতে উঠে রাণুর কান্না আরো উথলে উঠেছিল।

গাড়ির ছইয়ের পেছনটা একটি শাড়ি কাপড় দিয়ে ঢাকা হয়েছিল। ভেতরটা ছিল মিশমিশে অন্ধকার। পা ছড়িয়ে বসার জায়গাও ছিল না। বর বসেছিল গাড়োয়ানের পিছে। কনের পাশে তার সঙ্গী মামাতো বোন, নানি-শাশুড়ি ও ননদও ছিল। গ্রামের সীমানা পার হতে না হতেই নানি-শাশুড়ি বউকে সান্ত্বনা কিংবা আদেশ দিয়েছিল, 'মুখে কাপড় ঢিপলা দিয়া কাঁদ রে নয়া কইনা। কাঁদাকাটি যেন বাইরের প্রাণী টের না পায়। এমনিতে শনিবারি রাইত, তা বাদে হামার তেপথীর বটের গাছটায় কতো কী জিনিস বাস করে! গাড়িত চড়িয়া নাইওর যাওয়ার সময় গ্রামের দুইটা বউয়ের ওপর ভর করিছলো। নয়া বউকে দেখিয়া যদি ফের তেনাদের পছন্দ হয়, হামার ঢাকাইয়া নাতি তখন তোর গায় হাত দিতেও ভয় পাইবে।'

নানি-শাশুড়ি কি তাকে দুধের বাচ্চা মনে করে ভূতের ভয় দেখাচ্ছে? নাকি ঠাট্টা করছে? কান্না সত্যই থমকে গিয়েছিল রাণুর। বর যেন বউয়ের পক্ষ নিতে নানিকে ধমক দিয়েছিল, কী আজেবাজে কথা বলিস নানি! ভূতপ্রেত আছে এ যুগে?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে নানি-শাশুড়ি আবার জানতে চেয়েছিল, বউয়ের সঙ্গে বউয়ের বাড়ির টোপলা-টাপলি কই? ও গাড়িতে তুলে দিয়েছে নাকি?

ননদটি জবাব দিয়েছিল, কিছুই দেয় নাই নানি। নতুন বিছানা-বালিশ, লেপ-তোষক, হাঁড়ি-পাতিল কিচ্ছু দেয় নাই।

হায় আল্লা, খালি বউ দেখিয়া গ্রামের মানুষ কইবে কী? এত নামকরা তহশিলদার, তার তবিল নিয়াও কতো কথা কইবে লোকে।

ও নানি, লোকে হামার ভাবীর বদনাম করলে তার মুখ টিপে ধরিস তুই।

গাড়ির মধ্যে স্বজনদের এইসব আলাপচারিতায় বিরক্ত বর, নতুন বউয়ের পক্ষ নিতেই হয়তো-বা, আবার নানি ও বোনকে ধমক দিয়েছে, পাওয়া না-

BanglaBook.org

পাওয়ার হিসার বাড়িতে গিয়া করেন। গাড়িতে এইসব আলাপ করে কেউ? ও নানি, গাড়িতে যে তোর পাশে এতো বড় একটা পোঁটলা বসি আছে, তাকে দেখিয়া কি তোর মন ভরে নাই?

পোঁটলার ভেতর হইতে খালি কাঁদন বের হয়, আর আঁধারেও পোঁটলির রূপ দেখিয়া তোর মুখে হাসি ফোটে ক্যানে রে? বেশরম বেটাছাওয়া।

বর লজ্জা পেয়েছিল হয়তো। জবাবটা একান্তে একজনকে শোনানোর অধীরতা নিয়ে, অন্ধকারে সাপের মতো একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে একসময় চুপি চুপি নববধূর হাত আঁকড়ে ধরেছিল। হাতের মালিককে চিনতে পেরেও হাত সরিয়ে নিয়েছিল রাণু।

চার ঘণ্টার বিরক্তিকর যাত্রায় গাড়ির মধ্যে একই ভঙ্গিতে চুপচাপ বসে থেকে, স্বামী ও তার স্বজনদের গেঁয়ো হাসিঠাট্টা শুনে মাথা ধরেছিল রাণুর। দস্যু হাতখানা ছাড়া কেউ তার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। আদিগন্ত অন্ধকারে গাড়ির ছইয়ের সঙ্গে হেলেদুলে মধ্যরাতে অচেনা শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে মনে হয়েছিল, যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে বন্দী সে। শ্বশুর-শাশুড়িসহ এক গাদা মানুষকে পা ছুঁয়ে সালাম করতে হয়েছিল। হারিকেনের আলোয় উঠানে বধূবরণের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শেষে নানি-শাশুড়ি যখন বাসর ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল, তখন রাত খুব একটা বাকি ছিল না আর।

বাসরশয্যায় উঠে স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচিত হবার আগ্রহী উত্তেজনা দেহমনে অবশিষ্ট ছিল না রাণুর। দীর্ঘক্ষণ গরুগাড়িতে বসে থেকে মাথা ঘুরছিল, বমিও পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বমি সামলে নিলেও মাথা ঝিমঝিম ও গা-গুলানো ভাবটা ছিল বাসরশয্যাতেও। ফলে ঘর নির্জন হতেই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল রাণু। স্বামীর কাছে নিজের গোপন স্বপ্ন-সাধ, যৌবনের সঞ্চিত ভালবাসা ও দেহের সম্পদ মেলে ধরার বদলে ক্লান্তি-অবসাদ ও চাপা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু বাসররাতে নতুন বউয়ের দেহ-মনের বৈকল্য বোঝার ক্ষমতা থাকে ক'জন অনভিজ্ঞ স্বামীর? অবশেষে শয্যায় সম্পন্ন এক নারীর উপস্থিতি দেখেই, নতুন বউকে একান্তে পাওয়ার আগ্রহে ও খুশিতেই যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সোলায়মান। আবেগ চাপা কণ্ঠে কথা বলেছিল প্রথম।

মধুমিলনের আগে দরকারি কিছু বথা বলি । ওঠো এখন আর আমরা ছাড়া বাড়িতে কেউ জেগে নেই।

রাণু মাথা না তুলেই সত্যি জবাব দিয়েছিল, আমার মাথা ধরেছে। গরুগাড়িতে চড়ার অভ্যাস নেই।

BanglaBook.org

স্ত্রীর ধরামাথায় প্রথম হাত দিয়েছিল সোলায়মান। তার চুলের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি রেখে জবাব দিয়েছিল, বাস ভাড়া করতে পারতাম। কিন্তু গ্রামের রাস্তাঘাটের যে অবস্থা! বাসঅলাকে এতগুলি টাকা দিয়ে শেষে কোনো এ্যাকসিডেন্ট হয় যদি? এই ভয়ে বাবা রাজি হলো না। তোমার মতো বউ পেয়ে বাড়ির সবাই ভারি খুশি। আর আমি?

কথা বলতে বলতে মাথা টিপে দিচ্ছিল সোলায়মান। চুলের প্রশংসা করে বলছিল, লম্বা চুল আমার খুব পছন্দ। ঠিক যেমন আমি চেয়েছিলাম, তুমি তেমন, তার চেয়েও সুন্দর। পায়ের ঝিঁঝি কাটেনি? পাটা সোজা করো একটু।

পায়ে স্বামীর হাত পড়তেই বিছানায় উঠে বসেছিল রাণু। হারিকেনের মৃদু আলোয় মুগ্ধ স্বামীর দিকে সরাসরি তাকিয়েছিল সেই প্রথম। বিয়ের আগে ও পরে স্বামীকে আলাভালো যা দেখেছে, তাতে মানুষটার প্রতি ভাল লাগা বা মন্দ লাগার কোনো প্রতিক্রিয়া জাগেনি। কিন্তু বাসর রাতে স্বামীকে দেখে অপছন্দের অনুভূতিই বুকে স্পষ্ট চলকে উঠেছিল, মুখেও কালো ছায়া নেমেছিল বুঝি-বা।

সোলায়মানের চোখ স্ত্রীর রূপের ছটা ও যৌবনের আগুন খুঁজতেই তৎপর ছিল যেন, আপন মুগ্ধতাবোধে বিহ্বল হয়ে কথা বলছিল সে।

তুমি এতো সুন্দর! কিন্তু এ যাত্রায় মাত্র তিনদিন তোমাকে পাবো। ছুটি শেষ, তিনদিন পরই তোমাকে ছেড়ে ঢাকা যেতে হবে আমাকে।

রাণু প্রথম রাতেই কঠিন গলায় জানিয়ে দিয়েছিল, এ বাড়িতে আমি একা থাকতে পারব না।

নববধূর কথায় স্বামীর প্রতি তার গভীর টান অনুভর করে সান্ত্বনা দিয়েছিল সোলায়মান, হাত চেপে ধরেছিল রাণুর।

একা কেন? এক মুহূর্তের জন্যে বাড়িতে তোমাকে কেউ একা থাকতে দেবে না। আমি বরং ঢাকায় একা থাকব। কিন্তু মন পড়ে থাকবে তোমার কাছে।

এরপর রাণুর ঢাকায় থাকার স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে বাসররাতেই সোলায়মান দরকারি কথা বলার নামে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা শুরু করেছিল।

বাড়ির বড় ছেলে সে। বাবা-মা অনেক স্বপ্ন আশা নিয়ে বড় ছেলেকে বি.এ. পাশ করিয়েছে। তারপর চাকরি হওয়ার জন্যে জমি বিক্রি করে ঘুষের টাকা দিতেও কার্পণ্য করেনি। বাড়িতে পাঁচটি ছোট ভাইবোন। আই, এ. পাশ করে একজন বেকার, না পায় চাকরি না করে হালগেরস্তি। বোনটার লেখাপড়ার খুব ঝোঁক, সোলায়মান তার বিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে বলেই অল্পবয়সে অপাত্রে পাত্রস্থ

BanglaBook.org

হয়নি এখনও। অন্য ভাইবোন দুটিও স্কুলে যায়। কিন্তু হালগেরস্তি থেকে একা বাবার পক্ষে ভাইবোনদের লেখাপড়া এবং সংসারের হাজার রকম চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। নিজে ঢাকায় মেসে মাতারির হাতের রান্না খেয়ে, হিসেবী জীবন-যাপন করে বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠায় সোলায়মান।

এখন বিয়ে করতে না করতেই সে যদি ঢাকায় বউ নিয়ে আলাদা বাসা ভাড়া করে থাকার স্বপ্ন দেখে, স্বার্থপর বলবে না গ্রামবাসী? সোলায়মানের মনুষত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না সমাজের লোকেরা? সেই সঙ্গে নতুন বউকেও নিন্দা করবে সবাই। তাছাড়া ঢাকায় বাসা ভাড়া নিলে বাড়িতে টাকা পাঠানো দূরে থাক, নিজেদের খাওয়ার টাকা অবশিষ্ট থাকবে কিনা সন্দেহ। ঢাকা হলো টাকাওয়ালা লোকদের সুখের জায়গা। আর এ যুগে যে যতো খারাপ, তার ততো টাকা। সোলায়মান অসৎ পথে টাকা রোজগার করাটা ঘৃণা করে। সামান্য কাজের জন্যে অফিসে একবার একশ' টাকা ঘুষ দিয়েছিল একটা লোক, তাকে পুলিশে দেয়ার ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

বাপের জায়গাজমি বেশি থাকলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে চাষবাস করত, রাণুকে নিয়ে গ্রামেই সুখের সংসার রচনা করতো। ভাইবোনগুলি মানুষ হবার পর ভবিষ্যতে তাই করবে সোলায়মান। কিন্তু সুদিন না আসা পর্যন্ত সোলায়মানের মতো রাণুকেও অনেক বেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেননা সে এ বাড়ির বড় বউ। আপন করে নিতে হবে তার ছোট দেবর-ননদকে। শ্বশুর-শাশুড়িকেও নিজের বাবা-মায়ের মতো দেখতে হবে। রূপ দিয়ে যেমন রাণু স্বামীকে পাগল করে তুলছে, গুণ দিয়েও তেমনি জয় করতে হবে বাড়ির সকলের এবং পাড়া-পড়শীদেরও মন। বাড়িতে নামাজ পড়তে হবে নিয়মিত.....

এসব কথা বলে সোলায়মান তার আত্মপরিচয় যত বিস্তৃত করছিল, রাণুর বিরাগ-বিতৃষ্ণা ততোই প্রবল হয়ে উঠেছিল স্বামীর ওপর। কিন্তু স্বামীর এতোসব চাওয়াকে উপেক্ষা করার জন্যে প্রথম রাতেই নিজের ছোট্ট চাওয়াটি মুখ ফুটে বলতে পারেনি। আশ্চর্য যে, রাণুর স্বপ্ন-সাধের খবর জানতেও চায়নি মানুষটা।

আমার মাথা ধরেছে, ঘুমাই এখন।

রাণু স্বামীর দিকে পিঠ দিয়ে আবার শোয়ার উপক্রম করতেই সোলায়মান দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। মানুষটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কৌশল হিসেবে বলেছিল রাণু, আমার শরীর খারাপ।

শরীর খারাপ থাকলে কিছু করব না। কিন্তু আমাকে দেখতে দাও, ভালবাসতে দাও, তোমাকে আজ সারা রাত বুকের মধ্যে নিয়ে শুয়ে থাকব।

BanglaBook.org

বাসররাতে স্বামী ভালবাসার কথা বলতে চাইলে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারে কোনো নতুন বউ? রাণুও বাধা দিতে পারেনি। ফ্যাসফ্যাসে গলায় সোলায়মান আরো কিছু জরুরি কথা বলেছিল।

আরো একটা জিনিস তোমার কাছে চাই রাণু। হায়াত-মউত-রেজেক-দৌলত সব আল্লার ইচ্ছেয় হয় । এ জীবনে যদি তোমার দেনমোহরের টাকা শোধ করতে না পারি, তা হলে কথা দাও, তুমি মাফ করে দেবে? তুমি মুখ ফুটে হ্যাঁ না বললে পরকালেও শান্তি পাবো না।

বিয়ের আগেও হবু-স্বামীর বেতন বা আর্থিক ক্ষমতা খতিয়ে দেখেনি রাণু। ফুলশয্যার রাতেও টাকা-পয়সা বা দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছিল, আমি তো এখনও তোমার কাছে কিছুই চাইনি। তুমি আমার কাছে এতো কিছু চাইছো কেন?

তুমি না চাইলেও তোমার দেনমোহরের পঞ্চাশ হাজার টাকা শোধ করা আমার জন্যে ফরজ। আজকের এই মধুমিলনের রাতে তুমি আমাকে সেইটা মাফ করে দাও। বলো মাফ করলে?

কণ্ঠে ভিখিরির প্রার্থনা নিয়ে সোলায়মান ডাকাতের মতো হাত চেপে ধরলে রাণু ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়েছিল। তখন পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ মুক্তির আনন্দেই যেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পায়নি লোকটা। দ্রুত মুখখানা রাণুর ঠোঁটে নামালে, স্বামীর মুখে পচা বিরিয়ানি-মাংসের গন্ধ পেয়ে চকিতে বাড়ির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল রাণুর। বিয়ের আগে বাবার সঙ্গে তাদের কী কথাবার্তা হয়েছিল, বিয়ের আগে ঢাকায় বসবাসকারী চাকরিজীবী স্বামীকে ঘিরে রাণু কি কি স্বপ্ন দেখেছিল, সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ ছিল না আর।

BanglaBook.org

৮.

রাণুর ধারণা, প্রথম রাতের তিক্ত মিলনের পরিণামে গর্ভবতী হয়েছিল সে। এ যুগে বিয়ের বছর না ঘুরতেই সন্তানের মা হতে চায় কোনো মেয়ে? কিন্তু তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো খোঁজই রাখেনি স্বামী। ভাগ্যদেবতার মতো স্বামীকে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিল সে। তিনদিন এবং তিনটি দীর্ঘ রাত স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়ে, ছুটি শেষ হওয়ার কারণে রাণুকে নিজের বাড়িতে রেখেই ঢাকা চলে গিয়েছিল সোলায়মান।

প্রথম রাতের স্বামীর মতো, দিনের আলোয় স্বামীর বাড়ি-ঘরের চেহারা দেখেও হতাশ হয়েছিল রাণু। এমন নয় যে, এ ধরণের গ্রামের বাড়ি সে প্রথম দেখছে কিংবা শ্বশুরবাড়ির চেয়ে নিজের বাপের বাড়ির অবস্থা সচ্ছল। তবু নিজের বাড়ির তুলনায় শ্বশুরবাড়িকে ভাল বলার একটি কারণও খুঁজে পায় না রাণু। এখনও বিদ্যুত আসেনি এ গ্রামে। এ বাড়ির বড় ছেলে ঢাকায় থাকে, চাকরি করে, বাড়ি দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই। বেহদ্দ চাষা গেরস্তের বাড়ি যেরকম হয়, সেরকম। আঙিনার মুরগি ঘুরঘুর করছে, বাড়ির প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা, গরু-বাছুর-গোবর, আর কিছু গাছপালা। ভেতরে দুটি মাত্র টিনের ঘর। বাড়ির বড় ছেলের জন্যে পৃথক ঘর নেই। যে ঘরটিতে সে নতুন বউকে এনে তুলেছে, তার একদিকে বাঁশের মাচা। মাচানের ওপরে বাঁশের ডোল, লাউয়ের খোল ও হাঁড়ি-পাতিলে ভরা সংসারের নানারকম জিনিসপত্র। ঘরে একটা নতুন খাট বা আলনা পর্যন্ত নেই।

পুরনো চৌকিতে বাসরশয্যা হয়েছে। রাণু স্বামীকে ভালবাসার কথা একটাও বলেনি, তবু নবদম্পতির গোপন ভালবাসা গেঁয়ো মহিলাদের মতো চৌকিখানা ক্যারক্যার আওয়াজ করে প্রকাশ করতেই তৎপর ছিল যেন। যেমন বাড়িঘর, তেমনি এ বাড়ির কাঁচা পায়খানা এবং বাঁশের ভাঙা বেড়ায় ঘেরা কলতলার গোসলখানা। দিনেরবেলা পায়খানা যেতে লজ্জা করে। গোসল করার সময় কলতলায় জামাকাপড় ছাড়া যায় না। বাড়ির এইসব দারিদ্র্য ও নোংরা পরিবেশ ঢেকে কয়েকটি বড় বড় গাছ ছায়া ও সৌন্দর্য বাড়িয়েছে বলে রক্ষা। কিন্তু উঠানের কোণে গাছের ছায়ায় পিড়িতে বসে বাতাস খাওয়া বা শ্বশুরকুলের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে গল্প করার মন ছিল না রাণুর।

স্বামী-বাড়ির লোকজনকে আপন করে নেয়ার দায়িত্ব দিয়ে ঢাকা চলে যাওয়ার পরই রাণু বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। নডবড়ে চৌকিখান হয়ে উঠল তার প্রধান আশ্রয়। নতুন বউ কারো সঙ্গে কথা বলে না, খেতে দিলেও খেতে চায় না, হাসে না, সাজে না, সারা দিন শুধু বিছানায় শুয়ে থাকে। নতুন বউকে দেখার জন্যে পাড়াপড়শী মহিলারা আসে, বউয়ের রূপের প্রশংসা ও শুভকামনায় মুখর হয়ে ওঠে, কতো কী জানতেও চায় তারা, কিন্তু রাণু বোবা সেজে থাকে। কারো সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ পর্যন্ত দেখায় না।

নববধূর এরূপ আদব-লেহাজ দেখে গ্রামের মেয়েরা আড়ালে বিরূপ মন্তব্য করে। বিছানায় শুয়ে থেকেও অনেক কথা কানে আসে রাণুর।

ও সোলায়মানের মাও, তোমার নয়া বউ কথা ক্যানে কয় না? বোবা নাকি? তশিলদারের বেটি মনে হয় তোমার গ্রামের বাড়ির ভাত খাবার নয়।

BanglaBook.org

বিয়ার পানি গায়ে পড়তে না পড়তে ভাতার ফেলায় থুইয়া ঢাকা পালাইছে.... তারই জন্যে গোস্বা করি চুপচাপ শুতি আছে বাহে.... তা তশিলদার জামাইকে ডিমান্ড দিল কী কী? নয়া কইনা সাথে আনছে কী কী?....

কান খাড়া রেখে রাণু বুঝতে পারে, ছেলের পছন্দ করা বউয়ের বিরুদ্ধে শ্বশুর-শাশুড়ি প্রকাশ্যে বিরূপ মন্তব্য করে না। কিন্তু আড়ালে তাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কী কানাকানি হয়, কান খাড়া না রেখেও স্পষ্ট যেন শুনতে পায় রাণু। সামনা সামনি অবশ্য নতুন বউকে তুষ্ট রাখতেই তৎপর সবাই। খাওয়ার সময় হলে শাশুড়ি নিজে এসে হাত ধরে টানাটানি করে, তখন না উঠে পারে না রাণু। নানি-শাশুড়ি এসে ঠাট্টা রসিকতা করে নববধূর মন চাঙ্গা করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাণু কিছুতেই সহজ হতে পারে না।

স্বামী চলে যাওয়ার পর রাতে তার জায়গায় ননদ শুয়ে ভাবীকে পাহারা দেয়। সেও রাতে একান্তে জানতে চায়, কী হয়েছে ভাবী? আমাদের বাড়ি পছন্দ হয় নাই? নাকি ভাই চলে গেছে বলে মন খারাপ? নাকি বাড়ির কথা ভুলতে পারো না বলে সব সময় মুখ গোমড়া করে থাকো?

তোমার ভাই কবে আসবে?

কবে আসবে, তা কি তোমার কাছে ভালো করে বলে যায় নাই?

বলেছে তো ছুটি পেলে আসবে। কবে ছুটি পাবে?

ননদের সন্দেহ থাকে না যে, স্বামীর বিরহেই নতুন বউয়ের এই দশা। ভাবীর গায়ে খোঁচা দিয়ে বলেছিল, তিন দিনের মিলনে আমাদের ভাইয়ের প্রতি এত মহব্বত জন্মে গেছে ভাবী!

রাণু ভেবেছিল, স্বামী এবার ফিরে এলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে। কিন্তু ননদের খোঁচা খেয়ে স্বামী ফিরে আসা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করেনি। কঠিন গলায় নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিল।

স্বামীকে ভাল না বেসে কাকে বাসব? তোমার ভাইকে ছাড়া আমি এ বাড়িতে থাকতে পারবো না। হয় সে আমাকে ঢাকায় নিয়ে যাবে, না হলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতেই থাকবে। তোমার ভাই দুটার একটা না করা পর্যন্ত এ বাড়িতে আর থাকব না আমি।

ননদ লাইলি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। নতুন বউয়ের এরকম প্রতিজ্ঞার কারণ ও উৎস আবিষ্কার করাটা তার একক মাথায় কুলায়নি। ভোরে উঠেই বাবা-মায়ের কাছে বলে দিয়েছিল, ঢাকায় না নিয়ে গেলে তশিলদারের বেটি এ বাড়িতে

BanglaBook.org

থাকবে না, এ বাড়ির ভাতও খাবে না। সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছে।

পরদিন শ্বশুর-শাশুড়ি বউয়ের মান ভাঙাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। মুরব্বী আত্মীয়স্বজনকে দিয়েও বুঝিয়েছে। রাণুকে বোঝানোর জন্যে ঘরে যেন সালিশ বসেছিল। শেষে ঝগড়াটে গলায় শাশুড়ি তার ক্ষোভ-দুঃখ প্রকাশ করেছে।

ছি ছি! বিয়ে হইতে না হইতেই শ্বশুর-শাশুড়িকে ঝাঁটার বাড়ি দিলেন বাহে তশিলদারের বেটি! হামার চাকরানদার বেটাকে কাড়ি নেওয়ার বুদ্ধি দিয়া তোমার বাপ-মাও কি তোমাকে এ বাড়িতে পাঠায় দিছে ?

ঝগড়া করার কোনো মানসিক প্রস্তুতি ছিল না নতুন বউয়ের। তবে নীরব থাকার কারণেই বোধহয় রাতে ননদকে জানানো সিদ্ধান্তটি ধ্রুব হয়ে উঠেছিল। শ্বশুর নরম গলায় জানতে চেয়েছিল।

ঢাকায় বাসা নেয়ার কথা সোলায়মান কি তোমাকে বলে গেছে? সেই জন্যেই কি তোমার বাবা-মা কোনো জিনিসপত্র দেয় নাই?

জি। বিয়ের আগেই আপনার ছেলে তো আব্বাকে কথা দিয়েছে, আমাকে নিয়ে ঢাকায় থাকবে। বিয়ের আগেও অনেকদিন আমি টাউনে আপার বাসায় ছিলাম। তাছাড়া আমাদের বাড়ির পরিবেশও তো অনেকটা টাউনের মতো। এরকম গ্রামে আমি থাকতে পারব না বলেই তো ঢাকায় চাকরিকরা ছেলেকে বাবা পছন্দ করেছে।

কিন্তু এখনই তোমরা ঢাকায় আলাদা সংসার ফাঁদলে সোলায়মান কি বাড়িতে একটা টাকাও পাঠাতে পারবে আর?

সেটা আপনাদের ছেলে ভালো জানে।

নতুন বউয়ের ভদ্রলোকী জবাব ও শহুরে চাল দেখে আরো ক্ষেপে গিয়েছিল শাশুড়ি। রাণুর বাবা-মাকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করেনি।

তোমার তশিলদার বাপ খালি হামার বেটার ঢাকার চাকরিখান দেখিছে। বেটাকে কাঁয় জন্ম দিছে সেটা দেখে নাই? কারা কষ্ট করি লেখাপড়া শেখায় মানুষ করিছে, সে কথা ভাবে নাই? একটা টাকা ডিমান্ড না দিয়াও তৈরি করা বেটার ওপর ষোল আনা হক খাটাইতে চায়! অতো সহজ না, হামার সোলায়মান সেই জাতের মানুষ না। আসুক এবার বাড়ি, ও লাইলি, একখান চিঠি পাঠায় দে তুই।

পুত্র ও পুত্রবধূর ওপর সকল অসন্তোষ ঝেড়ে ফেলার জন্যে রাণুর শ্বশুর তার স্ত্রীর ওপরই গর্জে উঠেছিল, চোপ। পরের মেয়ের সাথে ঝগড়া করে কী লাভ? তোর বেটা নিজের পছন্দে বিয়া করিছে। বউকে নিয়া সে জাহান্নামে থাকুক, আর স্বর্গে

BanglaBook.org

যাউক, হামার কিছু বলার নেই।

নতুন বউয়ের সঙ্গে বাবা-মায়ের ঝগড়া থামিয়ে বাড়ির পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখার জন্যে ননদ-দেবরসহ পাড়াপড়শীর ভূমিকায় বাড়িতে উত্তেজনা কোলাহল বেড়ে গিয়েছিল আরো। পালাবার কোনো পথ না পেয়ে বিছানায় মুখ লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল রাণু।

বিকেলে রাণুর ছোট ভাই এসেছিল বোনকে দেখতে এবং নাইওর নেয়ার কথা বলতে। সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে বেঁধে দুই হাঁড়ি মিষ্টি এনেছিল সে। কিন্তু ভাইয়ের আগমনে সম্পর্কের কোনো উন্নতি ঘটেনি। স্বামীর ছুটির অপেক্ষা কিংবা শ্বশুর-শাশুড়ির মতামতের তোয়াক্কা করেনি রাণু। ভাইকে দিয়ে রিক্সা ভাড়া করে এনেছিল। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে রিক্সায় উঠে বসেছিল সে।

রাণুর অভিমানী কৃষক শ্বশুর মিষ্টির হাঁড়ি দুটি পুতরার কাছে ফেরত দিয়ে বলেছিল, এগুলি ফেরত নিয়া যাও বাহে। তোমার বাপকে বলেন, শিক্ষিত ভদ্রলোকের মিষ্টি খাওয়ার যোগ্যতা হামার নাই।

বোনের কান্না ও অসুখী চেহারা দেখে ছোট ভাইয়ের মেজাজ তো খারাপ হয়েই ছিল। তৎক্ষণাৎ পাল্টা আক্রমণ করেছিল সে।

নিজেদের যখন খাওয়ার যোগ্যতা নই, তা হইলে গ্রামের ফকিরমিসকিনকে বিলায় দ্যান তাওই সাহেব।

চাষা লোকটা তখন রাগ-অভিমান আর সামলাতে পারেনি। মিষ্টির হাঁড়ি মাটিতে আছাড় দিয়েছিল। রাণুর বিয়ের স্বপ্ন-সাধ নয় শুধু, সেই মুহূর্তে গোটা বুকখানাই ভেঙে চুরমার হয়েছিল যেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি ফেরার পথে এক ফোঁটা চোখের জল ঝরায়নি সে।

বিয়ের পর বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় যে-কান্নাটা বুক ভেঙে দিয়েছিল, বাড়িতে ফিরে আসার পরও সেই কান্নাটাই হয়ে উঠেছিল রাণুর গোপন সঙ্গী। বাড়ি এবং বাড়ির লোকজনের প্রতি যে অধিকার বোধ ছিল আগে, বিবাহ নামক দুর্ঘটনাটি যেন সেই বোধ দুর্বল করে দিয়েছে। নতুন জামাই ও শ্বশুরবাড়ির বদনাম নানাভাবে করার পরও মা একসময় রাণুর বিরুদ্ধে কথা বলেছিল।

জামাইকে হাতের মুঠোয় আনার আগে শাশুর-শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করাটা তোর উচিত হয়নি। এখন জামাই যদি বাবামায়ের পক্ষ নেয়, তোকে নিতে আর এ বাড়িতে না আসে, তখন? বিয়েশাদি কি ছেলের হাতের মোয়া? বিয়ে হতে না হতেই

BanglaBook.org

বিয়ে ভাঙলে সেই মেয়েকে আবার বিয়ে করবে কেউ?

মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবা-মায়ের উদ্বেগ দেখে রাণু অনেক সময় ঢাকা পালিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছে। প্রেমিক মুরাদকে যদি খুঁজে না পায়, খুঁজে পাওয়ার পরেও যদি সে রাণুকে আশ্রয় না দেয়, তবে বড় লোকদের বাসায় কাজের ঝি হয়ে থাকবে সে। শ্বশুরবাড়িতে আবার ফিরে যাওয়ার কষ্টের চেয়ে ঢাকায় পালাবার কল্পনাও রাণুর কাছে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ও সান্ত্বনাদায়ক হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই, স্বামীসহবাসের তিক্ত স্মৃতির ফসল গর্ভে অনুভব করতে শুরু করেছিল সে। তখন স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষা ছাড়া আর করার কিছু ছিল না রাণুর।

চিঠি লিখে কিংবা সোলায়মানকে বাড়িতে ডেকে এনে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছেলের কাছে বউয়ের নামে কতো কী কথা লাগিয়েছে, রাণু জানে না। শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ আসেনি তাকে দেখতে। সোলায়মান শ্বশুরবাড়ির ঠিকানায় রাণুকে একটাও চিঠি লেখেনি। রাণুরও ইচ্ছে হয়নি লিখতে। অবশেষে রহমান তহশিলদার নিজে চিঠি লিখেছিল জামাইবাবাজিকে, রাণু অসুস্থ। তুমি অন্তত দুই দিনের ছুটি নিয়ে একবার এসে দেখে যাও।

তিনমাস পর এক সন্ধ্যায় সাইকেলে চেপে সোলায়মান মিষ্টির প্যাকেট ও নতুন শাড়ি নিয়ে প্রথম শ্বশুর বাড়ি এসেছিল। তবে সরাসরি ঢাকা থেকে নয়, বাড়ি থেকেই এসেছিল সে। তহশিলদার বাড়িতে ছিল না। কিন্তু নতুন জামাইকে বাড়িতে স্বাগত জানাবার জন্যে বাড়িতে টেলিভিশন দেখা ভিড় ছিল। টিভি বন্ধ করে দেয়ায় জামাইকে ঘিরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সবাই।

রাতে নতুন জামাইয়ের জন্যে মা-ভাই-বোন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের জামাই-আদর ও আপ্যায়ন শেষ হওয়ার আগে রাণু দেখা করেনি স্বামীর সঙ্গে। রাত্রিবাস করার প্রস্তুতি নিয়েই সম্ভবত সন্ধেবেলা এসেছিল জামাই। রাণুর মা বড় ঘরে মেয়ে জামাই-এর থাকার ব্যাবস্থা করে দিয়ে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভিন্নঘরে শুয়েছিল। মা মেয়েকে চুপিচুপি পরামর্শ দিয়েছিল, যেমন করেই হোক জামাইকে ঢাকায় বাসা নেয়ার ব্যাপারে রাজি করাবি আজ।

ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে রাণু স্বামীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল।

স্ত্রীর সমস্ত অপরাধ মুহূর্তেই ক্ষমা করে দিয়েছিল সোলায়মান। নিজেও কান্নার গলায় কথা বলেছে, আব্বা লিখেছে তুমি অসুস্থ। শুনে আর স্থির থাকতে পারিনি। সব বাধা ডিঙিয়ে আজ ছুটে এসেছি। এখানে এসে শুনলাম তুমি ভালই আছো। কি

BanglaBook.org

হয়েছিল তোমার?

তোমাকে ছাড়া আমি একদিনও আর একা থাকতে পারবো না। বাপের বাড়িতেও না, শ্বশুরবাড়িতেও না।

রাণুর কান্নাভেজা শপথবাণীতে ভালবাসার প্লাবন দেখে অভিভূত সোলায়মান সান্ত্বনা দিয়েছিল বউকে, পাগলী! আমাকে যা খুশি যত খুশি বলো, কিন্তু ভালবাসার কথা প্রকাশ্যে এভাবে বলে কেউ? এসব বলেই তো বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছো।

এরপর প্রথম রাতের মতো সোলায়মান বাড়ির পরিস্থিতি এবং বিয়ের পর ঢাকায় নিজের দুর্বিসহ একাকিত্বের বয়ান দিতে শুরু করেছিল, যা রাণুও বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেনি। চোখ মুছে, স্বামীর দিকে সরাসরি তাকিয়ে ভারি গলায় ঘোষণা করেছিল, শোনো, তুমি যদি আমাকে ঢাকায় নিয়ে না যাও, আমার পেটে তোমার সন্তানকে নিয়েই আমি আত্মহত্যা করবো। এই আমার শেষ কথা।

অতপর পেটের সন্তানকে ছুঁয়ে কথা দেয়া ছাড়া নতুন করে শুরু করার মতো আর কোনো পথ খুঁজে পায়নি সোলায়মান।

বিজয়ের আনন্দে স্বামীকে সেই রাতে প্রথম ভালবাসার চেষ্টা করেছিল রাণু।

৯.

অবশেষে ছয়মাসী শিশুকে কোলে নিয়ে রাণু স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় যেদিন প্রথম এলো, সেদিনটি তার জীবনে নিশ্চয় স্মরণীয়। বিয়ের আগেও প্রেমিক মুরাদের হাত ধরে সে এই শহরে পালাবার কথা ভেবেছিল। এই শহরে থাকতে পারবে বলেই সম্পূর্ণ অচেনা অজানা একটি মানুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করতে দ্বিধা করেনি। বিয়ের পর একটানা দেড় বছরের অপেক্ষায় গ্রামে থেকে অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে। অবশেষে ট্রেনে বসে রাতের আলোকমালা শোভিত ঢাকা শহর দেখে রাণুর মনে হলো, সত্যই যেন স্বপ্নের জগতে পৌঁছে গেছে সে। এখন থেকে সে এই আলোকোজ্জ্বল কোলাহলমুখর নগরীর অংশ। এই শহরের কোথায় কোন নিভৃতে তার হারানো প্রেমিক লুকিয়ে আছে, রাণু জানে না। তবু যেন তার সঙ্গে দেখা হওয়ার রোমাঞ্চ বুকের ভেতর শিরশির জেগে ওঠে।

ভাড়া-বাসাটির বর্ণনা সোলায়মান যেরকম দিয়েছিল, রুমটা সেরকম হলেও

BanglaBook.org

চারপাশের পরিবেশটা রাণুর কল্পনার বিপরীত। একটুও খোলা জায়গা নেই কোথাও। অনেকগুলি ঘর নিয়ে বস্তির মতো একটা বাড়ি। ভেতরে তিন রুম বিশিষ্ট লম্বা ঘরটির একটি মাত্র রুম, সোলায়মানের বাসা, রাণুর নতুন সংসার। অন্য দুইটি রুমে আরো দু'জন ভাড়াটিয়ার পৃথক ঘর-সংসার। তবে তিন ঘর ভাড়াটিয়ার জন্যে রান্নাঘর ও গোসলখানা একটাই। লম্বা ঘরটার সামনে বাড়িঅলার আলাদা বাড়ি, পেছনে একটি দোতলা। বাড়ির ভেতরে নিজস্ব বলতে শুধু ঘরটাই। মেঝে পাকা, দেয়ালে হলুদ রঙ, উপরে টিনের চালা। মাসিক আট শ' টাকায় এর চেয়ে ভাল বাসা সোলায়মান নাকি আর খুঁজে পায়নি।

ঘর গোছানোর আগে নতুন ভাড়াটিয়াকে স্বাগত জানাতে বাড়িঅলি ও পাশের সহভাড়াটিয়া পরিবার ঘরে উঁকি দেয়। এতোদিন অপেক্ষা করে রাণু স্বামীর কাছে একটি নতুন খাট ও আলনা পেয়েছে মাত্র। রাণু অস্বস্তি নিয়েও অতিথিদের ঘরে স্বাগত জানিয়ে বলে, আপনাদের কোথায় বসতে দেই? বসেন খাটে বসেন।

বাড়িঅলি জবাব দেয়, বসতে আসিনি মা। এমনি তোমাকে দেখতে আসলাম। ভাড়াটিয়ারা হইল আমার নিজের পরিবারের মতো।

পাশের ঘরের অনির মা হেসে জবাব দেয়, হ খালাআম্মা, আপনারে তো আমরা নিজের খালাই ভাবি। আপনিও তাই ভাববেন আপা।

প্রতিবেশীরা চলে যাওয়ার পর সোলায়মান ঘরের বাইরের যৌথ রান্নাঘর, বাথরুম, পায়খানা চিনিয়ে দিল বউকে। রান্নাঘরে গ্যাসের চুলায় রান্না বসিয়েছিল অনির মা। রাণুকে চুলা ছেড়ে দেয়ার জন্যে আগাম বলল, আপা রান্না বসাবেন? আসেন, আমার হয়ে গেছে।

বউয়ের হয়ে সোলায়মান জবাব দিল, ঢাকায় আমাদের নতুন সংসার, সব কিছু গুছিয়ে নিতে তো কয়দিন সময় লাগবে রাণুর। তবু রাতে কোনোরকম একটু ভর্তা-ভাত করে খাবো আর কী। রাণু তুমি ঘর গোছাও, আমি একটু দোকান থেকে ঘুরে আসি। দেখি চালডাল কী পাই। কাল সকালে সব বাজার করব।

ঘনিষ্ঠ পড়শী অনির মা বাধা দিয়ে বলল, এতদূর জার্নি করে এসে আপনাকে এতো রাতে বাজার ছোটাছুটি করতে হবে না ভাই। চালডাল হাঁড়িপাতিল কোনোটারই অভাব নেই আমার ঘরে। আসেন আপা, আমার ঘরে আসেন। অনির আব্বা অফিস থেকে আসেনি এখনও। বড় সাহেবের সঙ্গে ডিউটি করে তো, উনি যতক্ষণ অফিস করে তাকেও থাকতে হয়।

মিশুক বউটিকে ভাল লাগে রাণুর। প্রায় সমবয়সী, একমাত্র ছেলেটি তার মেয়ের চেয়েও বছর খানেকের বড়, কিন্তু সংসারে সমৃদ্ধি শতগুণ বেশি। একই

BanglaBook.org

ছাদের নিচে সমান মাপের ও সমান ভাড়ার ঘর হলেও, অনির মায়ের ঘর ভরা জিনিসপত্র দেখে অবাক লাগে রাণুর। টিভি চলছিল। এ ছাড়া খাট, স্টিল আলমারি, শোকেস, আলনা, নানারকম হাঁড়িপাতিল – সবকিছুই ঝকঝকে, দোকানের মতো সাজানো। রাণুর সংসারে এতো জিনিসপত্র কবে হবে, আদৌ হবে কিনা কোনোদিন – কে জানে। গোপন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বউটার প্রশংসা করল রাণু।

আপা আপনি মনে হয় খুব সংসারী। খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছেন সব।

গরিবের ঘর সংসার! খালার বাসায় গেলে নিজের ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। বাড়িঅলি খালার কথা কই না আপা, আমার এক খালা আছে, প্রায় কোটিপতি বড়লোক।

অতো বড় লোক সম্পর্কে আগ্রহ দেখাতেও ভয় পেল রাণু। সে বরং নিকট পড়শীদের সম্পর্কে কৌতূহল দেখায়, আপনার পাশের ঘরে কে থাকে? কাউকে দেখি না যে!

অনির মা ঠোঁট টিপে হেসে জবাব দিল, ওই ঘরের গার্মেন্টস মাগীর কাণ্ডকীর্তি কয়দিন বাদে নিজের চোখে দেখবেন আপা। আমি আগাম কিছু বলতে চাই না।

অনির মায়ের চাল, আলু ধার নিয়ে ভাত বসাল রাণু। গ্যাসের চুলা সর্বক্ষণ জ্বলছে। টেপ ঘোরালেই পানি। এর আগে বোনের বাসায় থাকলেও গ্যাস ও পানির সুবিধা ছিল না সেখানে।

টেপ ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছে মতো হাতমুখ ধোয়ার সময় অনির মা এসে আবার বাধা দিল, এই আপা, এভাবে কল ছেড়ে দিয়ে হাতমুখ ধোবেন না। বাড়িঅলি ছুটে আসবে এক্ষুণি। যা কৃপণের বাচ্চা। ভাড়াটিয়াদের নিজের পরিবারের মতো দেখে কী আর এমনি এমনি। বাল্‌তিতে পানি ভরে কাজ করেন।

ভর্তা-ভাতের সঙ্গে অনির মায়ের দেয়া ইলিশ মাছের ঝোল মেখে নিজের সংসারে প্রথম খাবার খেয়ে সোলায়মান তৃপ্তির সঙ্গে বলল, আমি তো ভেবেছিলাম রাতে হোটেলের খাবার এনে খাবো। তুমি আছো বলেই অন্তত বিশটা টাকা বাঁচলো, খেয়ে তৃপ্তিও হলো অনেক।

এখনই তৃপ্তির এতো কী হলো? তুমি বলেছো, সবকিছু কিনেছো। কিন্তু রুটি করার পিড়া, বেলনা, তাওয়া, শিলপাটা, বটি– এসব কই? কাল বাজারে গেলে এসবও নিয়ে আসবে। অনির মায়ের ঘর দেখেছো? তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে। এরই মধ্যে সংসার কীরকম ভরিয়ে ফেলেছে দেখো।

ও বেটা করে টাইপিস্টের চাকরি, আমার চেয়েও এক গ্রেড নিচে। অফিসে

BanglaBook.org

ঘুষ না পাক, চুরি বাটপারির বিদ্যা বোধহয় ভালই জানে। না হলে এতো জিনিস করে কী করে?

আচ্ছা, আরেকটা ঘরে কে থাকে? অনির মা তাদের কথা শুনে হাসল কেন?

বউটা গার্মেন্টস-এ চাকরি করে শুনেছি, স্বামীটাও বোধহয় কোন দোকানে চাকরি করে। সারাদিন ঘরে তালা থাকে। ওরা বাসায় কম থাকলে আমাদের বরং সুবিধাই হবে। তবে, অনির মাকে অতো পাত্তা দেবে না। বউটাকে সুবিধার মনে হয় না আমার। বেশি কথা বলে ।

তবু ভাল যে, তুমি অফিসে গেলে কথা বলার একজন মানুষ পাওয়া যাবে।

১০.

টিটোর বাবা সোলায়মান ও অনির বাবা আনোয়ার – দু'জনেরই একই সময়ে অফিস। দু'জনেরই প্রায় একই সময়ে বাথরুম যাওয়ার প্রয়োজন হয়। একজন ঢুকলে আরেকজন অপেক্ষা করে। রান্না ঘরে তখন তিন ঘরেরই রান্নার আয়োজন। গার্মেন্টেস-এর মেয়ে আকলিমা সবচেয়ে ভোরে উঠে চুলা দখল করে। একদিন তার ভাতের পাতিল নামিয়ে দিয়ে অনির মা চুলায় তাওয়া বসিয়ে দিলে মেয়েটি ঝগড়াটে গলায় বলে, আপনার লগে লাগার ভয়ে এতো ভোরে উইঠা রান্না বহাই। তাও আমার পিছে লাগেন ক্যা? এই যে, ভাড়া কি আমি আপনার চাইয়া কম দেই?

নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার গরজে আকলিমা ছুটে এসে তাওয়া নামিয়ে দিয়ে নিজের ভাতের পাতিল চুলায় বসিয়ে দেয় আবার।

রাণুকে সাক্ষী মেনে অনির আম্মু বলে, আপা দেখলেন, দুইটা রুটি ভাজতে কতক্ষণ লাগে? অনির আব্বা আজ তাড়াতাড়ি অফিস যাবে বলে তাড়াহুড়া করছি। আর কীরকম ব্যবহার করল দেখলেন।

আপনার সাহেবের অফিস আছে, আমাগোরে অপিস-ফ্যাক্টরী নাই?

ফ্যাক্টরিতে গিয়া কী কাম করো মাগী জানা আছে আমার। আরো যদি সরকারি অফিসের পিয়ন-চাপরাশির চাকরিও করত মাগী, পা মনে হয় মাটিতে পড়ত না।

এই যে, সক্কালবেলা মেজাজ খারাপ করাইয়েন না কইলাম। আপনার খাই না পড়ি? এতো কথা হোনান ক্যা?

BanglaBook.org

রাণু ঝগড়াটা বাড়তে না দেয়ার জন্যে তড়িঘড়ি অনির মাকে রান্নাঘর থেকে টেনে নিয়ে যায়।

বাড়ির পুরুষ তিনজন ও গার্মেন্টস-এর আকলিমা একে একে কাজে চলে যাওয়ার পর বাথরুম ও রান্নাঘর ব্যবহার নিয়ে দুই তরুণী মাতার মধ্যে কোনোরকম প্রতিযোগিতা থাকে না। বরং সহযোগিতাই থাকে বেশি। দু'জন রান্নাঘরে বা শোবার ঘরে সইয়ের মতো গল্পগুজব করে সময় কাটায়। নিজের টিভি নেই বলে রাণু অনির মা হামিদার ঘরে বসে টিভি দেখে।

গার্মেন্টস-এর আকলিমা টিফিন বাটি হাতে বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর হামিদা সেদিন সকাল বেলাতেই গল্পের আসর শুরু করে তাকে নিয়ে। হামিদা নিশ্চিত যে, আকলিমার স্বামী আসলে তার স্বামী নয়, ব্যবসার পার্টনার। ঘর ভাড়া নেয়ার জন্যে স্বামী সাজিয়ে তাকে ঘরে জায়গা দিয়েছে। কিন্তু একদিন রাত্রিবেলা অন্য পুরুষকেও ঘরে ঢুকতে দেখেছে হামিদা। আর একদিন বাথরুমের দরজা না লাগিয়েই সে ভেজা কাপড় ছাড়ছিল, ঠিক সেই সময়ে বাথরুম ফাঁকা মনে করে দরজা ধাক্কা দিয়েছিল অনির আব্বা। শরম পাওয়া দূরে থাক, বেশ্যা মাগীটা নাকি হেসে চোখ মেরেছিল। হামিদা সেইদিন বাড়িতে না থাকলে যে একটা অঘটন ঘটত, সন্দেহ নেই।

প্রতিবেশী শত্রু সম্পর্কে এইসব ভয়ঙ্কর তথ্য শুনিয়ে হামিদা রাণুকেও সতর্ক করে, আপনার সাহেবকে চোখে চোখে রাখবেন আপা। পুরুষ মানুষের স্বভাব, ফাঁদে পড়ার জন্যে পা বাড়িয়েই থাকে।

হামিদার পরচর্চা কতোটা সত্য, কতোখানি মিথ্যে, রাণু ঠিক বুঝতে পারে না। মিথ্যেবাদী হলেও বউটার সঙ্গে মেলামেশা ও গল্পগুজব না করে সে যাবে কোথায়? ঢাকায় নতুন আসায় অভিজ্ঞ মেয়েটার ওপর অনেক দিক থেকে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সে। শুধু ঘরে নয়, বাইরেও। প্রায় শৈশব থেকে ঢাকায় আছে হামিদা। ঢাকার রাস্তাঘাট এবং সব মার্কেট চেনে সে। কাঁচা বাজার ছাড়া সংসারের প্রতিটি জিনিসপত্র সেই দেখেশুনে কিনেছে।

নিজের সংসার সাজাবার জন্যে বাড়ি থেকে রাণু পাঁচ হাজার টাকা এনেছে। স্বামীর অনুমতি নিয়েই টুকটাক কেনাকাটা করার জন্যে অনির মায়ের সঙ্গে রাণুও একদিন বাইরে বেরুতে শুরু করেছিল। রিক্সা ভাড়া রাণুই দিয়েছে, কিন্তু তাতে লস হয়নি তার। কেনাকাটায় হামিদা বেশ অভিজ্ঞ, দরদাম ও নানাভাবে খেঁচাখেচি করে রাণুর লাভের অংক বাড়াবার জন্যে মেয়েটা চেষ্টার ত্রুটি করে না, ক্লান্তও হয় না সহজে। নিজের কেনাকাটার প্রয়োজনেও রাণুকে সে সঙ্গে নিয়েছে কয়েকদিন।

BanglaBook.org

ছেলেকে কোলে নিয়ে হামিদার সঙ্গে প্রথমদিন বাইরে বেরিয়েই রাণুর চোখ তার গোপন প্রেমিককে খুঁজতে শুরু করেছিল। হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় বুকে যে উথালপাতাল ভয় কিংবা রোমাঞ্চ জেগে উঠেছিল, পাশে থেকেও হামিদা তার কিছু টের পায়নি, টের পেতে দেয়নি রাণু। রাস্তায়, ফুটপাতে কতো অসংখ্য মানুষের চলাফেরা, মার্কেটে কতো শত মানুষের ভিড়, এরমধ্যে থেকে মুরাদ নামে এক যুবকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া কি অসম্ভব কল্পনা? একদিন নিউমার্কেটে ঠিক মুরাদের মতো একজনকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল রাণু, যুবকটিও ঘুরেফিরে রাণুকে দেখছিল। কিন্তু সে মুরাদ ছিল না। হামিদা জানতে চেয়েছিল, কে আপা? চিনি না বলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিল রাণু।

বাসায় ফিরে সেদিনই গোপন প্রেমকে নিজের মধ্যে আর গোপন রাখতে পারেনি রাণু। টিটো ঘুমিয়ে যাওয়ার পর হামিদার ঘরে গিয়েছিল।

আপা, আপনি তো ঢাকা শহরের অনেক কিছু চেনেন মনে হয়। আমার কাছে একটা ঠিকানা আছে, সেই ঠিকানায় আমাকে কি নিয়ে যেতে পারবেন?

কার ঠিকানা আপা? কোনো আত্মীয়?

আত্মীয় ঠিক নয়। আসলে বিয়ের আগে রংপুরে থাকার সময় আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ছেলেটার সঙ্গে আমার ইয়ে মানে, তার আগে কথা দেন আপা, এই কথা আর কাউকে বলবেন না। টিটোর আব্বাও জানে না।

আগ্রহে অনির মায়ের চোখ জ্বল জ্বল করে। উৎসাহ দিয়ে বলে, আপা, বিয়ের আগে প্রেম-প্রীতি সবাই করে। আমারও ছিল। আজকালকার জামানায় কয়টা সতীসাধ্বী মেয়ে স্বামীর ঘর করতে আসে কন। আপনি তো তবু গ্রামে থেকে কিছু লেখাপড়া করেছেন। টাউনে যে মেয়েরা কলেজ-ইউনিভার্সিটি পড়ে, এদের চরিত্র আমার ভালো জানা আছে।

না, সেরকম কিছু নয় আপা। ছেলেটা আমার আপার বাসার পাশের বাড়িতে থাকত, আমাদের জানালা খুললেই দেখা যেত। আমারে চিঠিও দিয়েছিল কয়েকটা। আমি একটারও উত্তর দেই নাই। তা একদিন দুলাভাই আপা তাদের এক বন্ধুর বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল। মাথা ধরেছিল বলে আমি একাই বাসায় ছিলাম। ছেলেটার কী সাহস দেখেন, বাসার পেছনদিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিল।

শ্রোতার কৌতূহল চরমে তুলে রাণু হঠাৎ চুপ হলে, হামিদা তাকে জড়িয়ে অভয় দিয়েছিল, বলেন আপা, আমি গা ছুঁয়ে বলছি কউকে বলব না। আপনি আপনার স্টোরি বলেন, আমিও আজ আমার ঘটনা আপনাকে বলব।

রাণু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আড়াল করেছিল।

BanglaBook.org

বলার আর তেমন কিছু নাই আপা।

খালি বাসায় আপনার মতো সুন্দরী মেয়েরে পাইলে কোনো বেটার মাথা ঠিক থাকে? তারওপর সে ছিল আপনার লাভার। ধরা পড়ছিলেন আপা?

না, সেরকম কিছু হয় নাই। সে আমাকে নিয়ে ঢাকা পালাতে চেয়েছিল। ঢাকায় তার মামার বাড়ি আছে। কিন্তু বেকার মানুষ, আমি সাহস করি নাই। শেষে সে একটা চিঠি দিয়ে ঢাকা চলে এসেছিল। চিঠিতে ঠিকানাও দিয়েছিল। আমাকে চিঠি দিতে বলেছিল। কিন্তু আমি কোনোদিন চিঠি দেইনি। গ্রামের বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। তারপর তো সেখানেই বিয়ে হলো।

তা এখনও তার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন? এখন আর যোগাযোগ করে কী লাভ? টিটোর আব্বা জানতে পারলে সংসারে আগুন লাগবে।

তা ঠিক। আমি সেই জন্যে নিজে যাব না। যাওয়াও ঠিক হবে না। আপনি একদিন গিয়ে শুধু তার খবরটা এনে দেবেন। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, কেমন আছে সে? কী করছে? রিক্সা ভাড়া যা লাগে আমি দিয়ে দেব।

রিক্সা ভাড়া লাগবে না আপা। আমারে ঠিকানাটা দিয়েন, সব খবর আমি একদিনেই যোগাড় করে আনব। আর যদি চান তো, লালু ভাইকে দিয়ে আপনার হারানো লাভারকে আপনার সামনে এনে হাজির করিয়ে দেব।

লালু ভাই কে?

হামিদা মুচকি হেসে ঘনিষ্ঠ সইয়ের মতো তার জীবনের একটি গোপন অধ্যায় বলতে শুরু করেছিল।

যে বড়লোক খালা-খালুর গল্প হামিদা প্রায়ই করে, সেই বাড়িতে তার কৈশোর ও যৌবনের কয়েকটি বছর কেটেছে। হামিদার বিয়ে, বিয়ের জন্যে অনির বাপকে চাকরি দেয়া এবং বিয়ের খরচাপাতি সব তারাই করেছে। কেন করেছে এতোসব? কারণ খালাতো ভাই লালু তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু খালা-খালু যতো বড়লোক হোক, আমার বাপ ছিল গরিব। লেখাপড়া শেখায় নাই। অত বড় লোকের শিক্ষিত ছেলে আমাকে ভালবাসলেও কোনোদিন বিয়া করবে না জানতাম। খালা টের পেলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে বুঝতাম। কিন্তু প্রেম কি ধনী-গরিব পাপ-পূণ্য বোঝে কন। আপনার মতো আমিও লালু ভাইরে প্রাণমন –সবই বিলায় দিছিলাম রে আপা। তারপর ধরা পড়লাম একদিন। খালা সন্দেহ করায়, তাড়াতাড়ি আমার বিয়ার ব্যবস্থা করল। এখনও যদি সেই বাড়িতে বেড়াতে যাই, লালু ভাই যা করে না! আমার ডর করে আপা। ভয়ে এই

BanglaBook.org

বাসার ঠিকানা পর্যন্ত তারে দেই নাই। আপনাকে একদিন নিয়ে যাব নে খালার বাসায়, সবকিছু নিজের চক্ষে দেখলে বুঝবেন, কোন বাড়ির মেয়ে আমি আজ কোথায় পড়ে আছি।

দুর্বল মুহূর্তে একদিন মনের গভীর গোপনীয়তাকে অনাত্মীয় হামিদাকে জানতে দিয়ে মন খচখচ করছিল। পেট-পাতলা মেয়েটি কাউকে বলে দেয় যদি? কিন্তু বিবাহপূর্ব নিজের গোপন প্রেমের কথা বলে হামিদা রাণুকে অনেকটা শঙ্কামুক্ত করেছে। উভয়ের স্বামীকে জানতে না দেয়ার শর্তে, হামিদার খালার বাড়িতে একদিন বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবে সে তাই সানন্দে রাজি হয়েছিল।

হামিদা মিথ্যে বলেনি। এমন বড় লোক আত্মীয় আছে মেয়েটির – শুনেও বিশ্বাস হয়নি। চার তলা বড় বাড়ি। নিচে ছোট বাগান, গাড়ি রাখার ঘরটিও রাণুর ঘরের চেয়ে বড়। নিচে দারোয়ান বা চাকর গোছের একজন হামিদাকে স্বাগত জানায়, কেমন আছো হামিদা? তোমার পোলায় বড় হয়ে গেছে দেখছি।

মেহমান নিয়া আইছি আবদুল চাচা। খালায় আছে বাড়িতে?

খালা বাড়িতে না থাকলেও বাড়ির সবাই চেনে হামিদাকে। কুশলবার্তা জানতে চায় তার। হামিদা যে এ বাড়িরই একজন, সেটা বোঝাতেই যেন রাণুকে গোটা বাসা ঘুরিয়ে দেখায়। কে কোন ঘরে থাকে, তাও বলে দেয়। প্রতিটি ঘরে কতো দামী আসবাবপত্র। এতোদিন টিভির নাটক-সিনেমায় এরকম সুন্দর বাড়ির বাসিন্দাদের বড়লোকী চাল ও ভেতরের দৃশ্য মুগ্ধ চোখে দেখেছে রাণু। কিন্তু আজ বাস্তবে তেমন এক বাড়িতে ঢুকে, সম্পর্কহীনতার কারণেই হয়তো নিজেকে বড্ড ছোট মনে হতে থাকে তার। মাসিক আট শত টাকার ভাড়াটে বাসার তুলনায় এরকম বাসায় হাজার গুণ বেশি সুখসাচ্ছন্দের উপকরণ থাকাই স্বাভাবিক। তবু রাণু স্বাভাবিক ও সাচ্ছন্দ বোধ করে না।

তেতলার একটি ঘরে হামিদার পিছু পিছু উঁকি দিতেই যে যুবকটির সঙ্গে দেখা হয়, সে-ই যে হামিদার গোপন প্রেমিক, পরিচয় দেয়ার আগেই বুঝতে পারে রাণু। টেলিফোনে কথা বলছিল ছেলেটি। কিন্তু চোখ দিয়ে গিলছিল হামিদা এবং সেই সঙ্গে রাণুকেও। ফোন ছেড়ে দিয়ে যুবকটি হামিদার কোলের ছেলেকে টেনে নেয়।

তোর ছেলে দেখছি আমাকে চেনেই না। সঙ্গের এটা কে?

আমার পাশের ঘরে থাকে। বেড়াতে নিয়ে আসলাম। আপনার গল্প অনেক করেছি এই আপাকে।

BanglaBook.org

তা তোর নতুন বাসার ঠিকানাটা দে তো, যাবো মাঝেমধ্যে।

তার আগে আমার ছেলের হাতে দেন কিছু। খালি হাতে মামার কাছ থেকে ফিরে গেলে আপা ভাববে কী?

হামিদার খালাতো ভাই মানিব্যাগ খুলে একশ' টাকার একটা নোট অনির হাতে ধরিয়ে দেয়, আর একটি নোট রাণুর কোলের ছেলের দিকে এগিয়ে দিলে ভয়ে লজ্জায় পিছিয়ে যায় রাণু, না, না, ওকে টাকা দেবেন কেন?

হামিদা উৎসাহ দেয়, নেন আপা, টিটোরে কিছু কিনে দিয়েন।

পুরনো প্রেমিককে বাসার ঠিকানা দিয়ে হামিদা যেন চোখে চোখেও কথা বলে, গেলে দশটার পরে যাবেন।

খালাতো ভাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে হামিদা রাণুকে বাড়ির রান্নাঘর দেখায়। রান্নাঘরে কর্মরত কাজের বুয়া দুটির সঙ্গেও হামিদার বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হামিদা যখন ওদের সঙ্গে কথা বলে, অচেনা এক মহিলাকে এগিয়ে আসতে দেখে রাণুর ভয়-অস্বস্তি বেড়ে যায়। তার উপস্থিতিতে হামিদা ও কাজের বুয়ারাও বেশ তটস্থ হয়ে পড়ে।

ভাল আছেন খালা? বেড়াইতে আসলাম।

তোকে না বলেছি এ বাড়িতে বেড়াতে আসার দরকার নেই। তা সঙ্গের এটি কে? কোলে আবার বাচ্চাও দেখছি।

রাণু যে হামিদার মতো নিরক্ষর নয়, তহশিলদারের মেয়ে, স্বামীও হামিদার স্বামীর চেয়ে এক গ্রেড ওপরে, হামিদা তার এসব পরিচয় না দেয়ায় নিজের কাছে আরো ছোট হয়ে যায় রাণু।

ঢাকায় নতুন আইছে খালা। আমার পাশের ঘরে থাকে।

তা কাজ করবে নাকি? কোলে বাচ্চা, স্বামী নেই?

এবার রাণু আত্মপরিচয় দিতে মুখ খোলে বাধ্য হয়ে।

আমার হাজব্যান্ড সচিবালয়ে চাকরি করে, স্টেনো। হামিদা আপার পাশের বাসা ভাড়া নিয়েছি, উনি নিজেই জোর করে আপনাদের বাসায় বেড়াতে নিয়ে আসলেন।

ও আচ্ছা, তা এখানে কেন? হামিদা ড্রয়িংরুমে নিয়ে বসা। চা টা দিতে বল। বসুন আপনি।

হামিদার সঙ্গে আসায় তাকে কাজের মেয়ের মতো তুচ্ছ ভাবার অপমান

BanglaBook.org

সহজে ভুলতে পারে না রাণু। চায়ের জন্যে অপেক্ষা করে না আর। কোলে টিটোও ছটফট করছিল। ড্রয়িং রুমের এটাসেটা ধরার জন্যে হাত বাড়াচ্ছিল।

আপা, চলেন আমরা ফিরে যাই।

আপনাকে নতুন নিয়া আইছি, এ বাড়ি থেকে আপনারে না খাওয়াইয়া নিয়া গেলে খালা আমারেই বকা দেবে। বসেন, আমি দেখি ফ্রিজে কী আছে। দেখলেন তো, খালার বাড়িতে দুইটা ফ্রিজ, তাও জায়গা হয় না।

হামিদা নিজেই ফ্রিজ খুলে প্লেটে চারটা মিষ্টি, দু' টা আপেল নিয়ে আসে। রাণুর ছেলে খেতে না পারলেও, আপেল হাতে নিয়ে মুখে দেয়ার চেষ্টা করে। এবং পুরো আপেল মুখে ঢোকাতে না পেরে কান্না জুড়ে দেয়।

ফেরার পথে রিক্সায় হামিদার খালাতো ভাইয়ের টাকাটা হামিদার হাতে ফেরত দিতে গেলে সে নেয় না। প্রতিবাদ করে, লালু ভাই আপনার ছেলের হাতে দিয়েছে, আমি নেব কেন? বাসায় তো কিছু বলতে পারলাম না, সে আমাদের বাসায় এলে তাকে দিয়ে আপনার হারানো জিনিস খুঁজে বের করে দেব। কিন্তু কাউকে বলবেন না আপা।

হামিদা জবাব দেয় না। গম্ভীর হয়ে বসে থাকে।

বিকেলে বাড়িওয়ালি খালা ঘরে ডেকে নিয়ে কথায় কথায় জানতে চায়, অনির মায়ের সঙ্গে অতো ঘোরাঘুরি করো। কই গেছিলা?

রাণু চমকে উঠে জবাব দেয়, দরকারি কেনাকেটা করতে ওনার সাথে মার্কেটে যাই খালা। একা তো চিনি না।

তুমি ভালো বংশের মেয়ে। ঐ ছোটলোকটার সাথে বেশি মাখামাখি করো না মা। তোমারে খালার গল্প শোনায় নাই? কোটিপতি বড়লোক খালা। আমারেও কতো যে সেই খালার দেমাক দেখাইলা সেদিন তার খালার বাড়ির কাজের বুয়া বেড়াইতে আইসা সব গুমোড় ফাঁস কইরা গেছে আমার কাছে। কীসের খালা? আসলে ঐ বাড়িতে কাজের ছেমড়ি ছিল। ছোট বেলা থাইকা ঐ বাড়িতে কামকাজ কইরা খাইছে। বাপ নেই। ওরা দয়া কইরা অফিসে আনোয়াররে টাইপিষ্টের চাকরি দিয়া বিয়া দিছে। কিন্তু চালচলন দেখো মাগীর, মনে হয় কোন নবাবজাদীর মাইয়া। ওর থাইকা গার্মেন্টসের মেয়েটা ভালা।

হামিদার খালার বাড়িতে গিয়ে রাণুর মনে একই সন্দেহ জেগেছিল। হামিদার প্রেমিক তাকেও ঘুষ দেয়ায় এবং খালা তাকেও কাজের মেয়ে ভাবায় যে অপমানবোধ ও অনুতাপ জেগেছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে জোরালো গলায়

BanglaBook.org

বাড়িওয়ালিকে সমর্থন দেয় সে, আপনি ঠিকই বলেছেন খালাআম্মা। বলে ভাল করলেন, আমি এখন থেকে সতর্ক থাকব।

১১.

পুরো গরম পড়ার আগেই বাসায় উঠেছিল রাণু। কিন্তু গরম শুরু হওয়ার পরেও নতুন ফ্যান কিনতে পারে না সোলায়মান। পাশের ঘরে ফ্যান ঘোরার বনবন আওয়াজ, কানের মধ্যে কিংবা স্মৃতির মধ্যেও রাণু শুনতে পায়। নিজেদের ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলে বাইরের বাতাস আসার উপায় নেই। জানালা খুলে রাখলে বাড়িঅলার বারান্দা থেকে সবাই তাদের শয়ান দেখতে পাবে। তারওপর আছে চোরের ভয়। আর জানালা খোলা রাখলে বাতাস আসবে কোত্থেকে? বাতাস দেয়ার মতো একটা গাছও নেই। দুর্গন্ধ ছড়ানোর জন্যে আছে একটা ড্রেন, আর অদূরে ময়লার স্তূপ। মিউনিসিপালটির গাড়ি দু'একদিন পর পর ময়লা পরিষ্কার করে নিয়ে যায়, তারপরেও ময়লা ও দুর্গন্ধ কমে না। জানালা সবসময় বন্ধই রাখে রাণু। তা সত্ত্বেও থেকে থেকে ঘরে আসে উৎকট গন্ধ। দুর্গন্ধের সঙ্গে গুমোট গরম শুরু হলে ছেলেকে ঠাণ্ডা করার জন্যে সোলায়মান কোলে নিয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে হাঁটহাটি করে।

রাণু গায়ের জামা খুলে খালি মেঝেতে শুয়ে ঘামে দুর্গন্ধে মাখামাখি হয়েও তিষ্টোতে পারে না। সোলায়মান ছেলেকে মশারির ভেতরে শুইয়ে দিয়ে নিজে বাতাস করতে থাকে।

তুমি আমাদের বাড়িতে রেখে এসো। এই পরিবেশে থেকে ছেলে আমার বড় অসুখবিসুখ ফাঁদাবে।

সোলায়মান এতোদিনে স্ত্রীর ঢাকায় থাকার মোহ ছাড়াতে পেরে বিজয়ীর অহঙ্কার নিয়ে বলে, আগে বলি নাই, ঢাকায় থেকে সুখ পাবে না। বাড়িতে আমাদের কারেন্ট না থাক, গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকলেও গা জুড়ায়। আর এখানে?

তোমার চেয়ে যারা ছোট চাকরি করে, তারাও অনেক আরামে থাকে।

অসৎভাবে যারা রুজী-রোজগার করে, তাদের কথা বাদ দাও। পাশের ঘরেই তো দেখছি। এরকম সুখ টিকবে না গো। দেখে নিও।

রাণু প্রতিবাদ করে না। পাশের ঘরের ব্যাপারে দু'জনই তারা একমত

BanglaBook.org

হয়েছে। হামিদার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে একমত হওয়ার জন্যে বিস্তর পরচর্চা করতে হয়েছে পাশের ঘরের বাসিন্দাদের নিয়ে। দীর্ঘদিন ঘরে-বাইরে মেলামেশা করে হামিদা সম্পর্কে অর্জিত সকল অভিজ্ঞতা স্বামীর কাছে বিস্তারিত বলেছে রাণু। অবশ্য কাজের মেয়ে হামিদার সঙ্গে তার প্রাক্তন মনিবের বাড়িতে যাওয়ার ঘটনাটি স্বীকার করেনি এখনও।

হামিদার খালাতো ভাই একদিন এসেছিল বাসায়। অনিকে রাণুর কাছে রেখে বদ্ধ ঘরে কী কথাবার্তা বলেছে তারা, বিন্দু-বসর্গ না শুনে কিংবা না দেখেও তার বিস্তারিত বিবরণ স্বামীকে দিয়েছে রাণু। বাড়িঅলির মতো সোলায়মানও রাণুকে পরামর্শ দিয়েছে, চরিত্রহীন প্রতিবেশীর সঙ্গে যেন বেশি মেলামেশা না করে।

স্বামী পরামর্শ দেয়ার আগেই অবশ্য রাণু হামিদার ঘরে গিয়ে টিভি দেখা বন্ধ করে দিয়েছে। তার লালু ভাই নাকি রাণুকে নিয়ে একদিন চাইনিজ খাওয়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। শুনে তৎক্ষণাৎ না করে দিয়েছে রাণু। গোপন প্রেমিক মুরাদের ঠিকানা চেয়েছিল, কায়দা করে জবাব দিয়েছে, ঠিকানাটা খুঁজে পাচ্ছি না আপা। থাক, আপনাকে আর খোঁজ করতে হবে না।

দিনে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে হামিদাকে। স্বামী বাসায় থাকলে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখে মানুষটাকে। যাতে তার অবর্তমানে হামিদা কোনো কথা লাগাতে না পারে। কিন্তু তারপরও ভয় কাটে না রাণুর। হামিদার সঙ্গে সঙ্গে বাসাটাও অসহ্য হয়ে উঠেছে। স্বামীকে নতুন বাসা খোঁজার কথা প্রায়ই বলে রাণু। কিন্তু প্রতিবারই সোলায়মানের একই জবাব, কম ভাড়ায় ইনডিপেনডেন্ট ভাল বাসা কোথায় পাবো? একটা না একটা অসুবিধা থাকবেই। সহ্য না করে উপায় কী?

বাচ্চা বিছানায় ঘুমিয়ে যাওয়ার পর সোলায়মান পাখা নিয়ে মেঝেতে নামে। স্ত্রীকে বাতাস দিয়ে তার ঘুম ভাঙাতে চায়।

রাণু ঘুমালে? এতো গরমে ঘুম আসছে তোমার? গরমে অবশ্য মেঝেতে শুলেই আরাম লাগে।

কথা বলতে বলতে স্ত্রীর পাশে শুয়ে পড়ে সোলায়মান। স্বামীকে পাশে শোয়ার অধিকার দিতে নয়, গরমে মানুষটার অসহ্য ছোঁয়া বাচাতেই পাশ ফিরে শোয় রাণু। খালি গা মেঝেতে ঘামের আঁঠায় সেঁটে ছিল যেন, পিঠ তুলতেই জয়েন্ট খুলে যাওয়ার চড়চড় আওয়াজ হলো।

তোমার ঘামের গন্ধটা এতো সুন্দর লাগে না!

ভালো করে ঘ্রাণ নেয়ার জন্যে সোলায়মান ঘনিষ্ঠ হলে তার নিঃশ্বাস পিঠে সুড়সুড়ি দেয়। পাখা রেখে একটা হাত রাণুর বাহুর ওপর রাখতেই অসহ্য

BanglaBook.org

বিরক্তিতে ফেটে পড়ে রাণু।

খবরদার গায়ে হাত দেবে না। সরে শোও।

ঠিক আছে, আমি বাতাস করছি। তুমি ঘুমাও।

বাতাস তো করবেই। ফ্যান কিনতে পারো না। বউ-বাচ্চাকে কষ্ট দিয়ে এখনও নিয়মিত বাড়িতে টাকা পাঠাও। কিন্তু সারা রাত পাখার বাতাস দিয়েও কি বউয়ের যন্ত্রণা দূর করতে পারবে তুমি? সারা জীবনেও পারবে না।

রাণুর কথায় যন্ত্রণার তীব্র হুল ছিল, বিদ্ধ হওয়ায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সোলায়মান। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

নিয়মিত আর কই টাকা দিতে পারি রাণু। লাইলিটা ম্যাট্রিক দিচ্ছে। ওর বিয়েটা দিতে পারলে বাড়ির সাথে আর কোনো সম্পর্ক রাখব না। সরকার নতুন পে-স্কেল দেবে শুনছি। তাছাড়া পার্টটাইম কাজ বা টিউশনী খুঁজছি। রোজগারটা একটু বাড়াতে পারলে প্রথমেই এই পচা বাসাটা বদল করব। তারপর ফ্যান, টিভি, ফার্নিচার সবই আস্তে আস্তে হবে রাণু।

তোমার আস্তে ধীরে সব হতে হতে আমার ছেলে এখানে বাঁচবে না। তুমি আমাদেরকে বাড়িতে রেখে এসো। আব্বার যতদিন চাকরি আছে, আমাদের ফেলে দিতে পারবে না।

রাণু বাপের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছেটি রাগের মাথায় নেয়নি। স্বামীকে তাই শান্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্ত্রীর এ ধরণের শান্ত মেজাজই বরং স্বামীর কষ্ট-অভিমান বাড়ায়। খোঁচামারা জবাব দেয় সে।

আমাকে ছেড়ে একা থাকতে পারবে না বলে কতো কাণ্ডকীর্তি করে ঢাকায় এলে। এখন আবার আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যেতে চাইছো। কিন্তু আমি থাকবো কীভাবে? এখন সংসারী জীবন ভেঙে দিয়ে আবার মেসে ঢুকে মাতারির হাতের রান্না খাবো? তাছাড়া ছেলেকে না দেখে থাকতে পারবো না আমি।

স্বামী-সংসার দুর্বিসহ হয়ে উঠলে ছেলেকে তার বাপের কাছে রেখে রাণু অনেক সময় বাপের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবে, মুরাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবে, আকলিমার সঙ্গে খাতির জমিয়ে গার্মেন্টস-এর চাকরি নেয়ার কথা ভাবে – কিন্তু এরকম ভাবনায় নিজের মুক্তির পথ খুঁজলেও, পা বাড়ানোর মতো নির্ভরযোগ্য মনে হয় না কোনো পথকেই। রাণু তাই চুপ করে থাকে।

হঠাৎ নগ্ন ডান পায়ের উরুতে এমন একটা জিনিস খড়খড় করে তার অস্তিত্ব জানান দেয়, রাণুর মনে হয় তার প্রাণটা বুঝি উরুর মাংস ছিড়ে এক্ষুণি বেরিয়ে

BanglaBook.org

যাবে। উহ্ রে মা-রে – আর্তনাদের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে লাফাতে থাকে সে। সোলায়মান কী হলো প্রশ্ন নিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং লাইট জ্বালায়। তখন রাণুর শাড়িতে লাল তেলাপোকাটা নজরে পড়ে। তেলাপোকার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যেও শাড়ি খুলে ফেলে রাণু, ছটফট করে। সোলায়মান শত্রুকে দেখে হাসে এবং ঝাড়ু দিয়ে শত্রুকে ধাওয়া করতেই খাটের নিচে অদৃশ্য হয়ে যায় সেটি।

তেলাপোকা দেখে ভয়ে এমন চিৎকার করলে! ছি! পাশের ঘরের ওরা শুনলে ভাববে কী?

আমি ভেবেছিলাম সাপ কি বিছা। সত্যি সাপবিচ্ছু কামড়ালেও তো বাঁচতাম। এতো যন্ত্রণা করে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।

চলো এখন খাটে, মশারির ভেতরে শুই। মা-ছেলে দু'জনকেই বাতাস করব এখন বসে বসে।

মৃত্যুকে কামনা করলেও, তেলাপোকার ভয়ে রাণু আর নিচে শোয় না। বালিশ নিয়ে মশারির ভেতর ঢুকে পড়ে। লাইট নিভিয়ে দিয়ে সোলায়মানও পাখা হাতে খাটে ওঠে, কিন্তু স্ত্রীর পথ অনুসরণ করে শুয়ে পড়ে না। কথা মতো শিয়রে বসে বউ ও সন্তানকে বাতাস খাওয়াতে থাকে। লাইট নিভে গেলেও খাটে মিশমিশে কালো অন্ধকার নামে না কখনও। বাড়িঅলার বারান্দার আলোর ছাট ঘরে আসে। বাতাস করতে করতে স্ত্রী-শরীরের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সোলায়মান।

এক বন্ধুর কাছে কিছু টাকা ধার চেয়েছি। পেলে আগামী মাসেই ফ্যানটা কিনে ফেলব রাণু। কিন্তু এরপর টিভির জন্যে অন্তত বছর খানেক বায়না ধরতে পারবে না।

টিভি তোমাকে কিনতেও হবে না। এবার বাড়ি গেলে টিভি কেনার টাকা আব্বার কাছ থেকে নিয়ে আসব আমি।

কিন্তু আব্বাকে কোনো চাপ দিতে পারবে না। চাকরি আর সামান্য জমির ওপর নির্ভর করে অত বড় সংসার চালান। ওনার কষ্টটাও আমি বুঝি।

যে জামাই এক টাকা দেনাপাওনার হিসাব না করে শুধু রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেছে রাণুকে, নিজে টানাপোড়েনের মধ্যে থেকেও যে শ্বশুরের কষ্ট অনুভব করতে পারে, রাত জেগে স্ত্রী-সন্তানকে যে বাতাস দেয়, তাকে এক টানা ঘৃণাও করতে পারে না রাণু। পাখা কেড়ে নিয়ে বলে, থাক, তোমাকে আর বাতাস করতে হবে না। শোও এখন। উহ! পায়ের মাঝখানে তেলাপোকাটা এমন কামড় দিয়েছে, জ্বলছে এখনও।

BanglaBook.org

কোথায় দেখি – বলে সোলায়মান স্ত্রীর নিম্নাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, শাড়ি তুলে হাতও বুলায়। রাণু বাধা দেয় না।

গরমে শরীরে তেলাপোকার চেয়েও স্বামীর অস্তিত্ব প্রবল হয়ে উঠলে রাণু সান্ত্বনা খোঁজে, গ্রামের বাড়ির নড়বড়ে চৌকিখানার মতো নতুন খাটখানা অন্তত বিশ্রী আওয়াজ ছড়ায় না। আর আগামী মাসে সিলিং ফ্যানটা কিনলে স্বামীর অস্তিত্বভার এতো বিরক্তিকর লাগবে না হয়তো। রাণুর ঘর্মাক্ত শরীরের সাথে লেপ্টে যেতে যেতে সোলায়মান গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলে, তোমাকে ছেড়ে আমি আর একা থাকতে পারব না গো।

এক রুমের বাসায় গ্রাম থেকে নিকট-আত্মীয় এলে মেহমানের যেমন অস্বস্তি হয়, রাণুদের অসুবিধা হয় আরো বেশি। তবু চা-নাস্তা খাইয়ে বিদায় দেয়া যায় না সবাইকে। রাণুর বড় দুলাভাই এক কেজি মিষ্টি নিয়ে, অনেক খুঁজে পেতে ছোট ভায়রার বাসায় এসে বাসার চেহারা দেখেই অবশ্য চলে যেতে চেয়েছিল। ঢাকায় নিজের প্রমোশনের তদবির করতে এসেছে। ফেরার সময় রাণুকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। শ্বশুরবাড়ি থেকে বলে দেয়া হয়েছে। এমন ঘনিষ্ট অতিথিকে নিজেদের ভাড়া বাসা থাকতেও হোটেলে থাকতে দেয়া যায় না। সোলায়মান ও রাণু কেউ-ই সম্মত হয় না।

অতএব রাতে ছেলেকে নিয়ে রাণু খাটে, আর দুই ভায়রা মেঝেতে বিছানা পাতে। রাণু ও তার ছেলেকে নিয়ে পরদিন দুলাভাই চলে যাওয়ার আগে, ভোরবেলা ছোট্ট একটি দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রতিদিন ভোরে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে সোলায়মান। নামাজে দাঁড়িয়ে স্বামীর পরিচিত কণ্ঠে সুরা পাঠ শুনেও ঘুম ভাঙেনি রাণুর। কিন্তু হঠাৎ ঠোঁটে বাসি মুখের চুম্বন পেয়ে রাণুর ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে দেখে মশারির ভেতরে দুলাভাই শুয়ারের মতো মুখ বাড়িয়েছে। এক ধাক্কায় মুখখানা মশারির বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার পরেও, রাণুর ভেতরের উথলানো ঘৃণাবোধ বাড়তেই থাকে। এই লোকটার এরকম আচরণের কারণেই বিয়ের আগে তার বাসায় শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেনি রাণু, সহোদর বোনও তাকে চরিত্রহীন বলেছে এবং দুলাভাইয়ের সমর্থন ছিল না বলে মুরাদকেও হারাতে হয়েছে। এই লোকটার সঙ্গে বাড়িতে গেলে স্বামীকেও হয়তো হারাতে হবে। সোলায়মান বাসায় একা থাকলে অনির মা কি তাকে মুরাদেরর গল্প শোনাবে না? যার সঙ্গে এ জীবনে আর চোখের দেখা হবে কিনা সন্দেহ, তার স্মৃতি রাণুর অবর্তমানে জীবন্ত হয়ে উঠে রাণুর সাজানো সংসার

BanglaBook.org

তছনছ করে দেবে, ভাবতেই শিউরে ওঠে সে।

দুলাভাইয়ের সঙ্গে সকালের ট্রেনে বাড়ি যাবে বলে জিনিসপত্র রাতেই গুছিয়ে রেখেছিল রাণু। কিন্তু সকালে উঠে মুখ ধোয়ার আগেই ঘোষণা করে, দুলাভাই আপনার সঙ্গে আমি যাবো না। মাকে বলবেন, টিটোর আব্বাকে নিয়ে একেবারে ঈদের সময় যাবো। আমি গেলে ওর খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে। তাছাড়া আমরা নতুন বাসা খুঁজছি, বাসাটাও তাড়াতাড়ি বদলাতে হবে।

দুলাভাই চমকে উঠেছিল। আর মুখে যাও যাও বললেও, অন্তরে সোলায়মান খুব খুশি হয়েছিল সন্দেহ নেই।

১২.

বিয়ের চার বছর পরে ভাল বাসার সন্ধান করতে গিয়ে পুরনো ভালবাসা রাণুর বুকে ঝড় তুলেছিল এনায়েতের কাছে মুরাদের নাম শুনেই। মুরাদের বাড়ি রংপুরে, ঢাকায় বড় চাকরি করে, হয়তো প্রেম করে ছ্যাক খেয়েছে বলে এখনো বিয়ে করেনি – এনায়েতের কাছে এসব গল্প শুনে রাণুর হারানো প্রেমিক মুরাদের কথা মনে পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এক বাসায় স্বামী ও প্রেমিক দু'জনের সঙ্গে একত্রে বসবাসের দুঃসাহস দেখিয়েছিল কেন?

রাণুর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরও মুরাদ তার প্রেমের রহস্য যেন ধরতে পারেনি। বিয়ে থেকে শুরু করে তার ঢাকায় বসবাসের কাহিনী শুনেও বুঝতে পারেনি, মেয়েটা আসলে কাকে ভালবাসে – স্বামীকে, নাকি হারানো প্রেমিক মুরাদকে? এখন দুই প্রেমিককে ছাপিয়ে রাণুর মন যদি পাতানো ভাইয়ের প্রতি অনুরাগে একাগ্র হয়ে না ওঠে, তা হলে ফাঁকা বাসায় দু'জনের সম্পর্ক নিবিড় হবেই বা কীভাবে?

বিকেল থেকে নিজের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে রাণু। সন্ধ্যায় সে যখন রান্না বসিয়েছে, রাণুর গল্প শোনার অধীর আগ্রহ নিয়ে বারান্দায় বসে ছিল মুরাদ। ঘুম থেকে ওঠার পর টিটোকে নিজে কোলে নিয়ে শান্ত ও খেলায় ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু চোখকান পেতে রেখেছিল রাণুর দিকে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলেছে রাণু। যা সে বলেনি বা বলতে চায়নি, মুরাদ তাও প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করেছে। কল্পনা দিয়েও শূন্যস্থান পূরণ করেছে অনেক ক্ষেত্রে। শ্রোতার আগ্রহের আতিশয্য দেখেই হয়তো-বা ভয় পেয়েছে মেয়েটা। শ্রোতার আগ্রহ কমানোর জন্যে

BanglaBook.org

শেষে শাসনের গলায় বলেছে, আপনি যান তো এখন মুরাদ ভাই নিজের ঘরে, পড়াশুনা করেন গিয়ে। আমিও বাবুকে একটু পড়াই।

নিজের ঘরে একা কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে মুরাদ রাণুর ঘরে যায়। আগে যায়নি কখনও। বিছানায় বসে রাণু টিটোকে পড়ানো, টিভি দেখা, নাকি কোন গোপন ভাবনায় বেশি ব্যস্ত ছিল কে জানে! মুরাদকে নিজেদের ঘরে দেখে যেন ভয় পায় মেয়েটি।

তোমার জীবন-কাহিনী শোনার পর থেকে তোমার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারছি না রাণু।

আপনি তো আমাদের ঘরে আসেন না। রাতে আপনাকে দেখে টিটো তার বাবাকে বলে দিতে পারে। যা চালাক ছেলে!

মামা, তুমি আমাদের ঘরে থাকবে? আব্বু এখানে থাকবে, তুমি এখানে শোবে, আমি আর আম্মু এখানে।

মুরাদ ভাই, আপনি যান তো নিজের ঘরে। আমি একটু পরে টিটোকে নিয়ে আপনার ঘরে যাচ্ছি।

টিটোকে প্রহরীর মতো সঙ্গে নিয়ে রাণু মুরাদের ঘরে আসার পরে সরাসরি কথা বলে মুরাদ।

আচ্ছা রাণু, ধরো আমিই তোমার সেই প্রেমিক মুরাদ, তোমাকে না পাওয়ার জন্যে এখনো বিয়ে করিনি, ভাগ্যচক্রে আবার তোমার সংসারে এসে উঠেছি। ধরো এটাই সত্যি, তা হলে?

রাণু হাসে।

আপনি যে সে নন, আপনাকে দেখার আগেই সেটা সিওর হয়েছিলাম।

তুমি সেই ছেলেটাকে খুব ভালবাসতে না?

ওই আমাকে খুব ভালবেসেছিল মনে হয়। বাড়িতে কেউ রাজি হচ্ছিল না, তাই ঢাকায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

সোলায়মানকে ভালবাস না?

ও আসলে মানুষ খারাপ না। একসঙ্গে সবাইকে খুশি রাখতে চায়, বাবা-মা-বোন এবং বউকেও। কিন্তু ওর সামর্থ্য তো দেখছেন। বউ-বাচ্চার চাহিদা মেটাতে পারে না, কিন্তু বাড়িতে টাকা পাঠায় নিয়মিত। যে বোনকে আনতে গেছে, তার লেখাপড়ার খরচও ওকেই দিতে হবে। আপনি আমার ননদ লাইলিকে বিয়ে করলে ও খুব খুশি হবে মুরাদ ভাই। আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে ওর।

BanglaBook.org

আর তুমি?

বাহ, আমিই তো আসল ঘটক। লাইলিকে আনতে জোর করে ওকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। আপনি এ বিয়েতে রাজি হলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হবো।

রাতের গন্তব্যে পৌঁছতে পারা বিষয়ে মুরাদের আবার সংশয় জাগে। রাণুর স্বামী ও প্রথম প্রেমিকের পাশে পরাস্ত মনে হয় নিজেকে।

তোমার গল্প শোনার আগেই আমি কিন্তু আমার মতামত তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি রাণু।

কী? আমার ননদকে বিয়ে করবেন না?

ননদের চেয়ে তার ভাবীকে আমার পছন্দ হয়েছে। পাত্রী যদি রাণু হতো, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকত না।

ফাঁকা বাসায় রাণুকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার জন্যে মুরাদ ভেতরে ভেতরে এতোটাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা। খুব ভেবেচিন্তে বলেনি। রাণু খুব চমকে উঠেছিল। চোখ বড় করে তাকিয়েছিল মুরাদের দিকে। একই সঙ্গে প্রতিরোধ, ভয় কিংবা খুশি হবার লজ্জা চলকে উঠেছিল চোখেমুখে। জবাব দিয়েছিল ভারি গলায়।

ছি! আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের মতো দেখি। যা সম্ভব নয়, তা ভেবে লাভ আছে? তাছাড়া কী গুণ আছে আমার? বাবার অবস্থা ভালো হলে হয়তো আরো ভালো বর পেতাম। তাছাড়া লেখাপড়া বেশি শিখিনি। লেখাপড়া বেশি জানলে তো কেরাণীর অভাবী সংসারে দাসীগিরি করতে হতো না। নিজেও চাকরি বাকিরি করতে পারতাম। আপনার মতো উচ্চশিক্ষিত বা বেশি বেতনের মানুষের সংসারে গেলে সেখানেও দাসীগিরি করতে হবে।

মুরাদের পিছানোর আর পথ ছিল না। নিজের ভালবাসাকে সত্য প্রমাণ করার জন্যে যুক্তি দিতে শুরু করেছিল সে।

নিজেকে এতো ছোট ভাবো কেন? তুমি সত্যই সুন্দর। প্রথম দিন দেখেই তোমাকে ভীষণ ভাল লেগেছিল। ধরা পড়ার ভয়ে তোমার দিকে ভালো করে তাকাইনি পর্যন্ত।

কম্পিত কণ্ঠে এসব কথা বলার পর ধরা পড়ার ভয় আর ছিল না। মুরাদ রাণুকে স্পর্শ করে সান্ত্বনা ও সাহস দেয়ার জন্যে বিছানা থেকে নামতেই সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। টিটোকে কোলে নিয়ে ছেলের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। চেঁচিয়ে শাসন করেছিল তাকে, আহা কী করছো তুমি। মামার

BanglaBook.org

বই ছিড়ে যাবে তো। চলো, আমাদের ঘরে চলো।

ছেলেকে নিয়ে নিজের ঘরে ছুটে যাওয়ার পর, তার পিছু ধাওয়া করার মতো পাশবিক সাহস হয়নি মুরাদের। নিজের ঘরে গিয়ে রাণু দরজা লাগিয়ে দিয়েছে কিনা সেটুকু জানার সাহস পর্যন্ত হয়নি। সম্ভাব্য দুর্ঘটানার ভয়ে, জামাকাপড় পরে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। যাওয়ার আগে রাণুকে চেঁচিয়ে বলেছিল শুধু, রাণু আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। দরজাটা লাগিয়ে দাও।

সৈকতের বাসায় রুবির সঙ্গে অনেক্ষণ আড্ডা দিয়ে, রাতের খাবারটা ওদের বাসায় সেরে মুরাদ বাসায় ফিরেছিল বেশ রাতে। সোলায়মানের ছোট বোনকে গছাবার মতলবটা অসন্তুষ্ট চিত্তে বন্ধুদের কাছে বলেছে সে। কিন্তু সোলায়মানের বাসায় না থাকার কথাটি জানতে দেয়নি।

বাসায় ফিরতে রাত এগারটা পেরিয়ে যায় মুরাদের।

দরজা খুলে দিয়ে রাণু উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা হুহু করে বমি করে দেয়।

কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? বাসায় আমাকে একলা ফেলে হঠাৎ ওভাবে চলে গেলেন কেন? এদিকে চিন্তায় চিন্তায় আমি অস্থির। টিটোও এতক্ষণ আব্বু কোথায়, মামা কোথায় বলতে বলাতে পাগল করে তুলছিল আমাকে।

মুরাদ মেইন দরজার দুটা সিটকিনি ভালো করে লাগিয়ে দেয়।

কই টিটো, ওর প্রিয় চকলেট আনলাম। ঘুমিয়েছে?

টিভি দেখতে দেখতে এইমাত্র ঘুমাল বোধহয়।

টিটোকে দেখার জন্যে আজ নিজের ঘরে না ঢুকে সরাসরি প্রতিবেশীর ঘরে ঢোকে মুরাদ। টিভিতে তখন রাতের শেষ খবর। টিটো মশারির ভেতরে ঘুমন্ত। তবু ঘুমন্ত টিটোকে আদর করার জন্যে মুরাদ আদুরে গলায় ডাকে, মামা, ঘুমিয়েছো?

ওর যা ঘুম পাতলা। ডাকাডাকি করলেই উঠে আবার বাপের জন্যে কাঁদন জুড়বে। যান, আপনি জামাকাপড় ছেড়ে খেয়ে নিন আগে। আমি তরকারিটা গরম করি একটু।

গভীর রাতে পরস্ত্রীর এইটুকু আদরযত্ন উপভোগের জন্যে মুরাদ বন্ধুর বাসায় খাওয়ার কথা বলে না। খেয়ে এসেছি বললেই হয়তো মেয়েটা এক্ষুণি দরজা দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়বে, মুরাদ তা চায় না। রাণু মুরাদকে নিজের ঘরে রেখেই রান্না ঘরে চলে যায়। আর মুরাদ নিজের ঘরে জামা-কাপড় ছাড়ে। বাড়িতে ঢোকার পর

BanglaBook.org

রাণুকে একা এবং তার জন্যে রাণুর অপেক্ষা-উদ্বেগ দেখে বুক ঢিপঢিপ উত্তেজনাটাও বেড়ে গেছে তার। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই মনে হচ্ছিল, মুরাদের সম্ভাব্য আনন্দ-অভিযান ঠেকাতেই সোলায়মান হয়তো যে কোনো ছুতোয় রাতেই ঘরে ফিরবে কিংবা রাণুই তার পাশে শোয়ার জন্যে কোনো আত্মীয়াকে ডেকে আনবে। এরকম আশঙ্কা থেকেই সরাসরি তাদের ঘরে ঢুকে ঘর পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয়েছে মুরাদ। বিকেলে ও সন্ধ্যায় বাসায় যেমন নির্জনতা ছিল, তার চেয়েও গভীরতর নির্জন স্তব্ধতা নেমেছে এখন। মুরাদের অপেক্ষায় শুধু জেগে আছে রাণু। আসন্ন ঘটনার মুখোমুখি হয়ে মুরাদের বুকে দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজ।

বাথরুমে মুরাদ যখন হাতমুখ ধোয়, রাণু তখন টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে। উদ্বেগ কেটে গেলেও মুখ থমথমে।

আমি এক বন্ধুর বাসায় খেয়ে এসেছি রাণু। জোর করে খাইয়ে দিল। সেই জন্যে দেরি হয়েছে।

আগে বললেন না কেন? তরকারিটা আবার গরম করলাম।

ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে না হয় আবার একটু খেলাম।

আমি অপেক্ষা করে করে টিটোর সঙ্গে খেয়ে নিয়েছি।

সরাসরি নিজের ঘরে আমন্ত্রণ জানাবার আগে মুরাদ তবু খাবার টেবিলে বসে।

থাক, তুমি না খেলে আমিও আর খাবো না।

আপনাকে তখন সব বলে দেয়ার পর আমার খুব খারাপ লাগছে মুরাদ ভাই। কেন জানি না খুব ভয় করছে।

ভয়ের কী আছে!

ও আমাকে খুব বিশ্বাস করে। আপনাকে যে সব আগেই বলেছি, ওকে বুঝতে দেবেন না। এমনকী ও যে বাসায় নেই আজ, তাও বুঝতে দেবেন না।

তোমার প্রস্তাবটা নিয়ে অনেক আলোচনা করতে হবে রাণু। চলো, আমার ঘরে বসেই গল্প করি।

খেয়ে নেন আগে।

মুরাদ তরকারির বাটি থেকে একটা ছোট মাছ নিয়ে মুখে দেয়। রাণুকে চুমু খাওয়ার সময় মুখে গন্ধ হতে পারে ভেবে বলে, সোলায়মান তো মাঝে মাঝে পান-সুপুরি খায় দেখি। ঘরে পানসুপুরি থাকলে বরং একটু দিতে পারো। খেতে ইচ্ছে করছে আজ।

BanglaBook.org

মুরাদ নিজের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করে, বিছানাটা ঝাড়পোছ করে পর্যন্ত, আয়নায় নিজেকে দেখে মাথা আঁচড়ায়। কিন্তু পান নিয়ে রাণু আর আসে না। অগত্যা নিজেই পাশের ঘরের দিকে এগোয় মুরাদ। দরজা বন্ধ। ঘর অন্ধকার। বেশ অপমানিত বোধ করে মুরাদ।

রাণু কি ঘুমিয়ে পড়েছ? তোমার তখনকার প্রস্তাবটা নিয়ে জরুরি কথা ছিল। সোলায়মানের সামনে তো বলতে পারব না। এখনই কথা বলতাম।

দরজা খুলে রাণু কৈফিয়ত দেয়, টিটোর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তাই লাইট নিভিয়ে ওর পাশে শুয়ে পড়েছিলাম।

দরজা খোলা রেখেই রাণু পাশের ঘরে আসে, বলুন কী আপনার জরুরি কথা? বিয়ে করবেন আমার ননদকে?

তুমি যা বলবে তাই হবে। তবে আমি তোমাকে পছন্দ করি। তখন একটুও মিথ্যা বলিনি।

আমার ভীষণ ভয় করছে । ও আমাকে ভীষণ বিশ্বাস করে। ভালোওবাসে। যদি কখনো ও জানতে পায়, আপনাকে সব বলে দিয়েছি, রাতে আপনার ঘরে ঢুকেছি, তা হলে ও আমাকে কখনো ক্ষমা করতে পারবে না।

আমরা না বললে জানবে কী করে? এখন এই বাসায় তুমি-আমি ছাড়া আর তো কোনো জনপ্রাণী জেগে নেই।

ও জানলে কিন্তু আমাকে তালাক দেবে। তখন টিটোকে সহ আমাকে আপনি আশ্রয় দেবেন? আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করুন আগে।

গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করার বদলে তাকে দু'হাতে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে মুরাদ তখনই আশ্রয় দেয়। তারপর নিজের ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় রাণু আর তেমন বাধা দেয়নি।

BanglaBook.org

১৩.

দু'দিন বাদে অফিস থেকে ফিরে বাসায় সোলায়মান ও তার বোনকে দেখেও মুরাদ ছিল নির্বিকার। ভালমন্দ কিছুই জানতে চায়নি। সোলায়মান বাড়ি ছিল কি কোথায় গিয়েছিল তা নিয়ে যেন তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। তার বোনকে বিস্তারিত পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল রাণু।

দেখার আগেই মেয়েটাকে নিজের জীবনসঙ্গী করার সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ খারিজ করেছিল সে সোলায়মানের বোন বা রাণুর ননদ হওয়ার কারণে। দেখার পর সিদ্ধান্ত পাল্টানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে খুব অবাক হয়েছিল সে রাণুর আরচরণ দেখে। প্রকাশ্যে স্বামী-ননদের সামনে মুরাদের কাছে ননদের গুণগান করত, আবার আড়ালে ননদকে যাতে সে বিয়ে না করে – সেই চেষ্টাই ছিল জোরালো।

সপ্তাহ খানেক পর, ছুটির দিনের বিকেলে ননদ লাইলিসহ সেজেগুজে মুরাদের ঘরে এসেছিল রাণু।

মুরাদ ভাই, আমাদের সঙ্গে আজ একটু মার্কেটে যেতে হবে। না করতে পারবেন না।

আহা, আমি কেন? সোলায়মান নেই?

ও বাবুকে নিয়ে বাসায় থাকবে। টিটো সঙ্গে থাকলে শান্তিতে কেনাকাটা করার উপায় নেই। চলুন তো।

রাণুর সঙ্গে নিষিদ্ধ সম্পর্কের খেসারত দিতে গিয়ে অনিচ্ছাতেও, সোলায়মানের বউ ও বোনকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হয়েছিল মুরাদকে। যাওয়ার সময় অবশ্য ননদ-ভাবী এক রিক্সায়, আর মুরাদ ভিন্ন রিক্সায়। গাওছিয়া মার্কেটে গিয়ে বিভিন্ন দোকানে তাদের পিছু ঘোরা ছাড়া মুরাদের কিছু করার ছিল না। রাণু ঘুরে ঘুরে লাইলির জন্যে হাল ফ্যাশানের থ্রি-পিস জামা পছন্দ করছিল, কিন্তু বার বার মতামত চাইছিল মুরাদের, দেখুন তো মুরাদ ভাই, এটা লাইলিকে কেমন মানাবে? প্রতি ক্ষেত্রে, ভালই তো – বলে দায়সারা মন্তব্য করছিল মুরাদ। অবশেষে হাল ফ্যাশানের দুই হাজার টাকা দামের একটি সেট পছন্দ করে বলেছিল, এটাই আসলে সবচেয়ে ভাল হতো। কিন্তু তোর ভাই যে আমাকে অতো টাকা দেয়নি লাইলি।

দোকানের লোকজনের সামনে পুরুষ সঙ্গী হিসেবে দুই রমণীর সঙ্গে থাকার মাশুল দিতেই যেন পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করতে হয়েছিল মুরাদকে। ভাগ্য ভাল যে, মাসের প্রথম সপ্তাহ হওয়ায় মানিব্যাগ পূর্ণ ছিল তখন। রাণু একই পদ্ধতিতে নিজের জন্যে শাড়ি পছন্দ করে মুরাদের মানিব্যাগের স্বাস্থ্য কমিয়েছে। এবারে অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে, এক তারিখের আগে আপনার টাকা কিন্তু শোধ করতে পারব না মুরাদ ভাই।

না,না, ঠিক আছে – বলে আশ্বস্ত করেছিল মুরাদ। ঘন্টা দুয়েক ধরে শত দোকান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, মুরাদের মানিব্যাগের স্বাস্থ্য ক্ষীণতর করেও আপন বড়

BanglaBook.org

ভাই তূল্য মুরাদের ওপর অধিকারবোধ তৃপ্ত হয়নি রাণুর। লাইলিকে একটি দোকানে বসিয়ে রেখেই গোপনে কিছু বলার জন্যে মুরাদকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাইরে।

শুনুন আমি যা করছি, আপনার ভালোর জন্যে করছি। আমি ওকে বলেছি, লাইলি বি.এ. পাশ না করা পর্যন্ত আপনি বিয়ের পাকা কথা দেবেন না। এখন সরাসরি হ্যাঁও করবেন না, নাও করবেন না। লাইলিকে নিয়ে আপনি একটু পার্কে ঘোরাঘুরি করে বাসায় আসবেন। আগামী সপ্তাহেই দেশে পাঠিয়ে দেব ওকে। তখন ওর মারাত্মক একটা খুঁতের কথা ভেঙে বলব । তার আগে পছন্দ যদি হয়ও, ফাইনাল কথা দেবেন না। এখন যান ওর কাছে, ওকে বলবেন আমাকে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি একাই চলে যেতে পারব।

মুরাদ তার ভয়-বিরক্তি চেপে রাখতে পারেনি, চাপা গলায় জানতে চেয়েছিল, তোমার মতলবটা কী রাণু? আমার এসব ভাল লাগছে না।

রাণু হেসে অভয় দিয়েছিল, ভাল না লাগলেও আমার জন্যে এটুকু করতেই হবে। এখন যাও ওর কাছে। আমি গেলাম।

রাণুর নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে চাইলেও, আপাতত লাইলিকে উদ্ধার না করে উপায় ছিল না মুরাদের।

তোমার ভাবী তো বাসা চলে গেল। চলো, আমরা পার্কে একটু ঘোরাফেরা করে বাসায় ফিরব। নাকি?

মেয়েটা খুব অবাক হয়নি, ভয়ও পায়নি। মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছিল। রিক্সায় পাশে বসে খুব আড়ষ্ট বোধ করছিল লাইলি। তার পরপুরুষের ছোঁয়া এড়ানোর চেষ্টা এবং লজ্জা লাইলির শরীর সম্পর্কে সচেতনতা, কৌতূহল এবং খানিকটা আকর্ষণও তৈরি করেছিল বোধহয়। রাণু পার্কে পাঠানোর বদলে রাতে যদি ননদকে মুরাদের ঘরে ঠেলে দিত, তাহলে মেয়েটার প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ বেপরোয়া হতো সন্দেহ নেই। মুরাদের দুর্ভাগ্য, যাকে বলে অক্ষত-যোনি-কুমারী, তেমন মেয়েকে সম্ভোগের সুযোগ এখনো পায়নি। লাইলি সেরকম কুমারী কিনা, পরীক্ষা করতে চাইলে কি রাণু তেমন সুযোগ করে দেবে?

ভেতরে এসব দুঃসাহসী চিন্তা নিয়ে রিক্সায় এবং পার্কে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলছিল মুরাদ।

পার্কে সরাসরি মুরাদের দিকে তাকিয়ে লাইলিই কথা বলেছিল প্রথম, আপনি

BanglaBook.org

কথা বলছেন না যে। আসলে ভাবী মার্কেটে আপনার অতগুলো টাকা খসানোয় আপনার খুব খারাপ লাগছে। তাই না?

না, না, তা মোটেও নয়। আসলে আমি বেশি কথা বলাটা পছন্দ করি না। তোমার ভাবী একটু বেশি কথা বলে। তাই না?

লাইলি খুশি হয়ে জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে কী বলার জন্যে ভাবীকে তাড়িয়ে দিয়ে পার্কে নিয়ে আসলেন?

কী আর বলবো, তুমিই বলো কিছু। শুনি।

চলুন কোথাও বসি।

একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসার পর মুরাদের অস্বস্তি হয়েছিল, লোকজন হয়তো ভাববে ফূর্তি করার জন্যে কমবয়সী একটা মেয়েকে নিয়ে পার্কে এসেছে সে। পরিচিত কেউ দেখলে এটাকে নিছক কনে দেখার দৃশ্য ভাববে না নিশ্চয়।

তোমার ভাবী কি আমার সম্পর্কে বলেছে কিছু?

হ্যাঁ বলেছে। আপনি নাকি মিনিমাম বি.এ. পাশ এবং চাকরিজীবী মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবেন না। কেন সেরকম মেয়ে কি ঢাকা শহরে একটাও খুঁজে পাননি?

আমাকে সেরকম কেউ পছন্দ করেনি যে। আসলেও আমি মনে করি, মেয়েদের লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি নিয়ে বিয়ে করা উচিত। নইলে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে শুধু সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সংসারের টানাটানিও কমে না, একঘেয়ে জীবনে মেয়েদের মন ছোট হয়ে যায়, জটিল হয়ে যায়।

লাইলি মুগ্ধ হয়ে শুনছিল মুরাদের কথা। সমর্থন দিতে মনের কথা খুলে বলেছিল, ঠিকই বলেছেন আপনি। ভাই-ভাবীর সংসার দেখেও বুঝতে পারি। সে জন্যে আমিও ঠিক করেছি, বি.এ. পাশের আগে বিয়ে করব না। এর মধ্যে আমাদের থানায় প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারি চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছি। আচ্ছা, ওখানে যদি চাকরিটা হয়ে যায়, ঢাকায় বদলি হওয়া যাবে না?

মুরাদ হেসে বলেছিল শুধু, যাবে বোধহয়।

আর যদি চাকরিটা না হয়?

চেষ্টা করলে ঢাকায় অন্য চাকরি নিশ্চয় হবে।

আল্লায় জানে, পরীক্ষায় পাস করতে পারব কিনা।

মন দিয়ে পড়, নিশ্চয় পারবে।

এর বেশি আশ্বাস দিয়ে সোলায়মানের চতুর স্ত্রীর মতো তার সরল বোনটিকে

BanglaBook.org

প্রতারণা করার ইচ্ছে জাগেনি। বিবেকে বাধছিল, তাছাড়া খুব ভয়ও হচ্ছিল মুরাদের। রাণু জোর করে ননদকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে কিনা কে জানে। পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করা যতটা নিরাপদ, কুমারী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা সেরকম নিরাপত্তা যোগায় না তাকে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, চলো আজ ফেরা যাক।

এখনই ফিরবেন? বাসায় কিন্তু আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে পারব না।

কেন?

ভাই-ভাবী সারাক্ষণ থাকে। ওদের সামনে আপনার ঘরে যেতেও লজ্জা করে আমার।

লজ্জার কথাটা বলতেও লাইলির লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গি মুরাদকে মুগ্ধ করে। আরো কিছুক্ষণ মেয়েটার সঙ্গ পেলে তার ভাললাগাও হয়তো বাড়বে। তবে কি লাইলিকেই বিয়ের পাত্রী হিসেবে বিবেচনা করবে মুরাদ? রুবির কথা মনে পড়ে হঠাৎ। দেখেশুনে রুবি একটা মতামত দিলে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে মুরাদের জন্যে। লাইলিকে নিয়ে সে সৈকতের বাসায় যাওয়ার উৎসাহ বোধ করে আরো একটি কারণে। ছুটির দিনে এ-সময়টায় সৈকত-রুবি প্রায় সপরিবারে নানারকম সামাজিকতা করতে বেরিয়ে যায়। কাজের মেয়েরা মুরাদকে দেখে নির্দ্বিধায় দরজা খুলে দেবে। রুবিকে দেখানোর সুযোগ না পেলেও, তার ফাঁকা বাসায় লজ্জাবতী লাইলিকে দেখার সুযোগ পেলে মুরাদের রোমাঞ্চ, রাণুকে পাওয়ার চেয়েও বেশি হবে সন্দেহ নেই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছেন?

তারচেয়ে চলো, তোমাকে নিয়ে আমার এক বন্ধুর বাসা থেকে বেরিয়ে আসি। সেখানে বসেও কথাবার্তা বলা যাবে।

চলুন।

স্কুটারে উঠে সংকোচ কমে গিয়েছিল লাইলির। মুরাদের দিকে তাকিয়ে জানতে চেয়েছিল, আপনার বন্ধুরা আমাকে যদি পছন্দ না করে?

তাতে কিছু যায় আসে না। তাছাড়া ওরা বাসায় না থাকলে, ফাঁকা বাসায় বসে বসে আমরা কিছুক্ষণ গল্প করব।

ভাই-ভাবী জানতে পারলে কী বলবে?

বন্ধুর বাসায় যাওয়ার কথা তোমার ভাবীকে বলার দরকার নেই।

লাইলি হ্যাঁ-না জবাব দেয়নি। তার নীরবতার অর্থ বোঝার জন্যে মুরাদ

BanglaBook.org

একসময় মেয়েটির হাত চেপে ধরেছিল। লাইলি হাত সরিয়ে নেয়নি। তার হাতের উষ্ণ রক্তপ্রবাহে আতঙ্ক নাকি আনন্দ, মুরাদ বুঝতে না পেরে আবার কথা বলতে শুরু করেছিল।

জামাটা তোমার পছন্দ হয়েছে তো লাইলি? শোনো, ওটা আমি প্রেজেন্ট করেছি তোমাকে। তোমার ভাই-ভাবী যেন ওটার দাম শোধ করার চেষ্টা না করে।

লাইলি তবু নীরব ছিল।

তোমার কি খারাপ লাগছে? তা হলে চলো বাসায় ফিরে যাই।

না, না। চলুন। তবে বেশি দেরি করব না।

সৈকতের বাসায় সুযোগ পেলেই লাইলিকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে মুরাদের বিলম্ব হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, বাসায় সৈকত-রুবি না থাকলেও তাদের ছেলেমেয়ে ও বাবা-মাসহ আত্মীয়স্বজনে বাসা পূর্ণ ছিল। শিমুল তখনও পাকা কিশোরী হয়ে ওঠেনি। তবু চোখে সন্দেহের ঝিলিক হেনে জানতে চেয়েছিল, কে মুরাদ কাকু?

শিমুর কাছে লাইলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে, পরে আসার কথা বলে চলে এসেছিল মুরাদ।

বাসায় ফিরে আর কোনো দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়নি। রাতে ঘরের দরজা খোলা রেখেই ঘুমাত মুরাদ। স্ত্রী ও বোনকে নিজের খাটে জায়গা দিয়ে সোলায়মান বারান্দায় শোয়ার ব্যবস্থা করেছিল। ঘুমন্ত মানুষটাকে ডিঙিয়ে রাণু কিংবা লাইলি স্বপ্নেও মুরাদের ঘরে ঢুঁ মারতে ভয় পেত বোধহয়।

পরের সপ্তাহেই লাইলি ভাইয়ের সঙ্গে গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল। যাওয়ার আগে অবশ্য মুরাদের ঘরে এসে বিদায় নেয়ার সময় বার বার বলেছে, আমাদের গ্রামের বাড়িতে একবার বেড়াতে আসেন। বলেন, কবে আসবেন?

তারিখ না দিলেও হাসিমুখে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছে মুরাদ। সোলায়মান বোনকে বাড়ি পৌঁছানোর জন্যে এবার অবশ্য লুকোচুরির আশ্রয় নেয়নি। মুরাদকে বলেছিল, টিটোর দিকে একটু খেয়াল রাখবেন। আমি লাইলিকে রেখে পরশুদিনের মধ্যেই চলে আসব।

মুরাদের হয়ে রাণুই স্বামীকে বরাভয় দিয়েছিল, আমার বড়ভাই বাসায় থাকতে ছেলেকে নিয়ে তোমাকে অতো ভাবতে হবে না।

BanglaBook.org

১৪.

কোনো পুরুষ একই সঙ্গে দুই নারীকে, কিংবা কোনো নারী একই সঙ্গে দুই ভিন্ন পুরুষকে ভালবাসতে পারে? ননদকে নিয়ে স্বামী দেশে চলে যাওয়ার পর, ফাঁকা বাসায় প্রশ্নটা রাণুই করেছিল প্রথম। মুরাদ হেসে জবাব দিয়েছিল, পারে, অবশ্যই পারে। এই যেমন তুমি স্বামীকে ভালবাস, আবার আমাকেও ভালবাসো।

রাণু হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল, কঠিন গলায় প্রতিবাদ করেছিল, না।

কী না?

আমি ওকে কখনোই ভালবাসতে পারিনি। আমি মুরাদকে ভালবেসেছি, শুধু আমার মুরাদকেই ভালবাসতে চাই।

কিন্তু আমি কি তোমার সেই মুরাদ?

হ্যাঁ, তুমি আমার সেই মুরাদ। তোমাকে পেয়েও আর হারিয়ে যেতে দেব না না আমি।

মুরাদকে জড়িয়ে ধরে হঠাৎ উতরোল কান্নায় ভেঙে পড়েছিল রাণু। রাণুর এরকম আবেগ-বিহ্বল ভালবাসা ও কান্না দেখার জন্যে প্রস্তুত ছিল না মুরাদ। রাণুকে শরীরের সঙ্গে বেঁধে, রাণুকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সেই প্রথম রক্তের উষ্ণ আহ্বান শোনার আগে, বুকের ভেতর জেগে উঠেছিল অদ্ভুত এক শিরশিরে বেদনা। সেটাই কি তবে ছিল রাণুর জন্যে বিশুদ্ধ ভালবাসা, যা আর কারো জন্যে অনুভব করেনি মুরাদ? ভেজা কণ্ঠে সেদিন ভালবাসার কথা সে-ও বলেছিল।

আমিও তোমাকে ভালবেসেছি রাণু। যদি কোনোদিন আলাদা হতে হয়, তোমাকে পাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, দূর থেকে তোমাকে ভালবেসে যাব।

না, আমি তোমাকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। সোলায়মান ফিরে আসার আগেই যা করার করো।

কী করবো?

ও যাতে আর আমাদের মাঝখানে ফিরে আসতে না পারে, তার ব্যবস্থা করো।

মুরাদের বুকের ভালবাসার তরল আবেগ মুহূর্তেই বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল যেন। রাণুর পাগলামি দূর করার জন্যে এবং একই সঙ্গে নিজেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রমাণ করার জন্যে বিস্তর কথা বলতে হয়েছিল তাকে। জ্ঞানের কথা, যুক্তির কথা এবং অভিজ্ঞতার কথাও।

নিজেদের সুখের জন্যে তারা পথের কাঁটা সোলায়মানকে কৌশলে খুন করতে

BanglaBook.org

পারে। কিন্তু তাতে কি সত্যিকার সুখী হতে পারবে তারা? খুন না করেও অবশ্য আইনের সাহায্য নিয়ে রাণু সোলায়মানকে তালাক দিতে পারে। কিন্তু তার পরিণাম কি টিটোর জন্যে ভাল হবে? তাছাড়া নিরীহ একটা ভালো মানুষকে কষ্ট দিয়ে শেষ পর্যন্ত সুখী হতে পারবে তারা? গল্প-উপন্যাসে এরকম ঘটে, বাস্তবেও কিছু কিছু ঘটছে, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখ এরকম ঘটনার পরিণাম কখনই ভাল হয়নি। তারচেয়ে মুরাদ সামাজিকভাবে টিটোর মামা এবং ব্যক্তিগতভাবে রাণুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে থাকতে পারলে সবার জন্যে লাভ। তাছাড়া মুরাদ বিশ্বাস করে, অর্থনৈতিক ভাবে রাণু যদি স্বাবলম্বী হতো, কখনো পুরুষের ওপর এমন নির্ভরশীলতা গড়ে উঠবে না। রাণুকে তাই স্বাবলম্বী করার জন্যে বন্ধু হিসেবে মুরাদ সাহায্য করবে। বয়স বেশি হয়নি রাণুর, আর সন্তান না নিয়ে সে লেখাপড়া করুক। সব খরচ মুরাদই দেবে। তারপর রাণু ডিগ্রী নিয়ে চাকরি করুক, মুরাদ তার চাকরির ব্যাপারে সাহায্য করবে।

নিরাপরাধ স্বামীকে তার ক্ষেপা স্ত্রীর কবল থেকে রক্ষার জন্যে এতো সব কথা বলার পরেও মুরাদ তার গোপন প্রেমিকাকে সহজ-স্বাভাবিক করতে পারেনি। সন্দেহভরা চোখে মুরাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি তাহলে লাইলিকে বিয়ে করতে চাও?

মাথা খারাপ তোমার! অসম্ভব প্রস্তাব।

ওকে নাকি কথা দিয়েছো, গ্রামে মাস্টারীর চাকরি না হলেও বি.এ. পাশ করলে ঢাকায় ওকে চাকরি নিয়ে দেবে। ওর জন্যে এতো করতে চাও কেন?

তুমি বলেছো বলেই তোমার ননদের সাথে এটুকু অভিনয় করতে হয়েছে। কিন্তু তুমি বললেও ওকে বিয়ে করা সম্ভব নয় রাণু।

কেন সম্ভব নয়?

কারণ তোমাকে যেমন ভাল লেগেছে, লাইলিকে সেরকম ভাল লাগেনি।

কিন্তু একটু আগেই তো বললে, আমাকেও বিয়ে করবে না, সারাজীবন আমার বন্ধু হয়ে থাকতে চাও। মহৎ বন্ধু সেজে থাকতে চাও তো, সেরাতে আমার দিকে হাত বাড়িয়েছিলে কেন?

কারণ আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসি।

সত্যি ভালবাসাকে প্রমাণ করার জন্যে মুরাদের যুক্তির কথা জ্ঞানের কথা কোনো কাজে লাগেনি আর। আবেগ-বিহ্বল বিকৃত কণ্ঠে বারবার উচ্চারণ করতে হয়েছে, ভালবাসি, ভালবাসি। রাণুর হাত-পা-মাথা-ঠোঁট-কপাল ছুঁয়ে বারবার

BanglaBook.org

বলতে হয়েছে, ভালবাসি, ভালবাসি। পবিত্র এই ভালবাসাকে ঠাঁই দেয়ার জন্যে রাণুর শরীর-সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে হয়েছে শত কণ্ঠে। রাণুকে ভালবাসার এই সুখ ছাড়া মুরাদ বাঁচবে না এবং নিজের সুখের জন্যে সোলায়মানকে সে খুন করবে, নাকি গুম করবে? রাণু যা বলবে মুরাদ এখন তাই করতে প্রস্তুত। রাণুকে পাওয়ার জন্যে সব অসম্ভবকে সম্ভব করবে মুরাদ।

মুরাদকে পাগল হতে দেখে রাণু নিজে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল যেন। মুরাদের বিছানায় ঢলে পড়ে গভীর কণ্ঠে বলেছিল, তারচেয়ে আমাকে মেরে ফেলো তুমি, আমাকে মেরে ফেলো।

রাণুকে হত্যা করার জন্যেই যেন, মুরাদ আলো না নিভিয়েই হিংস্র হাতে একে একে তার পরনের লম্বা, গোল, বড়, ছোট সব বস্ত্রই হরণ করেছিল। রাণু বাধা দেয়নি।

স্বামীর অনুপস্থিতে, সন্তানকে লুকিয়ে রাণুর ভালবাসার পাগলামি মুরাদের জীবনের সবচেয়ে মধুর স্মৃতি। দ্বিতীয় রাতে, তুচ্ছ কারণে বিশাল অভিমান নিয়ে নিজের ঘরে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল রাণু। মধ্যরাতে দরজা খোলার জন্যে মুরাদের সকল অনুনয়-বিনয় এবং কৌশল বৃথা গেলে বদ্ধ দরজার সামনে আত্মহত্যার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল। তারপর বিষ-খাওয়া মুমূর্ষু মানুষের মতো মরণচিৎকার করেছিল কিছুক্ষণ। রাণু তখন দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল। মুহূর্তেই ডাকাতে রূপান্তরিত হয়ে রাণুকে ঘাড়ে করে নিজের ঘরে ছুটে গিয়েছিল মুরাদ। রাণু ঘাড়ে চড়ার আনন্দে হেসেছিল, কিলও দিয়েছিল মুরাদের পিঠে। কিল-খামচি খেয়ে মুরাদের দস্যিপনা কমেনি।

সোলায়মান ফিরে আসার আগে, দুপুরবেলা রাণু গোসল করার জন্যে বাথরুমে ঢুকলে মুরাদও ছুটে গিয়ে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বায়না ধরেছিল, আজ একসঙ্গে গোসল করব রাণু।

টিটো জেনে যাওয়ার ভয় দেখানো ছাড়াও কুকুর খেদানো রাগ, বিরক্তি, এমনকি গলা ধাক্কা দিয়েও নাছোড়বান্দা মুরাদকে বাথরুমের বাইরে পাঠাতে পারেনি রাণু। মুরাদই বরং গায়ে পানি ঢেলে দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করেছিল। তারপর বিবস্ত্র রাণুর ভেজা শরীরে লাক্স সাবান মাখিয়ে দিয়েছিল পরম যত্নের সঙ্গে। সাদা সাবানখানা দেহের প্রতি ইঞ্চি অঙ্গে পরশ দিতে ভুলে গেছে হয়তো, কিন্তু মুরাদের হাত সাবানের ফেনা নিয়ে রাণুর দুর্গম অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও ছুটে গেছে। একইভাবে রাণুর হাতের সাবান-স্পর্শ নিজের শরীরেও ভোগ করেছে মুরাদ। চুমু দিতে গিয়ে সেদিন রাণুর স্তনে, ঠোঁটে, এমনকি জিভেও সাবানের ঘ্রাণ পেয়েছিল; পরস্পরকে আঁকড়ে

BanglaBook.org

ধরে আরো নিবিড় হওয়ার মুহূর্তে হঠাৎ হঠাৎ পিছলে গিয়েছিল; কিন্তু বিরক্ত হওয়ার বদলে মুরাদ অনাস্বাদিত আনন্দ-শিহরণ ভারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে গিয়েছিল বাথরুমে। তখন রাণুই তাকে গায়ে পানি ঢেলে দিয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে দিয়েছিল।

বাথরুমে নগ্নস্নানের স্মৃতি থেকে রাণুর সমস্ত শরীরে খাওয়ার সাদা ক্রিম মাখার পরিকল্পনা করেছিল মুরাদ। কিন্তু তেমন সুযোগ সোলায়মান আর তাদের দেয়নি। তবে সোলায়মান ফিরে আসার পরও তাদের লুকোচুরি খেলার নেশাটা পুরো কাটেনি।

এক ছুটির সকালে সোলায়মান বাজারে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, টিটোকে বিছানায় খেলনা দিয়ে ব্যস্ত থাকার অনুরোধ এবং চকলেট দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বাইরে থেকে ঘরের দরজায় শিকল টেনে দিয়েছিল। তারপর রান্নাঘর থেকে অনিচ্ছুক রাণুকে নিজের ঘরে টেনে এনেছিল মুরাদ। দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল ঠিক তার মিনিট পাঁচেক বাদে। বাড়াভাতে ছাই পড়ার মতো বাড়ির প্রবেশ-পথের বদ্ধ গেটে, খটখট আওয়াজটা উঠেছিল হঠাৎ।

সোলায়মানের উপস্থিতি সন্দেহ করে রাণুকে তড়িঘড়ি মুক্তি দিয়ে ঠেলে দিয়েছিল মুরাদ। নিজে ভাল মানুষের মতো নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। মিনিট খানেক বাদে রুবি ঘরে ঢুকেছিল তার। সোলায়মানের বোনকে গছাবার গল্প বলে রুবিকে বাসার ঠিকানা নিজেই দিয়েছিল মুরাদ। কিন্তু রুবি যে একা একা হঠাৎ এসময়ে হাজির হবে, ভাবতে পারেনি।

১৫.

রাণুকে রুবির কথা কখনোই বলেনি মুরাদ, তবে অচেনা এক কেরাণী সোলায়মানের পরিবারে আশ্রয় লাভের কাহিনী রুবিকে বিস্তারিত শুনিয়েছিল মূলত রাণুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা লুকাবার প্রয়োজনেই। রাণুর ননদকে নিয়ে তার বাসায় পর্যন্ত গিয়েছিল রুবির মতামতকে গুরুত্ব দেয়ার কারণে। তার মানে কি – রাণুর চেয়ে রুবিকে সে বেশি ভালবাসত? চূড়ান্ত বিচারে রুবিই ছিল একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু? তা সম্ভবত নয়। আসলে দু'জনের ভিন্নতা অনুযায়ী দু'জনের সঙ্গে সম্পর্কটাও ছিল ভিন্নরকম।

রাণুর সংসারে বন্দী মুরাদের নাঙা-বিকৃত চেহারা দেখে রুবিও চমকে

BanglaBook.org

উঠেছিল সন্দেহ নেই। ঘরে ঢুকেই জানতে চেয়েছিল, কী ব্যাপার মুরাদ, অসুস্থ নাকি?

নাঙা শরীরে বিছানায় উঠে বসে কঠিন অসুখের ভান করে মুরাদ জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তুমি বসো, আমি বাথরুম থেকে একটু ফ্রেশ হয়ে আসি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে মুরাদ লক্ষ করে, রুবি ও রাণু ইতিমধ্যে পরস্পরের পরিচয় পর্ব নিজেরাই সম্পন্ন করতে চেষ্টা করছে। রুবির মুখে আজ অস্বাভাবিক বিষণ্নতা কিংবা আবিষ্কারের বিস্মিত একাগ্রতা। অন্যদিকে রাণু এখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। কথা বলছে তারা। মুরাদ দু'জনকেই স্বাভাবিক করার জন্যে পরিচয় করিয়ে দেয়।

রুবি, এই হচ্ছে আমার ল্যান্ডলর্ড সোলায়মানের স্ত্রী রাণু। তবে রাণুই হচ্ছে এ বাসার আসল লোক, আমাকে বড়ভাইয়ের মতো দেখে। আর রাণু, এ হচ্ছে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সৈকতের স্ত্রী, কলেজের অধ্যাপিকা, অনেক বড়লোক মানুষ।

এই মুরাদ, মিথ্যে বলছো কেন? আমি তোমার বন্ধুর স্ত্রী, না আসল বন্ধু? আমি অনুমতি না দিলে মুরাদ বিয়ে পর্যন্ত করতে পারবে না, তা জানেন? সেই কোন কাল থেকে আমাদের সম্পর্ক।

রাণু আগন্তুকের কথা শোনে আর তাকায় মুরাদের দিকে। মুরাদ বলার মতো কথা খুঁজে না পেয়ে বোকার মতো হাসে।

কই, আপনাদের বাসায় আর কাউকে দেখছি না যে! আমি তো আরো একজনকে দেখব ভেবে এলাম। আপনার ননদ না বোন? মুরাদ সেদিন নিয়ে গিয়েছিল বাসায়। কিন্তু আমরা কেউ ছিলাম না তখন।

আমার ননদ। দেশে চলে গেছে।

এসব কথা থাক। রাণু, মেহমানকে একটু চা-নাস্তা দাও।

না, আজ আর বসব না। মুরাদ, তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কিছু কাজ আছে, কথাও আছে। আমার সঙ্গে তোমাকে বেরুতে হবে এখনই। এ জন্যেই আমি সাতসকালে চলে এলাম। প্লীজ গেট রেডি, আমি ততক্ষণে তোমার বোনের সংসার আর একটু ঘুরে দেখে আসি। চলুন ভাই। আপনার কর্তা কই?

রুবির অনুসন্ধান ক্রিয়া সংক্ষিপ্ত করার জন্যে এবং রাণুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ থেকে দ্রুত পালাবার গরজেও অবশ্যই, মুরাদ ঝটপট জামাপ্যান্ট পরে নেয়। বাইরে গিয়ে রুবি হয়তো চোরকে আজ কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্যে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেবে।

BanglaBook.org

তা দিক, তবু অবাঞ্ছিত নাটক ঘটিয়ে বাসার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করতে চায় না সে। তাছাড়া সোলায়মান যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে।

রিক্সায় উঠেই রুবি মুরাদের শরীরে কনুই মেরে জিজ্ঞেস করেছিল, কী ব্যাপার? মেয়েটি কে? এটাকেই বাসায় নিয়ে গিয়েছিলে নাকি?

ধ্যাট! এ মেয়েটা তো আমাকে বড় ভাই দায় দিয়েছে। ননদকে আমার ঘাড়ে গছাবার জন্যে ঘটকালি করছে। সপ্তাহখানেক আগে এলেও দেখতে পেতে।

তা তোমার ঘটকটিও তো বেশ সুন্দরী। বোন না অন্য কিছু?

ছি! কী যে বলো।

বাসায় ঢুকে কেমন অস্বাভাবিক পরিবেশ দেখলাম। মেয়েটা আমার সামনে ইজি হতে পারল না। বাচ্চাটাকে দেখলাম ঘরে আটকে রেখেছে।

খুব দুষ্টু ছেলে। আটকে না রাখলে বাইরে পালিয়ে যায়। বাদ দাও তো এসব। তা তুমি এতো সকালে! সৈকতের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়েছ নাকি? আর এখন যাচ্ছিই বা কোথায়?

আমি সকালে নাস্তা না করেই বেরিয়েছি। আগে কোথাও বসে কিছু খাই। তারপর গন্তব্য ঠিক করা যাবে।

পরিচিত একটা হোটেলের দোতলার নিরিবিলি কোণে রুবিকে নিয়ে বসেছিল মুরাদ। রুবি আবারো রাণু ও তার ননদকে বিয়ের প্রসঙ্গে কথা তুললে, মুরাদ বিরক্তভরে তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সোলায়মান ও তার স্ত্রীর ফাঁদ থেকে আপাতত রক্ষা পাওয়ার সত্য কাহিনী বলেছে। রুবির সন্দেহ দূর করার জন্যে রাণুকে লোভী ও বাজে মেয়ে বলে মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেনি।

যাক, আমি কিন্তু বউটাকে বলে এসেছি তোমার জন্যে পাত্রী ঠিক করাই আছে এবং তাকেই বিয়ে করবে তুমি।

কাকে আবার ঠিক করলে?

নিজের জায়গা আমি আর অন্য কাউকে ছেড়ে দেব না মুরাদ। তুমি ইমিডিয়েট এই ঘর ছেড়ে দিয়ে একটা ভাল বাসা ভাড়া নাও। আমিও সৈকতের বাড়ি, সংসার, সন্তান – সবই ছেড়ে দিচ্ছি।

রুবির নাটকীয় ঘোষণা শুনে অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের আধিক্যে মুরাদ বোবা হয়ে ছিল কিছুক্ষণ। রাণুঘটিত অপরাধবোধ মুহূর্তেই চাপা পড়ার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল চোখমুখ। হেসেও উঠেছিল সে।

BanglaBook.org

সৈকতের সঙ্গে নিশ্চয় ফাটাফাটি ঝগড়া করে এলে?

মোটেও না। সারা রাত ওর সঙ্গে একটা কথাও হয়নি। ঠাণ্ডা মাথায় ছেলেমেয়েদের বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। সারাটা দিন আজ তোমার সঙ্গেই কাটাব। তবে তোমার ঐ বাসায় নয়, অন্য কোথাও, দূরে কোথাও আমাকে নিয়ে চলো। মেন্টালি আমি বেশ আপসেট আছি।

দু'জনই দু'রকম কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। একজন অপ্রত্যাশিত ও অবৈধ ভালবাসা পাওয়ার কারণে এবং তার দুঃখজনক পরিণতির আশঙ্কায়; আরেকজন মূলত স্বামীর ভালবাসা না পাওয়ার কারণে এবং চরিত্রহীন স্বামীকে নিয়ে প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনের ভার সইতে না পারার আশঙ্কায়। সহমর্মিতা গড়ে উঠেছিল দ্রুত।

রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে, একটা স্কুটার ভাড়া করে সোনারগাঁও বেড়াতে গিয়েছিল তারা। শুধু বেড়ানোর আনন্দ লাভের জন্যে নয়, পরস্পরের সাময়িক সান্নিধ্য লাভের জন্যে নয়, নিজেদের দুঃসহ বর্তমান থেকে মুক্তি লাভের জন্য ভবিষ্যতে নিজেদের একত্রে নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন ও সম্ভাবনা নিয়ে সারাদিন প্রচুর কথা বলেছিল তারা।

রুবি এভাবে, নিজের অজান্তেই উদ্ধারকারী বন্ধুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাণুর প্রেমের ফাঁদ থেকে উদ্ধার করেছিল মুরাদকে।

বাসায় ফিরে আসার পর রাণু তার সঙ্গে আর একটা কথাও বলেনি। রুবি তার অজান্তে রাণুকে আর কী বলেছিল, জানে না মুরাদ। খাওয়ার সময়েও টেবিলে উপস্থিত থাকত না সে। একমাত্র টিটোই শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা বজায় রেখেছিল। রাণু স্বামীকে মুরাদ সম্পর্কে কী কথা লাগিয়েছিল, জানে না সে। আর না জেনে বা সোলায়মানকে সে কীভবে মোকাবেলা করে? তবে স্বামীকে সে মুরাদ সম্পর্কে যে অনেক কিছু অপ্রিয় সত্য বলেছিল তাতে সন্দেহ ছিল না মুরাদের। বাসায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সব কিছু আবার আগের মতো স্বাভাবিক করে তোলার উপায় খুঁজে পায়নি মুরাদ।

সপ্তাহ খানেক পর রাতে সোলায়মান এসেছিল তার ঘরে।

মুরাদ ভাই আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে। আপনার কাছে কয়েকটা কথা জানতে চাই। আশা করি সত্যি কথা বলবেন।

পরিস্থিতি মেকাবেলার জন্যে মুরাদ অনেকটা সময় পেলেও নিজেকে বড় অপ্রস্তুত বোধ করেছিল সে।

BanglaBook.org

নিজের বিয়ের ব্যাপারে রাণুকে আপনি কী কথা বলেছিলেন?

রাণু আপনাকে যা বলেছে, তার বাইরে আমার আর কিছু বলার নেই।

আমার বোনটিকে তো আপনি দেখেছেন। তাকে আপনার পছন্দ হয়েছিল, এ কথা কি সত্য নয়?

এসব ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করলেই খুশি হবো সোলায়মান সাহেব। তবে আমি কোথাও বিয়েশাদি করবো না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কিন্তু রাণুর সঙ্গে কী হয়েছে আপনার?

কিছু হয়নি তো।

আপনি কি আলাদা বাসা নেয়ার কথা বলেছেন ওকে?

হ্যাঁ। আমার আসলে একা থাকা উচিত।

সে জন্যেই বোধহয় রাণু আপনার ওপর খুব রাগ অভিমান করেছে মুরাদ ভাই। প্রতিজ্ঞা করেছে, দরকার হয় বস্তিতে নিজের মতো আলাদা থাকবে তবু আর কারো সঙ্গে জয়েন্ট ভাল বাসায় থাকবে না। সিদ্ধান্তটা অবশ্য ভাল মুরাদ ভাই। কিন্তু এতোদিন এক বাসায় সুসম্পর্ক বজায় রাখার পর আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে আলাদা হই, এটা আমি চাই না। আমিও বাসা খুঁজছি। বাসা না পেলে এবার হয়তো ওকে দেশে রেখে আসব। বাড়িঅলাকে নোটিশ দিয়েছি।

মুরাদ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। মনে হয়েছিল সোলায়মান সত্যি একজন ভাল মানুষ। এমন একজন গোবেচারা ভালো মানুষকে কষ্ট না দেয়ার জন্যে রাণুর সঙ্গে আশু বিচ্ছেদকে সহজভাবে নিতে চেয়েছিল সে।

বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে রাণু অবশ্য তার সঙ্গে কথা বলেছে। শেষ কথা। মুরাদের মুখে ঘৃণার থু ছিটানোর জন্যে তৈরি হয়েই ছিল সে। বাসা ছাড়ার মাত্র দু'দিন আগে, সুযোগ বুঝে মুরাদের ঘরে ঢুকে, একান্ত কাছে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতি মাফিক কাজটি করেছিল সে।

আমার সর্বনাশ তুমি করেছো। কিন্তু নিজের সর্বনাশ করেও আমি অন্তত তোমার মতো চরিত্রহীন লম্পটের খপ্পর থেকে ননদের জীবনটা বাঁচাতে পেরেছি। এ জীবনে বিয়ে হবে না তোমার। বিয়ে করলেও বউ মুখে একদিন থু ছিটাবে। থু!

বিষণ্ন হেসে, মুখ থেকে রাণুর ঘৃণার থু মুছে ফেলা ছাড়া কিছু বলার কিংবা করার ছিল না মুরাদের। কেননা রাণু যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঘৃণার বিদ্যুত হেনে দ্রুত মিলিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

BanglaBook.org

১৬.

এই নগরীর প্রতিটি ফ্লাট ও বাসা-বাড়িতে সকল স্বামী-স্ত্রী যখন সহবাসের আনন্দ বা একঘেয়েমি নিয়ে একত্রে ঘুমায়, মুরাদ তখন শূন্য শয্যায় একা একা জেগে থাকে। অনেক রাতে একরম হয়। চোখ বুজে থাকলেও ঘুম আসে না কিছুতেই। ইনসোমনিয়ায় ভোগে মুরাদ। আর এইরকম জাগরণের মুহূর্তে একসময় টিটো ও তার মায়ের কথা বড় বেশি মনে পড়ত। মুখ থেকে রাণুর ঘৃণার থু মুছে ফেলতে ফেলতে নিজেকে খুব একা ও অসহায় মনে হতো। সোলায়মানকে হত্যা করে সন্তানসহ রাণুকে ছিনিয়ে আনার ক্ষমতা তার নেই। আবার রাণুর শরীরী প্রেম ও সাংসারিক সেবা উপেক্ষা করেও নিঃসঙ্গ জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় না সে। নিজেকে মনে হয় না-প্রেমিক, না-বিপ্লবী, না-ভোগী, না-ত্যাগী শ্রেণীর একজন জটিল মানুষ। এরকম আত্মসংকটে রুবি, রুবির মেয়ে এবং রুবির সংসারই হয়ে ওঠে মুরাদের জন্যে পালাবার বড় আশ্রয়।

রাণুকে পেয়েও হারাবার কারণে রুবির ওপরে কখনও রাগ হয়নি তার। বরং রাণুকে হারিয়ে রুবিকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। স্বামী-সন্তান সহ নিজহাতে গড়া সংসার ছেড়ে নতুন করে মুরাদের সঙ্গে সংসার করার ইচ্ছেটি বিশ্বাস হয়নি। রুবির জন্যে তেমন গভীর ভালবাসা আর টিকে ছিল না কিংবা ভালবাসায় অবিশ্বাস ঢুকে গিয়েছিল বলেই হয়তো। তবু স্বামী-সন্তান ত্যাগ করে মুরাদকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়ার ঘোষণাটিকে জীবনের মস্ত বড় একটা প্রাপ্তি হিসেবে অনুভব করেছিল মুরাদ। রাণু ও লাইলির ভালবাসা পাওয়ার স্বাদ বাসি হতে না হতেই রাণুকে পাওয়া। সিনচুরি করার আনন্দে খেলোয়াড়রা যেমন দিশেহারা বোধ করে, মুরাদেরও সেরকম অবস্থা হয়েছিল সেইদিন।

সোনারগাঁয়ের নির্জন গাছতলায় বসে, সকালে রাণুর সঙ্গে অসমাপ্ত মিলনের আনন্দ রুবিতে চূড়ান্ত করার অধীর বাসনা প্রকাশ করেছিল মুরাদ।

এই রুবি, বাসা নেওয়া পর্যন্ত আমার তর সইবে না। চলো ঢাকায় ফিরে একটা ভালো হোটেলে রুম ভাড়া নেব আজ। আমাদের হানিমুনের শুরুটা আজকেই হয়ে যাক।

ঠাট্টা করছো?

মোটেই না। আমি সিরিয়াস।

এতো বছর অপেক্ষা করে আছো, ভাঙনপর্বটা ভালোয় ভালোয় শেষ হওয়া

BanglaBook.org

পর্যন্ত ধৈর্য ধরো।

কিন্তু আমার ভীষণ চুমু দিতে ইচ্ছে করছে তোমাকে।

রুবি মুরাদের গালে আদুরে চড় মেরে ঠাট্টার গলায় বলেছিল, এমন রাক্ষুসে খিদে নিয়ে এতোদিন একা আছো কী করে বলো তো?

উঠবার আগে, চারদিকে জনপ্রাণীর কৌতূহলী দৃষ্টির প্রহরা না দেখেই সম্ভবত, রুবি ঝটিতি মুরাদের মাথা কাছে টেনে নিয়ে ঠোঁট চুম্বন করেছিল। সেটাই ছিল প্রথম এবং সম্ভবত শেষও, রুবির ভালবাসা পাওয়ার শরীরি স্মৃতি-প্রমাণ।

মুরাদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে চাওয়ার বাসনা যে রুবির শুধু কোনো একদিনের বিপর্যস্ত মনের সাময়িক বিকার ছিল না, সেটা প্রমাণ দিতেই যেন মুরাদকে নতুন বাসা নেয়া এবং এখন থেকেই সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার তাড়া দিয়েছিল রুবি। টেলিফোনে এবং দেখা হলেও অনেকদিন, অনেক বার। রুবির তাড়া খেয়েই একে একে মুরাদ টিভি, ফ্রিজ ও প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র কিনে ঘর সাজিয়েছে। কেনার সময় রুবি সঙ্গে ছিল, তার পছন্দেই কেনা হয়েছে সব।

কিন্তু রুবিকে সৈকতের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে মুরাদ কখনোই তাড়া দেয়নি। মনে করিয়ে দেয়নি একবারও সোনার গাঁয়ের নির্জন মাঠে কী কথা দিয়েছিল সে। আসলে সৈকতের জীবন থেকে রুবিকে বিচ্ছিন্ন করার মতো প্রেমের জোরও ছিল না মুরাদের। আগের মতোই নিয়মিত সৈকতের বাসায় গিয়ে রুবির সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতি বা অবনতি লক্ষ করে গেছে শুধু। দু'জনের দাম্পত্য কলহ কিংবা প্রেমহীন সম্পর্কের স্বরূপ মুরাদের সামনে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি কেউ। রুবি একাধিকবার মুরাদকে শোনাতেই যেন-বা, চোখের জল ফেলে সৈকতকে বলেছিল, ছেলেমেয়ে দুটির কারণেই তোমার সংসারে পড়ে আছি এখনো। নইলে অনেক আগেই চুকে যেত সবকিছু।

কথা দিয়েও মুরাদের জীবনে আসতে না পারার কারণ ও রুবির বেদনা উপলব্ধি করে তার সন্তান দুটির ওপর কখনই ঈর্ষা বোধ জাগেনি মুরাদের। বরং জন্মের পর থেকে শিমুল ও তার ভাই পলাশকে নিজের সন্তানের মতো দেখে এসেছে। কিন্তু শিমুল বড় হয়ে ওঠার পর, তার বাড়ন্ত শরীর-সৌন্দর্য ঘিরে যেটুকু কৌতূহল ও অনুরাগ জন্মেছে, তা কি রুবি কথা না রাখার কারণে? মুরাদের মনে প্রতিশোধ প্রতিহিংসা জাগাটাই স্বাভাবিক। সাক্ষ্য-প্রমাণ না পেলেও রুবি হয়তো টের পেয়েছিল। সে জন্যে তার সংসারে মুরাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেই ইচ্ছে করেই অপমান করেছিল মুরাদকে।

BanglaBook.org

নিজে সৈকতের বাসায় বেড়াতে না গিয়েও শিমুকে নিজের নতুন বাসায় বেড়াতে নিয়ে আসার নানারকম উপায় খুঁজছিল মুরাদ। এ-সময়ে সৈকতের একা আসা এবং নতুন করে মেয়ে দেখার আমন্ত্রণ পেয়ে শিমুর সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনাটাই আবার মনে জাগে।

দু'দিন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগার পর, যাব না যাব না ভেবেও, নির্দিষ্ট দিনের সন্ধ্যাবেলা সৈকতের বাসার দিকে রওয়ানা দেয় সে। নতুন মেয়ে দেখা বা বিয়ের সম্ভাবনা মনে আগ্রহ না জাগালেও, শিমুকে দেখার ও পাওয়ার ইচ্ছেটিকে তুচ্ছ ভাবতে পারে না সে।

১৭.

সৈকতের বাসায় পৌঁছে শিমুলকে দেখার আগে মুরাদ অচেনা মেয়েটিকে প্রথম দেখতে পায়। বিয়ের কনে তার আগেই পৌঁছে গেছে। ড্রয়িংরুমে বসে সৈকত ও রুবির সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছিল, শিমুল ছিল না সেখানে। হয়তো তার নিজের ঘরে পড়ছে। অপেক্ষমান পাত্রীকে দ্বিতীয়বার দেখার আগে মুরাদের ইচ্ছে হলো পড়বার ঘরে গিয়ে আগে শিমুকে দেখে, তার খোঁজখবর নেয়। কিন্তু রুবির দৃষ্টি মাড়িয়ে তার কন্যার খোঁজ নিতে সাহস হয় না।

শেষ পর্যন্ত এলে তা হলে? সুস্বাগতম এবং ধন্যবাদ।

রুবি স্বাগত জানাতে আজ উঠে দাঁড়িয়ে মুরাদের হাত ধরে কনের সামনের আসনে বসিয়ে দেয়।

সৈকত পরিচয় করিয়ে দেয়, নিন, আপনারা পরস্পরকে চিনে নিন। মুরাদ, এই হচ্ছে বিন্তি। আর বিন্তি, এই হচ্ছে আমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, যার অপেক্ষায় আপনি ছটফট করছিলেন।

বিন্তির ঠোঁটে চাপা হাসি। হাসির চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি বেশি চকচকে, যা নির্লজ্জভাবে মুরাদের দিকে একাগ্র। হালকা-পাতলা লম্বা গড়নের মেয়ে, পরনে সাধারণ শাড়ি, কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগে বই, যা এখন সোফার উপরে। মুরাদ বিন্তির দিকে না তাকিয়ে তার ব্যাগের বইটি চেনার চেষ্টা করে। মেয়েটি কথা বলে প্রথম।

আপনার সময়জ্ঞানের প্রশংসা করতে পারছি না। সৈকত ভাই, সেদিন আমরা ব্যাচেলরদের ক্লাসিফিকেশন করছিলাম। আজ আপনার বন্ধুর অপেক্ষায় থেকে

BanglaBook.org

আমার কী মনে হচ্ছিল জানেন? সময়জ্ঞানের অভাবেও বোধহয় কেউ কেউ ঠিকসময়ে বিয়ে করতে পারে না।

রুবি অকারণ হেসে সমর্থন দেয়। সৈকত মেধাবী কনের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে এমনভাবে তাকিয়ে, চকিতে মনে সন্দেহ জাগে, সৈকত কি এই মেয়েটিকেই বিনোদন-সঙ্গী হিসেবে গোপনে মুরাদের বাসায় নিতে চেয়েছিল? দেখে মনে হয় মেয়েটি প্রফেশনাল। মুরাদের খারাপ লাগে। কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে জবাব দেয় সে।

তা হলে তো আর আমাকে গবেষণা করার দরকার হবে না। সৈকত বলছিল, আপনি বহু অবিবাহিত পুরুষদের নিয়ে গবেষণা করেছেন।

পুরুষ নয়। আমার গবেষণার বিষয় আসলে বিয়ে। এ দেশে বিবাহ নামক সামাজিক বন্ধন মেয়েদের স্বাধীন সত্তা বিকাশে কতোটা সাহায্য করে আর কীভাবে বাধাগ্রস্ত করে–এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করেছি। স্বভাবতই পুরুষদের ভূমিকার কথা এসেছে সেখানে।

তার মানে বিয়ের কুফল নিয়ে গবেষণা করতে করতে বিন্তি নিজেও বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে। তখন তোমার কথা বলেছিলাম। বিন্তী এমন সব প্রশ্ন করেছিল, আমি তো শুনে থ। এখন দু'জনকে মিলিয়ে দিলাম, দু'জন দু'জনের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নাও।

আমাকে কিন্তু হোস্টেলে রাত দশটার আগেই ফিরতে হবে রুবি আপা। নইলে গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

বন্ধ হয়ে গেলে না হয় আজ রাতটা এখানেই থাকবে। কাল অফিস নেই, আজ না হয় সারা রাত আড্ডা দিলাম আমরা।

সরি, আজ আড্ডা দিতে পারব না। আপনারা দু'জন যদি আমাদের এখন একান্তে কিছু কথা বলার সুযোগ দেন, খুশি হবো।

নিশ্চয়। এই সৈকত, তুমি ও ঘরে গিয়ে টিভি দেখো। আমি তোমাদের চা-নাস্তা পাঠিয়ে দিই। আর রাতে কিন্তু দু'জনই খেয়ে যাবে।

ঘর ফাঁকা হতেই দু'জন দু'জনের দিকে তাকায়। অকারণ হাসে। তাকানোর মতো বিন্তি কথাও বলে সরাসরি।

রুবি আপার কাছে আপনার গল্প শুনেই মনে হয়েছিল আপনার সঙ্গে আমার বনবে। মানে ভালো বন্ধু হতে পারবো আমরা। দেখেও তাই মনে হচ্ছে।

বন্ধুর খুব দরকার বুঝি?

হ্যাঁ। আমার পুরুষ বন্ধু যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু একসঙ্গে বাস করার

BanglaBook.org

মতো কেউ নয় তারা।

আমাকে দেখেই একত্রে বসবাসের যোগ্য মনে হচ্ছে?

আপনার সম্পর্কে এদের কাছে যতটুকু জেনেছি, তাতে আগ্রহ বোধ করেছিলাম। চেহারা দেখে, কথা বলে আগ্রহটা এখনও নষ্ট হয়নি, এটুকু বলতে পারি।

তা হলে আপনার আগ্রহটা সম্পূর্ণ নষ্ট করার জন্যে এখনই বলা দরকার, আমি বিয়ে করব না। অন্তত আপনাকে তো নয়ই। আপনাকে দেখার আগে, মানে সৈকতের কাছে আপনার গল্প শুনে সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়ে গিয়েছিল। দেখে সিদ্ধান্তটি জোরালো হয়ে উঠছে বলতে পারেন।

মুরাদ এই প্রথম কোনো মেয়েকে অপছন্দের কথা জোরালো ভাবে বলতে বাধ্য হলো। খানিক আগে সৈকতের বিনোদনসঙ্গী হিসেবে মেয়েটাকে সন্দেহ করেছিল, রুবি এরকম একটি মেয়েকে তাকে গছাবার চেষ্টা করায় ভেতরে রাগ হয়েছিল, সেই রাগটাও মেয়েটার ওপর ঝেড়ে ফেলতে চাইল সে।

বেহায়া মেয়েটা যেন অপমান গায়ে মাখল না। হাসি প্রসারিত হলো।

কিন্তু আপনার বন্ধুরা বোধহয় আপনার সম্ভাব্য বউ হিসেবে আমাকে খুবই পছন্দ করেছে মুরাদ সাহেব।

পছন্দ করবে ওরা, আর বিয়ে করব আমি? আমার সম্পর্কে এরকম ধারণা দিয়েছে বুঝি? সরি ম্যাডাম, আপনাকে হতাশ করার জন্যে আমি দুঃখিত।

আপনি আমাকে মোটেও হতাশ করেননি। বরং আমার পছন্দ ও বিশ্বাস আরো গভীর করে তুলছেন।

মুরাদ এবার ভয় পেল। এমন স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের পরও তার গলায় ঝুলে পড়ার জন্যে যেন ব্যাকুল হয়ে আছে বেহায়া বিন্তি। চোখেমুখেও মুগ্ধতার আবেশ।

যে কথাটা আমি আপনার বন্ধুদের সামনে, বিশেষ করে প্রথম দিনেই আলাপ করতে চাইনি, সে কথাটি এখনই বোধহয় বলা যায়। তবে আপনার বন্ধুদের সামনে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবেন না, আগেই সতর্ক করছি। আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইলেও কথাটা আমি বলতাম। আপনার বন্ধুদেরও বলেছি, ওরা বোধহয় বিশ্বাস করেনি।

আমি বিশ্বাস করবো কিনা বলতে পারছি না। তবে ইচ্ছে হলে আপনার একান্ত কথা এখনই বলতে পারেন। কারণ পরে আমাদের দেখা নাও হতে পারে।

কাজের বুয়া চা নিয়ে আসে। সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকে দু'জন।

BanglaBook.org

মুরাদের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দেয় বিন্তি। বিয়ে করবে না জেনেও, বিন্তির স্ত্রী-সেবা উপভোগ করে মুরাদ বলে, থ্যাংকু।

এবার মন দিয়ে আমার কথাটা শুনুন। পুরো নাম উম্মে কলসুম বিন্তি, নামের সঙ্গে মুসলমানিত্ব থাকলেও প্রচলিত ধর্মের ব্যাপারে কোনো আস্থা নেই। বয়স এখন প্রায় পঁয়ত্রিশ। যে বয়সে মেয়েরা বিয়ে করে, মা হয়, আমি সেই সময় অনেকটাই পেরিয়ে এসেছি। বিশ্বাস করুন, বিশ পেরুনোর পর বিশেষ করে আর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পর স্বামীর প্রয়োজন আমি একদিনের জন্যেও বোধ করিনি। কারণ এ সোসাইটিতে স্বামী নামক পুরুষরা যে কী জিনিস –কাজের সূত্রে বিবাহিত মেয়েদের চেয়েও সে অভিজ্ঞতা আমার কম নয়।

তা এই মধ্যযৌবনে স্বামীর জন্যে আবার ক্ষেপে গেলেন কেন?

মোটেও না। বিয়ে করিনি, জীবনেও করব না – এটাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। বিয়ের জন্যে শুধু প্রেমিকের চাপ নয়, কী পরিমাণ পারিবারিক ও সামজিক চাপ আমি অগ্রাহ্য করেছি, শুনলে নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন আমার বিয়ে না করার সিদ্ধান্তটি মোটেও ঠুনকো আবেগ-অভিমানের ব্যাপার নয়। আমি আসলেও বিয়ে করব না মুরাদ সাহেব।

কিন্তু রুবি আপনাকে জোর করছে কেন? বিশেষ করে আমার সঙ্গে আপনাকে ভিড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে কেন বুঝতে পারছি না।

বিবাহিত লোকজন অবিবাহিত নারী-পুরুষের সুখ ও স্বাধীনতা সইতে পারে কখনও? এটা তো নতুন কিছু নয়। বিয়ে করে আপনি একটা মেয়েকে রেপ করুন, কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু বিয়ের আগে প্রেম করে দুটি ছেলেমেয়ে মিলিত হলেই সর্বত্র হইচই পড়ে যাবে।

প্রেম করার অভিজ্ঞতা আপনার অনেক হয়েছে সন্দেহ নেই।

তা হয়েছে। তবে এমন প্রেম করার অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি, যাতে একটি ছেলেকে জীবনসঙ্গী করে জীবনকে সার্থক করার জন্যে সাধনা করতে পারি।

এতো অভিজ্ঞতার পরেও আমার মতো একজন অল্পচেনা মানুষকে আপনার বন্ধু হিসেবে পাওয়ার প্রয়োজন কেন?

ঐ যে বললাম একত্রে বসবাস করার উদ্দেশ্যে। দেখুন, আমি যে এনজিওতে চাকরি করি, মোটামুটি ভালই বেতন পাই। কিন্তু এতো ভালো নয় যে নিজেই আলাদা একটা এ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে স্বাধীনভাবে থাকতে পারি। আর একা মেয়েকে কে বাসা ভাড়া দেবে বলুন। কিন্তু আমরা দু'জন মিলে যদি অন্তত

BanglaBook.org

দু'রুমের একটা বাসা ভাড়া নিই, বাসার মতো ঘরগেরস্থালি বা রান্নাবান্নার কাজেও ফিফটি ফিফটি শেয়ার করি, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। নিজেদের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্যে প্রেম করে সময়ও অপচয় করতে হবে না। বাইরের লোকজন আমাদের স্বামী-স্ত্রী ভাবতে পারে, কিন্তু আমরা যে যার মতো স্বাধীন থাকব। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভালবাবাসা থাকবে, আই মীন বন্ধুত্ব থাকবে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মতো পারস্পরিক নির্ভরতা থাকবে না। প্রয়োজন হলেই আমরা আলাদা হতে পারবো। আর সে জন্যে বাসাটা ভাড়ার দিক থেকে সাত/আট হাজার টাকার মধ্যে হলে ভালো হয়। যাতে আপনি চলে গেলেও আমি একা মেইনটেইন করতে পারি, বা আমি চলে গেলেও আপনি পারবেন। বাড়িঅলার কাছে অন্তত তখন অবিবাহিত যুবক-যুবতীর অপবাদ থাকবে না।

তার মানে আপনি লিভ টুগেদার-এর কথা বলছেন?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

এর আগে এরকম কারো সঙ্গে থেকেছেন?

না। বলতে পারেন, যোগ্য পার্টনার খুঁজে পাইনি এখনও। রুবি আপার কাছে আপনার গল্প শুনে মনে হয়েছিল, মতের মিল হতেও পারে আপনার সঙ্গে।

রুবিরা জানে আপনার মতলবের কথা? ওদেরকেও বলেছেন?

মাথা খারাপ! এতক্ষণ তবে আপনাকে বোঝালাম কী? লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করে যারা সামাজিকভাবে বিয়ে করেছে, তারা আমাদের মতো এরকম অসামাজিক লিভটুগেদার মেনে নেবে? নেভার। আমার প্রস্তাবে রাজি হওয়া না হওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে আপনার। কিন্তু এ বিষয়ে ওদের কাছে কিছু বলবেন না প্লীজ। নইলে অহেতুক স্ক্যান্ডাল ছড়াবে।

কিন্তু আপনি যেমন চাইছেন, আমাদের সমাজে তা সম্ভব নয়।

দু'জন সমমনা এবং একমত হলে খুবই সম্ভব। তবে এ জন্যে হয়তো দু'চার জায়গায় একটু মিথ্যাচার করতে হবে। কেউ স্বামী-স্ত্রী ভাবলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভুল ভাঙিয়ে দেয়ার জন্যে প্রতিবাদ করা যাবে না। নিজেদের সুবিধার জন্যে এইটুকু কৌশল অবলম্বন না করে উপায় কী বলুন। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী একটি সংসারে যে রকম আপোস, প্রতারণা ও ভন্ডামি করে থাকে, সে তুলনায় আমাদের এইটুকু মিথ্যেচার খুবই সামান্য।

বিন্তির প্রস্তাবটা বিবেচনা করার জন্যেই যেন মুরাদ চোরাগোপ্তা দৃষ্টি হেনে তার শরীর জরিপ করতে থাকে। কথাবার্তার মতো মেয়েটার শরীরের অঙ্গ বিশেষও

BanglaBook.org

যেন যৌক্তিক, অস্বাভাবিকতা নেই কোথায়ও। হালকা পাতলা গড়নের কারণে মেয়েটার স্তনের আকার তেমন বড় নয়। সৈকত একবার বলেছিল, এ ধরণের মেয়েরাই নাকি বেশি সেক্সি হয়ে থাকে। সে জন্যেই বোধহয় কথার চেয়েও তার শরীরের আকর্ষণ-ক্ষমতা আরো বেশি। মাসিক পনের হাজার টাকার বেতনের চাকুরে, এরকম একটি মেয়ে বিয়ে করতে চাইলে বরের সংকট হবার কথা নয়। বিন্তির কথাগুলোকে তাই সত্য বলেই ভাবতে ইচ্ছে করে।

দেখুন কারো সঙ্গে পুরো একটা দিনও লিভ টুগেদার করার অভিজ্ঞতা নেই আমার। কাজেই বুঝতে পারছি না কী ধরনের সমস্যা আসতে পারে। তবে কিছু যদি মনে না করেন, একটা জিনিস জানতে চাই।

নির্দ্বিধায় বলুন।

একটা ব্যাপার তো বুঝলাম যে এক সঙ্গে থাকলেও আপনাকে শাড়ি বা কোনো পারফিউম কিনে দিতে হবে না। আপনিও আমার জামাটা কেচে দেবেন না কখনও। অর্থাৎ যে যার পয়সায় চলব। কিন্তু ধরুন, শারীরিকভাবে আপনাকে আমার প্রয়োজন হলো, কিংবা কখনও আপনার প্রয়োজন হলো আমাকে – এ জন্যে আমাদের পরস্পরকে পে করতে হবে কীনা?

বিন্তির হাসিতে এবার বুঝি সামান্য লজ্জাও মিশে থাকে। কথা বলে আরো অন্তরঙ্গ স্বরে।

না, এই সম্পর্কের জন্যে পে করতে হবে না। তবে জবরদস্তি চলবে না, দু'জনের ইচ্ছে হলে হবে। আমার কথা কিন্তু শেষ মুরাদ সাহেব। আমার কার্ড দিচ্ছি। এখানে ঠিকানা ফোন নাম্বার আছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে আপনার মতামত সরাসরি আমাকে জানালে খুশি হবো। আপনার এ্যাড্রেস ফোন নাম্বার দিলে অবশ্য আমিও যোগাযোগ করতে পারি।

ঠিকানা বিনিময় শেষ হতে না হতেই রুবি ঘরে ঢুকল।

সরি, আমি তোমাদের ডিস্ট্রাব করছি না। বিন্তি তুমি হোস্টেলে একটা ফোন করে দাও। আমি তোমাদের খাওয়ানোর জন্যে আজ নিজেই কিচেনে ঢুকেছি।

না রুবি আপা, আমাদের কথা শেষ হয়েছে। আমাকে এখনই ফিরতে হবে। হোস্টেলে ফিরে রাতেই আমাকে একটা পেপার তৈরি করতে হবে।

যেতেই হয় যদি, মুরাদ তোমাকে পৌঁছে দেবে।

তার দরকার হবে না। মধ্যরাতেও একা চলাফেরা করার সাহস ও কৌশল জানা আছে আমার।

BanglaBook.org

রাতের খাওয়া সেরে যাওয়ার জন্যে রুবি ও সৈকতের বারবার অনুরোধে বিন্তি অনেকটা বিরক্তি নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল, সরি, রুবি আপা। নিজের ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্তকেই আমি গুরুত্ব দিই। থাকা বা অপেক্ষা করা সম্ভব হলে আপনাদের এতো বলতে হতো না। চলি মুরাদ সাহেব।

মেয়েটির এই ব্যক্তিত্ব ভাল লাগে মুরাদের। অন্যদিকে রাতের জন্যে খাবারের বিশেষ আয়োজন উপেক্ষা করে পাত্রী এভাবে চলে গেলে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই ভাবল, কনের নিশ্চয় বর পছন্দ হয়নি। জিজ্ঞাসু চাখে তাকাল তারা মুরাদের দিকে।

কী ব্যাপার? শালা কী রকম পটালি এতক্ষণ যে আর এক মিনিটও আটকাতে পারলাম না।

মুরাদ হেসে বলল, পটাতে আর পারলাম কই?

এতক্ষণ ধরে ভ্যাজর ভ্যাজর করলি, কাজের কাজ কিছুই হবে না?

কাজ বলতে তুই যা বুঝিস, সেটা আমি না চাইলে হবে কী করে?

সৈকত খোঁচাটা টের পেল বোধহয়। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মনে হয় বিন্তি ওর ডিসিশন জানিয়ে দিয়েই চলে গেছে রুবি। নইলে এভাবে হঠাৎ ঝড়ের বেগে চলে যেত না।

আমাকে সত্যি করে বলো তো মুরাদ, তুমি কি আজই ওকে সরাসরি না করে দিয়েছো?

হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই।

ঘরে শিমুল ঢোকায় বিবাহ বিষয়ক কথাবার্তা বন্ধ হলো। মুরাদকে দেখেই খুশিতে উচ্ছ্বসিত শিমু ছুটে এল। দু'হাত মুরাদের কাঁধে রেখে অভিমান প্রকাশ করল ।

কতোদিন আসো না তুমি! তুমি আমাকে আসলে একটুও ভালোবাসো না মুরাদ কাকু। এতদিনে মনে পড়ল আমাদের কথা!

মনে যে প্রায় প্রতিদিন প্রতিরাতেই পড়ে, কথাটা মনে করে মন টাটাল মুরাদের। কিন্তু রুবির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জবাব দিল, আজো তো আসা হতো না শিমু। যাকে দেখার জন্যে এসেছিলাম, তাকে কি দেখেছো তুমি?

হ্যাঁ, ঐ মাস্টারনী টাইপের ভদ্রমহিলা? কী হয়েছে তার?

সৈকত মেয়েকে জানাল, ভদ্রমহিলাকে তোমার কাকী বানানো যায় কিনা আমরা সেটাই দেখছিলাম।

BanglaBook.org

আগে বলোনি কেন আমাকে? আরো ভালো করে দেখতাম, ইন্টারভিউও নিতে পারতাম একটা।

ঠিক আছে, এ সুযোগটা তোমাকে দেয়ার জন্যে মহিলাকে না হয় আমার বাসায় আর একদিন ডাকা যাবে। তুমি ইন্টারভিউ নিয়ে যে মত দেবে, তাই হবে। কী রুবি ঠিক আছে? বিন্তি আমার বাসায় এলে, শিমুকে নিয়ে যাব।

মুরাদের কথায় সৈকত ও রুবি যেন নতুন করে আশার আলো দেখতে পায়। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জবাব দেয় রুবি, হ্যাঁ আমরা তো পারলাম না। এবারে আমার মেয়ের ঘটকালিতে যদি তোমার বিয়েটা হয়, তাও ভালো।

তুমি তাহলে এবার সত্যিই বিয়ে করবে মুরাদ কাকু? করে ফেলো। তোমার বিয়েতে অনেক ধুমধাম করবো আমরা। আর কাকী এলে তোমার বাসাতে প্রায় বেড়াতে যাবো আমি। কাকীর সঙ্গে রাতে থাকবোও। কাজেই আমার মনমতো হওয়া চাই কিন্তু।

তাই হবে।

মুরাদ হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। রুবির চোখে নতুন করে অলুক্ষণে কিছু ধরা পড়ার ভয়ে বিদায় চায়, কাজের অজুহাত দেখায়। রাতে খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ বিন্তির মতো দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে মুরাদ। আগে এরকম করেনি কখনও।

১৮.

অফিস থেকে ফিরে মুরাদ যথারীতি স্নান সেরে সান্ধ্য অবসর কাটাতে একই সঙ্গে টিভি ও বই নিয়ে বসেছে। বসে ঠিক নয়, খাটে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু বই বা টিভি কোনোটাতেই মনোযোগ নেই আজ। সংসারে নতুন একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ টেলিফোন আনার কথা ভাবছে সে। টেলিফোনটা থাকলে বিন্তির সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই কথা বলা যেত। হোস্টেলে ফোন আছে তার। রাতে করলেও ডেকে দেয়। অফিস থেকে এর মধ্যে দু'দিন ফোন করেছিল সে। বিন্তিও করেছিল একদিন। কিন্তু অফিসের ফোনে ব্যক্তিগত কথা, রুবির ফাঁকা ড্রয়িংরুমে যেভাবে বলতে পেরেছিল, সেভাবে বলতে পারে না। কাজের ব্যস্ততা ছাড়াও বাইরের পার্টি ও সহকর্মীরা রুমে উপস্থিত থাকে প্রায় সারাক্ষণ। এছাড়াও আছে টেলিফোন অপারেটরের আঁড়ি পাতার ভয়। তাই বাসায় ফোনটা নিলে মন খুলে কারো সঙ্গে কথা বলে মন চাঙ্গা করা হয়তো সহজ হতো। আর কেউ না হোক, সময় সুযোগ

BanglaBook.org

পেলে শিমুল তাকে ফোন করতো অবশ্যই। অফিস থেকে এ্যাডভান্স নিয়ে মুরাদ আগামী মাসেই টেলিফোনের জন্য দরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

খালা এসে খবর দেয়, একটা লোক এসেছে, কয় যে তোমার বন্ধু।

কে? সৈকত বোধহয়। ভেতরে আসতে বলো।

না, এই বেটারে আগে দেখি নাই। মেয়েলি গলা।

মুরাদ তার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আগন্তুককে দেখে প্রথমত নিজেও চিনতে পারে না। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির উপরে হাতাকাটা পাতলা কোট, মাথায় মানানসই টুপি এবং ঠোঁটে চিকন গোঁফ। মুরাদকে দেখে আগন্তুকের হাসি প্রসারিত হতেই বিদ্যুত চমক মুরাদের অন্তরাত্মা ঝলসে দেয় যেন।

আরে আপনি!

চিনতে পেরেছেন তাহলে? এমন বেশে আসার পরও তো আপনার খালা ভেতরে ঢুকতে দিল না। বলল, আপনি দাঁড়ান, দেখি উনি আছেন কি নাই?

আসুন, আসুন।

বিন্তিকে নিয়ে মুরাদ সরাসরি নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

আপনার নিচতলার বাড়িঅলা ও আপনার খালার চোখকে ফাঁকি দিতে পেরেছি নিশ্চয়।

মুরাদের চকিতে মনে পড়ে, বাসার ঠিকানা সে দিয়েছিল ঠিকই, সেই সঙ্গে তার আগমন ঠেকাবার জন্যে ঘরের খালা ও নিচের বাড়িঅলা বা অন্য ভাড়াটিয়াদের চোখে পড়ার ভয়ও দেখিয়েছিল। ভয়টা আসলে তার নিজের। বিন্তির সঙ্গে লিভ টুগেদারের সিদ্ধান্ত এখনও নিতে পারেনি সে। আবার মেয়েটার প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করার সাহসও দেখায়নি।

আপনার বাসার গল্প শুনে বাসার পরিবেশে আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। সে জন্যে এ সারপ্রাইজ ভিজিট। অবশ্য গোঁফটা ছাড়া বাকি ড্রেসটা কিন্তু আমার জন্যে নর্মাল। রাত-বিরাতে চলাফেরা করার জন্যে এই ড্রেসটা ব্যবহার করি। বেশ কাজ দেয়। গোঁফটা অবশ্য পকেটে থাকে। প্রয়োজন মতো ব্যবহার করি। খুলব?

খুলে ফেললেই তো খালা সন্দেহ করবে। এমনিতেই বলল বেটার মেয়েলি গলা। থাক, মন্দ লাগছে না।

আমি কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা দেয়ার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি। কাল অফিস বন্ধ। আপনি চাইলে রাত্রিবাসও করা যেতে পারে।

BanglaBook.org

এরকম পুরুষ বন্ধুর সাথে এক ঘরে রাত্রিবাস করলে খালা হয়তো কিছু মনে করবে না। কিন্তু সৈকত বা রুবি কি আপনার এই অভিযানের কথা জানে?

রুবি আপা অফিসে ফোন করেছিল একদিন। আপনাকে কেমন লাগল জানতে চেয়েছিল। আমি কী জবাব দিয়েছি জানেন? বলেছি, বিয়ের ব্যাপারে মুরাদের করব-করব গোছের ভাব আছে একটু। এ দুর্বলতাটুকু ভালো লাগেনি। কিন্তু উনি যদি বিয়ে না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেন, তা হলে ভালই। হয়তো আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারে। কেননা আপনাদের বন্ধুকে দেখে আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাবার কোনো কারণ ঘটেনি।

রুবি কী বলল?

খুব হতাশ হয়েছে মনে হয়। আমার খুব অবাক লাগে জানেন। রুবি আপার মতো শিক্ষিত মেয়েরাও বিয়ে-সংসার ছাড়া মেয়েদের জীবনের সার্থকতা আর কোনো ভাবে ভাবতে পারে না। আপনাকে প্রস্তাবটা সরাসরি দিয়েছি, আমি সিওর, রুবি আপারা জানলে সেটা কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারবে না।

আমি নিজেও এখন পর্যন্ত খুব সহজ হতে পারছি না বিন্তি, ওদের আর কী দোষ বলুন।

দেখুন সেদিনই কথা বলে আমার সন্দেহ হয়েছিল, বিয়ে আপনি করতেও পারেন। আপনার বাসা দেখে সন্দেহটা কিন্তু গভীর হচ্ছে। মনে হচ্ছে বিয়ে করবেন বলেই ঘর-সংসার ফেঁদে বসে আছেন। সেরকম পরিকল্পনা থাকলে বলুন, আমি আমার প্রস্তাব উইথড্র করে ফিরে যাচ্ছি।

তার মানে আপনার সঙ্গে লিভ টুগেদার করলে ভবিষ্যতে আর বিয়ে করা যাবে না, এরকম শর্ত দিচ্ছেন?

না, আপনার ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করব না। পরস্পরের ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় থাকবে– এই শর্ত মেনেই এক সঙ্গে থাকব। কিন্তু আপনার যদি বিয়ের পরিকল্পনা থাকে, আমার সঙ্গে বসবাসের বাস্তবতা আপনার ভবিষ্যত দাম্পত্যজীবনে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করবে। আমি সেটা চাই না। আর এরকম পুরুষালি ছদ্মবেশ নিয়ে হয়তো এক-আধদিন এক সঙ্গে থাকা যাবে, কিন্তু মাসের পর মাস তো সেটা সম্ভব নয়। আমার নিজের বিয়ের পরিকল্পনা থাকলে আপনার সঙ্গে নিশ্চয় লিভ টুগেদার করতে আসতাম না।

মুরাদ যে ভাবনাটা কদিন ধরেই ভাবছিল, বিন্তি ইতিমধ্যে তা ভেবেছে দেখে খুশি হলো সে। তার প্রস্তাবটা অসামাজিক এবং অবিশ্বাস্য হলেও মেয়েটার বিবেচনাবোধ বেশ বাস্তবসম্মত।

BanglaBook.org

সেরকম পরিকল্পনা আমারও নেই। তবু এক সঙ্গে থাকার সুবিধা অসুবিধার দিকগুলি আরো ভেবে দেখা দরকার। পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো না হলে, পরে গোলমাল হতে পারে। আপনি আজ থেকেও যেতে পারেন। আমি খালাকে আপনার জন্যে রান্নার কথা বলি।

মুরাদ ঘর থেকে বেরুলে বিন্তিও তার সঙ্গে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে বাসা দেখতে থাকে। ঘরে শেল্‌ফে সাজানো মুরাদের বইপত্র দাঁড়িয়ে দেখে। খালাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ঘরের দরজা চাপিয়ে দেয় মুরাদ।

আপনার বাসাটা কিন্তু লিভ টুগেদগার করার মতো। ছদ্মবেশটা পাল্টালে, মানে গোঁফের বদলে মাথায় একটা ঘোমটা টেনে বাসায় ঢুকলে আমরা বোধহয় এ বাসাতেও থাকতে পারি। অবশ্য একজনের কিছুটা অসুবিধা হবে। খালাকে ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে। খালা যদি রাতে ডাইনিং স্পেসে কিংবা কিচেনে বাস করতে পারে, এবং খালার রুমটা আমি পাই, তা হলে এ বাসাটাও দু'জনের জন্যে মন্দ হবে না। অন্যখানে দু'তিন রুমের বাসা নিলে এর চেয়ে কম ভাড়ায় পাবো না আমরা।

মুরাদ ভেতরে ভেতরে ভয় পায়। গোঁফঅলা তরুণী এ বাসায় আসার পর থেকে তাকে আজ সারা রাত নিজের বিছানায় নিয়ে থাকার সম্ভাবনা ভেতরে রোমাঞ্চ জাগাচ্ছিল। লিভ টুগেদার মানে স্বামী-স্ত্রীর মতো এক বিছানায় থাকার কল্পনাটাই বারবার মনে জেগেছে, কিন্তু বিন্তির খালার ঘর দখলের কথা শুনে মনে খটকা জাগল।

সেটা পরে ভাবা যাবে, কিন্তু আজকের রাতটা আমার বিছানায় কাটালে অসুবিধা হবে না তো?

বিন্তি রহস্যময় হেসে মৃদু জবাব দিল, এখনই বুঝতে পারছি না।

ধরুন, সত্যিকার স্বামী-স্ত্রীর মতো আমরা যদি এক বিছানায় বসবাস করি, তা হলে কি কি অসুবিধা হতে পারে বলে মনে করেন?

বিন্তি এবার মুরাদের বিছানায় মুরাদের পাশে পা তুলে বসে। হাতে মুরাদের শেল্‌ফ থেকে টেনে নেয়া মিলান কুন্ডেরার উপন্যাস।

সত্যিকার স্বামী-স্ত্রীর যে যে অসুবিধা হয়, আমাদেরও তেমন হতে পারে। পরস্পরের প্রতি দখলী স্বত্ব জাগতে পারে। আমি আমার স্টাডিতে অনেক দেখেছি, স্বামীরা সাধারণত স্ত্রীর আলাদা ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা অনিচ্ছা সহজে মেনে নিতে পারে না। স্ত্রীরাও তার পুরুষটিকে পোষা জন্তুর মতো সারাজীবন নিজের বিছানায় ধরে রাখতে চায়। তবে সুযোগ পেলে লুকিয়ে চুরিয়ে পরকীয়া করে প্রায় সবাই।

BanglaBook.org

সুযোগ পেলে বাসার কাজের মেয়েকে বউয়ের জায়গায় শোয়ায় না – এমন পুরুষ খুব কম আছে। অবশ্য বিবাহিত মেয়েরাও পরপরুষের পিপাসা নানারকম সম্পর্কের ছদ্মবেশে মেটাতে চেষ্টা করে। আমরাও এরকম ভান করবো, আপনি নিশ্চয় তা চান না?

কিন্তু ভাললাগার স্বার্থেও তো দু'জন এক বিছানায় পার্মানেন্টলি থাকতে পারি আমরা, পারি না?

তা পারি। ইচ্ছেটা দু'তরফ থেকে সমান হলে সেরকম হতেই পারে। কিন্তু আমি অন্তত দিনের পর দিন দু'জনের এক বিছানায় থাকাটা পছন্দ করবো না। এতে বাস্তব কিছু অসুবিধা দু'জনকেই ফেস করতে হবে।

যেমন?

ধরুন মাঝরাতে লাইট জ্বেলে আমি পড়তে বা লিখতে বসলাম, আপনি চাইছেন তখন লাইট নিভিয়ে ঘুমাতে। ঘুমালে হয়তো আপনার নাক ডাকে, মুখে লোল গড়ায়, আমার হয়তো গ্যাসের দোষ হলো, এসব নিশ্চয় পরস্পরকে বিরক্ত করতে পারে। তাছাড়া আমি প্রাইভেসি রক্ষার ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে থাকি। একসঙ্গে থাকার পরও আপনার অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারে, শোয়ার সম্পর্ক হতে পারে, আলাদা ঘরে থাকলে আমরা এ স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারব। এরকম স্বাধীনতা ভোগের জন্যে পরস্পকে সাহায্যও করতে পারব।

মুরাদের প্রথমেই মনে হলো শিমুর কথা। বিন্তি যদি বউয়ের ছদ্মবেশে এ বাড়িতে থাকে, শিমুকে এ বাড়িতে আসতে দিতে তার বাবা-মায়ের নিশ্চয় আপত্তি হবে না। রাতে হযতো বিন্তিই শিমুকে বলবে, তুমি কাকুর সঙ্গে ঘুমাও। কিন্তু আজ বিন্তির সঙ্গে এক বিছানায় শোয়ার অভিজ্ঞতা কেমন হবে তার? মেয়েটি কি পরীক্ষা নিতেই আজ নৈশবাসের উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটে এসেছে? রাতে আজ বেশি এনার্জেটিক ফিল করার জন্যে মুরাদ অবশ্য মুরগি ও ডিম রাঁধার নির্দেশ দিয়েছে খালাকে। ফ্রিজে আঙুর আপেল ছিল। মুরাদ নিজেই বের করে অতিথির সামনে এগিয়ে দিল। নিজেও খেতে লাগল বেশি বেশি।

পাঠক হিসেবে পরস্পরকে চেনার জন্যে বইপত্র নিয়ে গল্প করতে লাগল তারা। বিন্তির গোঁফের দিকে তাকিয়ে সহসা ভয় জাগল মুরাদের মনে, রুবি যদি হঠাৎ রাতে এসে পড়ে– রাণুর বেলায় যেমন এসে পড়েছিল? কিন্তু গোপন আশঙ্কার কথা বলে বিন্তিকে তাড়াবার কথা ভাবতেই পারছে না সে।

BanglaBook.org

পুরুষ বেশে দু'জনে রাতের খাওয়া শেষ করল একত্রে। রাত দশটা

পেরিয়েছে। সৈকত, রুবি বা আর কেউ এসে পড়ার ভয় থেকে মুক্ত হলো মুরাদ।

আমার গোঁফটা এতক্ষণ ধরে পরে আছি, মনে হয় পাকতে শুরু করেছে। খুলি এখন? খালা নিশ্চয় রাতে এ ঘরে আসবে না?

না। তবু দরজা লাগিয়ে দিচ্ছি। তুমি এবার স্বাচ্ছন্দে বিন্তি হতে পারো। তুমি বলে ফেলালাম, আপত্তি নেই তো?

বউকে কেউ আপনি বলে বুঝি?

গোঁফ ও টুপি খুলে বিন্তি বাথরুমে ঢুকল। মিনিট কয়েক পর বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ অচেনা এক মেয়ে হয়ে। পরনের পাজামা-পাঞ্জাবি খুলেছে বিন্তি। পাঞ্জাবির নিচে নিতম্ব পর্যন্ত যে আর একটি টাইট জামা ছিল, বুঝতে পারেনি মুরাদ। জামাটার নিচে পেন্টি আছে কিনা বোঝা যায় না। বিন্তির স্তনকে যতো ছোট মনে হয়েছিল, অতো ছোট নয় আসলে। নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো এগিয়ে গেল মুরাদ, কাঁধে হাত রেখে আবেগমথিত কণ্ঠে বলল, স্বপ্নের মতো সুন্দর মনে হচ্ছে তোমাকে বিন্তি। এখনও অবিশ্বাস্য, ভীষণ রোমঞ্চকর মনে হচ্ছে তোমার উপস্থিতি। মনে হচ্ছে তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি এতগুলি বছর।

নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিন্তি স্বাভাবিক গলায় বলল, আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমি মাথাটা একটু আঁছড়ে নিই। ভীষণ কুটকুট করছে। তোমার চিরুনিটা দাও।

মাথা আঁছড়াতে আঁছড়াতে বিন্তি লাজুক কণ্ঠে বলল, রেইনকোট পরে বৃষ্টিতে ভেজার অভ্যাস আছে তো?

মুরাদ বুঝতে পারল না। বোকা বিহ্বল দৃষ্টিতে বিন্তির সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। মাথায় চিরুনি চালানোর সময় বিন্তির স্তন দুটিও যেন ভেতবে বড় বেশি অস্থির হয়ে উঠেছে। বোকার মতো জানতে চাইল মুরাদ, রেইনকোট মানে?

বাহ, কুন্ডেরার উপন্যাসেই তো কনডমকে রেইনকোট পরে বৃষ্টিতে ভেজার সঙ্গে তুলনা করেছিল। পড়ো নি? শোনো, আমি কিন্তু সেফ পিরিয়ডে নেই। ঘরে না থাকলে, এখনও সময় আছে নিয়ে আসো। কথাটা আগে বলব বলব করেও লজ্জায় বলতে পারিনি।

আমার ভালবাসা তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না বিন্তি। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো তুমি।

শুধু বিশ্বাস নয় বন্ধু, আমি তোমাকে ভালোও বাসতে চাই।

বিন্তি প্রথমে মুরাদকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিল। বাথরুমে ঢুকে বিন্তি কি মুরাদের

BanglaBook.org

টুথব্রাশ ব্যবহার করেছে? তার মুখে পেষ্টের গন্ধ পেল মুরাদ। মনে হলো, টুথপেষ্টের বিজ্ঞাপনের মডেল মেয়েটাই যেন এখন তার বুকে।

১৯.

নতুন বউকে ঘরে তোলার দু'দিন পরে এক সন্ধ্যায়, দোতলা থেকে বাড়িঅলা সস্ত্রীক প্রথম মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে বেড়াতে এলো মুরাদের ফ্ল্যাটে।

এতো বড় শুভ কাজটা চুপি চুপি সারলেন মুরাদ সাহেব! ভারি অন্যায়। আপনার খালার কাছে শুনে আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না। তা কই, বউমাকে ডাকুন।

বিন্তিকে ডেকে পরিচিয় করিয়ে দিল মুরাদ। মাথায় ঘোমটা টেনে বিন্তিও চমৎকার অভিনয় করল, আপনার বাসা দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে খালুজান। অনেকদিন ধরেই প্রস্তুত ছিলাম আমরা, আর অপেক্ষা করলাম না।

তুমি আসায় আমরা খুব খুশি হয়েছি মা। তা তোমার কথা মুরাদ সাহেব কিন্তু আমাদেরকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি কিছু। তা তুমিও চাকরি করো শুনলাম, কোথায়?

আছি একটা এনজিও তে। আপনারা বসুন, আমি চা করে আনছি।

চা দিয়ে বিন্তিই সামাজিকতাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যে বলে, আমরা এখন একটু বাইরে বেরুবো ভাবছিলাম।

ঠিক আছে, তোমরা যাও। আমরা আজ উঠছি। কিন্তু মুরাদ সাহেব আপনি ফাঁকি দিলেও বউমা কিন্তু ফাঁকি দিতে পারবে না। তার হাতের রান্না একদিন খেয়ে যাব। তার আগে আগামী কাল সন্ধ্যায় আমার বাসায় দু'জনকেই খেতে হবে। এটা বলার জন্যেই এসেছি আমরা।

দু'জনই চাকরিবাকরি করে একদম সময় পাই না খালাআম্মা। তবে অবশ্যই যাবো সময় পেলে।

বাড়িঅলি বিদায়ের আগে বিন্তির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদও করে। নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে অনুরোধ জানায় আবার।

আপদ বিদায় করে দিয়ে বিন্তি মন্তব্য করে, বাড়িঅলাকে তো ভালই মনে হচ্ছে মুরাদ।

এতো ভালো আমাদের জন্যে ভালো নয় বিন্তি। ঘনঘন যাতে আসতে না পারে, তেমন বুদ্ধি করে চলতে হবে।

চিন্তা নেই। দেখলে না– কেমন ম্যানেজ করে ফেললাম।

BanglaBook.org

বিয়ের খরবরটা সৈকত-রুবির কাছেও এখনও জানায়নি মুরাদ। বিন্তির বউ বউ ভাবটা পাকাপোক্ত হয়ে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাছাড়া মাস না কাটতেই যে বিন্তি সেপারেশনের নোটিশ দেবে না – তেমন ভরসা পায় না সে। বিন্তি অবশ্য তার বুকশেল্‌ফ ও জিনিসপত্র খালার ঘরে তুলেছে। কিন্তু খালার চোখেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা বিশ্বস্ত করে তোলার জন্যে দু'জনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুরাদের বিছানায় রাত্রিবাস করে যাচ্ছে।

দু'সপ্তাহ না কাটতেই, শুক্রবার সকালে সৈকত সপরিবারে মুরাদের বাসায় বিনা নোটিশে এসে উপস্থিত হলো। কেবল রুবি, শিমু, পলাশ ও সৈকতকে দেখলে মুরাদ চমকে উঠত না। তাদের পিছু পিছু মুরাদের আপন বড় ভাই, ভাবী ও ভাইঝিও। ভাই-ভাবী চট্রগ্রামে থাকে। তারা জানল কী করে? সৈকত ফোনে খবর দিয়ে আনিয়েছে সন্দেহ নেই।

বাড়িঅলার চেয়েও তুমুল আবেগে আনন্দ, অভিযোগ ও শুভেচ্ছা বর্ষণ করতে লাগল শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়বর্গ। রুবি বিন্তিকে টেনে এনে বলল, ডুবে ডুবে জল খাওয়া! দেখাচ্ছি মজা। নাও, ইনি মুরাদের বড় ভাই ও ভাবী। না, না, শুধু সালাম দিলে হবে না, পা ছুঁয়ে সালাম করো।

রুবির চাপে নত হতে বাধ্য হলো বিন্তি। মুরাদের বড় ভাই আনন্দিত কণ্ঠে অভিযোগ জানাতে লাগল, আনুষ্ঠানিকতা না করো, খবরটা আমাদের জানালে তো কোনো ক্ষতি ছিল না। আমি যে কী খুশি হয়েছি!

সৈকতও আজ বড়ভাইয়ের মতো আদেশ দেয়ার সুরে বলল, মুরাদ তৈরি হয়ে নে। বর-কনে দু'জনকেই আমার বাড়িতে যেতে হবে। সেখানেই সব ব্যবস্থা হয়েছে। চুপি চুপি তোরা কোর্টে গেছিস না কাজী বাড়িতে গেছিস, আমাকেও তো জানাসনি। আজ নতুন করে সব আনুষ্ঠানিকতা আমার ওখানে হবে।

রুবি বিন্তির পালাবার পথ রুদ্ধ করার জন্যেই যেন বলল, ঢাকায় তোমার নিকটআত্মীয় যারা আছে, তাদের ঠিকানা দাও বিন্তি। আমি যোগাযোগ করে তাদের ইনভাইট করছি।

শিমুল মুরাদকে লজ্জা দেয়ার জন্যে অভিযোগ করল, আমি কাকীর ইন্টারভিউ নেয়ার আগেই চোরের মতো লুকিয়ে বিয়ে করে ফেলেছো!

এইসব সামাজিকতার চাপ প্রতিরোধ করে লিভ টুগেদারের মাহাত্ম্য বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ঘোষণার মতো ব্যক্তিত্ব ও গলার জোর মুরাদ বা বিন্তি কেউ-ই নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না। অপ্রস্তুত বর-কনের মতো লজ্জা, অনুরাগ এবং সন্দেহ মাখা দৃষ্টি নিয়ে পরস্পরের দিকে ঘনঘন তাকাতে লাগল শুধু।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org